উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৭১০.২৫ (-৩০৮.৪৭)

নিফটি : ২৪,৬৪৯.৫৫ (-৭৩.২০)

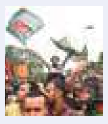

পালাবদলের এক বছর

মঙ্গলবার জুলাই গণ অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তি হল বাংলাদেশে। এদিনও ফের সাধারণ নির্বাচনের কথা শোনা গেল প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মুখে। » ৮

সত্যপাল মালিক প্রয়াত

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শেষ রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগব্যাধিতে ভুগছিলেন তিনি। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৭° সর্বনিম্ন

মায়ের প্রার্থনাই সিরাজের আসল শক্তি » ১১

শিলিগুড়ি ২০ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 6 August 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 80

বর্ষায় বিপর্যয়

মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পায় উত্তরাখণ্ড বিপর্যস্ত। পাহাড় থেকে কাদা-জল ধেয়ে এসে নিমেষে সাফ জনপদ। উত্তরবঙ্গেও যেন তার ছায়া। বিপদ ঘনিয়ে এল সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পেও। রোমান্টিক বর্ষা যেন বিভীষিকা।

উত্তরকাশী, উত্তরাখণ্ড

তখন ধেয়ে আসছে হড়পা! উত্তরকাশীর ক্ষীরগঙ্গা নদীতে। ভাইরাল ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি।

তিস্তাবাজার, পশ্চিমবঙ্গ

সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের ৭ নম্বর টানেলের গার্ডওয়াল ধসে পড়ছে হুড়মুড়িয়ে। তিস্তাবাজারের কাছে।

উত্তরকাশীতে হড়পায় মৃত ৪

দেরাদুন, ৫ অগাস্ট : ভয়ংকর দুর্যোগ। চোখের সামনে পাহাড় থেকে যেন ধেয়ে আসছে কাদা-জল। সঙ্গে ভারী পাথর। মুহূর্তের মধ্যে সাফ হয়ে যাচ্ছে জনপদ। নিজেদের বাড়িঘর-গাছপালা, সব চোখের নিমিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখলেন বাসিন্দারা। মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধসে বিধ্বস্ত হয়ে গেল উত্তরাখণ্ডের বেশ কিছু এলাকা।

তাও ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন উত্তরকাশী জেলার ধারালি গ্রামের বাসিন্দারা। ভাগ্যিস, বিপর্যয়টা হয়েছে দিনের আলোয় মঙ্গলবার দুপুরে। রাতে হলে ঘুমের মধ্যে আরও অনেকে ভেসে যেতেন বলে মনে করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪-এ আটকে আছে বটে। কিন্তু ৫০ জনেরও বেশি নিখোঁজ আছেন। মঙ্গলবার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভয়াবহ ধস নামায় ওই বিপদ হয়।

হরসিল সেনাছাউনি থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে এই দুর্যোগ ঘটলেও কেউ সাহায্য করার সুযোগ পাননি। বরং গোটা সেনা ছাউনি হড়পায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৯ জওয়ানের।

এই ধসের ফলে গঙ্গোত্রীধামের সঙ্গে সমস্ত রাস্তার যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ধারালির কাছে মুখবা গ্রাম এবং গঙ্গোত্রীধামও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত। পর্যটকদের তোলা পাহাড় থেকে কাদা-জল ও পাথর গড়িয়ে পড়ার ওই ভয়ানক ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে।

এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'জীবনে এমন দুর্যোগ কখনও দেখিনি। হোটেল থেকে হোমস্টে, বাজার- সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' হরসিল অঞ্চলের খিরগাড় নালা উপচে আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলাকারী সংস্থা। সেনাবাহিনী দ্রুত পৌঁছে অন্তত ১৫ জনকে উদ্ধার করে।

তবে বিপদ এখনও শেষ হয়নি। উত্তরকাশী জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, লাগাতার বৃষ্টিপাত ও রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে। চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী এখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। উত্তরকাশীর পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডের রাজধানী দেরাদুনে সোমবার রাতভর বৃষ্টির জেরে সমস্ত স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হয়। হরিদ্বারে গঙ্গা ও কালী নদী বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে।

পড়শি হিমাচলপ্রদেশও বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। সোমবার একদিনে ৩১০টি রাস্তা, যার মধ্যে একটি জাতীয় সড়ক, ধস ও জল জমার কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এছাড়া মান্ডি জেলায় একটি গাড়ি খাদে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মেঘভাঙা বৃষ্টি

- উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে পুলিশ, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থা
- নিখোঁজ প্রায় ৫০, উদ্ধার ১৫ জন
- হরসিল সেনাছাউনি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন, নিখোঁজ ৯ জওয়ান
- সোমবার রাতভর বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হরিদ্বার, দেরাদুন

ধসল সেবক-রংপো প্রকল্পের গার্ডওয়াল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : উত্তরকাশীর প্রতিচ্ছবি যেন উত্তরবঙ্গেও।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে যখন হড়পা এল ক্ষীরগঙ্গা নদীতে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ধসে পড়ল সেবক-রংপো প্রকল্পের সাত নম্বর টানেলের গার্ডওয়াল। ভাইরাল একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)-তে দেখা যাচ্ছে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে গোটা গার্ডওয়ালটি। বিপদ আঁচ করতে পেরে আগেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন নির্মাণশ্রমিকরা। সেই কারণে হতাহতের কোনও খবর নেই।

সেবক-রংপো প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ইরকন (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড)-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মাহিন্দর সিংয়ের বক্তব্য, 'কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল থেকেই অল্প অল্প ধস হচ্ছিল। তাই আগে থেকে শ্রমিকদের ওই এলাকায় কাজ বন্ধ করে দিয়ে সামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। বালির বস্তা দিয়ে একটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছিল। তাই ধসের জেরে গার্ডওয়াল ভাঙলেও কারও সমস্যা হয়নি। আমরা ধস সরিয়ে গার্ডওয়াল তৈরির কাজ শুরু করেছি।'

প্রকল্পটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। নির্মীয়মাণ অবস্থায় একাধিকবার ধস নেমেছে টানেলে। মৃত্যুও হয়েছে একাধিক। প্রকল্পটি যেখানে তৈরি হচ্ছে, ঠিক তার পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে খরস্রোতা তিস্তা। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে তিস্তা শুধু ফুঁসছেই না, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভূমিধসও ঘটাচ্ছে। এদিনের ঘটনাও ভূমিধসের জেরে ঘটেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তরকাশীর হড়পার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর চর্চা শুরু হয়েছে আগ্রাসী তিস্তাকে নিয়েও। নদীটির বুকে পলি জমে গভীরতা কমে যাওয়ায় তিস্তাও যে কোনওদিন এই অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে বলে আতঙ্ক গ্রাস করছে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের প্রাক্তন অধ্যাপক সুবীর সরকার বলছেন, 'সিকিমের অবস্থা ভয়াবহ। প্রবল বৃষ্টিতে ধস বাড়ছে। তার ওপর তিস্তায় এত ড্যাম তৈরি হওয়ায় নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উত্তরকাশীতে যে বিপর্যয় হয়েছে সেটা আগামীদিনে তিস্তাতেও হতে পারে। একের পর এক উন্নয়নের পরিকল্পনা এই অঞ্চলে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। যার ফলস্বরূপ মালবাজারে কয়েক বছর আগে পুজোর বিসর্জনের সময় ভয়াবহ হড়পা এল।'

প্রবল বর্ষণের জেরে ২০২৩ সালের ৩ অক্টোবর দক্ষিণ লোনাক লেক বিপর্যয়ে উত্তর সিকিম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এরপর দশের পাতায়

আগ্রাসী তিস্তা

- কয়েকদিন ধরে প্রায় টানা বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরে
- তিস্তা ক্রমাগত ধাক্কা মারতে থাকায় নরম হচ্ছে আশপাশের অঞ্চলের মাটি
- সেবক-রংপো প্রকল্পের ৭ নম্বর টানেলের কাছে এদিন সকাল থেকেই ছোট ছোট ধস
- গোটা গার্ডওয়ালটিই ধসে পড়েছে হুড়মুড়িয়ে

শুভেন্দুর কনভয় দেখে তাড়া। কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

হিজবুল-জামাত যোগের অভিযোগ

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ অগাস্ট : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়িতে তাঁকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল। তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কর্মীরা গিয়ে পুলিশের সামনেই শুভেন্দুর গাড়ি সহ কনভয়ের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ। পুলিশের গাড়িও ভাঙা হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উদয়ন গুহ ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য এই কাজ করিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। বিষয়টি নিয়ে আদালতে যাওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। হামলার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রাতেই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুভেন্দুর ওপর কীভাবে হামলা হয়েছে, সে সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি।

শুভেন্দু বলেছেন, 'পুলিশ আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ আসামি যদি উদয়ন গুহ হন তাহলে পরোক্ষ আসামি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। ওঁদের সঙ্গে কোর্টে দেখা হবে। আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে আগেই গভর্নর, রাজ্য পুলিশের ডিজি, মুখ্যসচিব সহ নানা জায়গায় রাতেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম।'

কোচবিহার থেকে ফেরার পথে রাতে বাগডোগরায় শুভেন্দু গোটা ঘটনায় বিঁধেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারের নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল উদয়ন গুহ ও কোচবিহারের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করে সব ঠিক করেছেন।' হামলার পিছনে রোহিঙ্গা-হিজবুল মুজাহিদিন-জামাত-ই-ইসলামির মতো সংগঠনের হাত দেখতে পাচ্ছেন শুভেন্দু। তিনি বলেছেন, 'এদিন যে ১৫০০ জন আমার উপরে হামলা চালিয়েছে তাদের ৮০ শতাংশই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিম। তৃণমূলের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা, আনসারুল বাংলা, হিজবুল মুজাহিদিন, বাংলাদেশের জামাত এই কাজ করেছে।' শুভেন্দু জানান, স্বাধীনতা দিবস ও জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান মিটে গেলে তিনি কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি থেকেই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমান মুক্ত বাংলার জন্য আন্দোলন শুরু করবেন। তাঁর দাবি, 'তৃণমূল বাংলাকে বাংলাস্তান বানাতে চায়।'

পালটা উদয়ন বলেছেন, 'শুভেন্দু অধিকারী সবসময় উসকানিমূলক কার্যকলাপ করেন। উনি কোচবিহারে আসবেন আর কোচবিহারবাসী ধান-দূর্বা দিয়ে ওঁকে বরণ করবেন, এরকম আশা করে তো লাভ নেই।' এরপর দশের পাতায়

কোচবিহারে ধুন্ধুমার

- কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে শুভেন্দুকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল
- পরে শুভেন্দুর গাড়ি সহ একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর করা হয়
- শুভেন্দুর অভিযোগ, উদয়ন গুহ ও পুলিশ সুপার এই কাজ করিয়েছেন
- হামলার পেছনে রোহিঙ্গাদের হাত রয়েছে বলেও অভিযোগ বিরোধী দলনেতার

বহিরাগতদের এনে পালটা মার

মারে নাক ফেটেছে মহিলার।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : ভাড়াটিয়া পাঁচ কলেজ ছাত্রীকে দুই মহিলা কুকথা বলায় তুলকালাম কাণ্ড বাধল পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের রাসবিহারী সরণিতে। ওই কলেজ ছাত্রীরা যে ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন, তার ওপরতলাতেই মায়ের সঙ্গে থাকেন দুই মহিলা। ওই পাঁচ পড়ুয়ার মধ্যে দুজন ডুয়ার্স ও তিনজন পাহাড়ের বাসিন্দা। সোমবার দুপুরে এই ঘটনার পরই ওই ছাত্রীরা শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল হতেই মঙ্গলবার ওই ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে ডুয়ার্স সহ পাহাড় থেকে একদল তরুণ-তরুণী বাড়ির সামনে জড়ো হন। ওই দুই মহিলাকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা।

এরমধ্যে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি শীল সিনহা ও মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বিষয়টির মীমাংসা করাতে ওই বিক্ষোভকারীদের নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। আলোচনা চলাকালীন মেয়র পারিষদ ও স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলারের সামনেই দু'পক্ষ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক তরুণীর ঘুসিতে নাকে চোট লাগে অভিযুক্ত দুই মহিলার মধ্যে একজনের। পরে পুলিশ এসে ওই দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ধৃত ওই দুই মহিলার নাম রুবি দত্ত ও লীনা দত্ত। তাঁদের বিরুদ্ধে এসসি-এসটি অ্যাক্টে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনার পরই পাহাড়-সমতলের রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। শিলিগুড়িতে নতুন করে 'গোর্খাল্যান্ড' ইস্যুকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন কিছু লোক। তাতে ধুয়ো দিয়েছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতারা। এই দলের আহ্বায়ক জিটিএ-র সদস্য অজয় এডওয়ার্ড। ফ্রন্টের যুব নেতা রাবগে রাই বলেন, 'কলেজপাড়ার ঘটনা আমাদের মনে আঘাত করেছে। আইডেন্টিটির সমস্যায় আমরা ভুগছি। আইডেন্টিটির এই সমস্যার কারণেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠে আসছে।' বর্তমানে বাংলা-বাংলাদেশির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন,

এরপর দশের পাতায়

ছাত্রীদের কটূক্তি প্রতিবেশী দুই মহিলার

বাগানের অন্ধকার নয়, রঙিন জীবন টানে ওঁদের

গত মাসে এনজেপি ও শিলিগুড়ি জংশনে উদ্ধার হন চা বাগানের বহু তরুণী। জোরালো হয়ে ওঠে পাচার তত্ত্ব। বাগানের নবীন প্রজন্ম অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে নারাজ। শ্রমিক মহল্লায় ঘুরে লিখলেন সপ্তর্ষি সরকার, মোস্তাক মোরশেদ হোসেন ও রহিদুল ইসলাম।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পাচার বলে আদপে যা দাবি করা হয় তা কি সত্যিই তাই? চা মহল্লা এই 'পাচার তত্ত্ব' মানতে নারাজ। একদিকে বাগানে সেভাবে কাজ না মেলা, মিললেও সেই কাজে তুলনামূলকভাবে ভালো রোজগারের সুযোগ না থাকাতেই তারা ভিনরাজ্যের কাজে অনেক বেশি আগ্রহী বলে এখানকার নবীন প্রজন্মের দাবি। চালসা বাগানের বাসিন্দা বছর পঁচিশের মিলোন্তোষ কেরকেট্টা অকপট, 'এক দুজনকে না হয় কোনওভাবে ফুঁসলিয়ে, নেশায় আসক্ত করে পাচার করা সম্ভব। কিন্তু একসঙ্গে ৪০-৫০ জনকে ট্রেনে চাপিয়ে পাচার করার বিষয়টি কিন্তু পাচার বলে সহজে মেনে নেওয়া যায় না। ডুয়ার্সের চা বাগানে কাজ ও রোজগারের অভাব আছে বলেই শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম বড় শহরে রুজিরুটি খুঁজতে ছুটছে।' এতে সমস্যার কিছুই নেই বলে ওই তরুণের দাবি।

২১ জুলাই আরপিএফ ও জিআরপি নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ৫৬ জন মহিলাকে উদ্ধার করে। ২৮ জুলাই শিলিগুড়ি জংশনে একটি বাস থেকে ৩৪ জনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের সিংহভাগই চা বলয়ের। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। যাঁদের উদ্ধার করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে জনা ছয়েক মাদারিহাটের গ্যারগান্ডা চা বাগানের বাসিন্দা। মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির গ্যারগান্ডার সদস্যা সরিতা লামার কথায়, 'ওই ছয়জনের প্রত্যেকের বয়স ২০ বছরের কম। চা বাগানটা ধুঁকছে। শ্রমিক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের মজুরি এবং বেতন বকেয়া। তাই পেটের দায়ে চা বলয়ের মেয়েরা বাগান ছাড়ছে।'

কয়েক প্রজন্ম ধরে চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় যাঁদের বাস তাঁদের অনেকেরই বর্তমান প্রজন্ম শ্রমিকের বদলে বাগানের বাবুস্টাফ হয়েছে। অনেক পরিবারের কেউ বাগানে কাজ করছেন তো কেউ শ্রমিক মহল্লায় থেকেও বাইরে অন্য পেশায় যুক্ত হয়ে সংসার চালাচ্ছেন। বন্ধ বা রুগ্ন বাগান হলে পুরুষরা শ্রমিক হিসেবে স্থানীয় বা ভিনরাজ্যের নির্মাণকাজে ছুটছেন। কিন্তু তাঁদের এই ছোটার সঙ্গে নবীন প্রজন্মের দৌড়টা আলাদা। হালে স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা বেশি। কেউ সেখানে পোশাক তৈরির কারখানায় প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছেন, কেউবা প্যাকেজিং শিল্পের শ্রমিক হিসেবে আবার কেউ হোটেল-রেস্তোরাঁর ওয়েটার হিসেবে কাজ করতে চাইছেন। প্রত্যেকেই দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের মতো শহরে কাজ করতে চাইছেন।

ছাত্রছাত্রীদের ভোকেশনাল কোর্সের প্রশিক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করা সুশান্ত দাস বলেন, 'স্মার্টফোন চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার নতুন প্রজন্মের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

এরপর দশের পাতায়

মায়ের কোলে ঘরে ফিরছে চা বাগানের আগামী প্রজন্ম।

কনভয়ের ছবি তুলে ক্ষমা প্রার্থনা

শুভেন্দুর পা ধরলেন সিভিক

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৫ অগাস্ট : রাস্তায় কনভয়ের ছবি তুলতেই গাড়ি থামিয়ে সাদা পোশাকে থাকা এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে দাঁড় করিয়ে একাধিক প্রশ্নবাণ ছুড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ঘটনাটি হয়েছে ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা এলাকায়। এরপর শুভেন্দুর পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চান ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। এমনই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। তবে ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

এদিন শুভেন্দু কোচবিহার সফর সেরে ফিরছিলেন। সেই সময় জলঢাকা সেতু পার হওয়ার আগে ধূপগুড়ি থানা এলাকায় সাদা পোশাকে সিভিক ভলান্টিয়ার নির্মল সরকার ডিউটি করছিলেন। বিরোধী দলনেতার গাড়ির ছবি তুলতেই শুভেন্দু কনভয় থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে তাঁর পরিচয় জানতে চান।

ভাইরাল ওই ভিডিওটিতে শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায় ট্রাফিকের ডিউটি করে টাকা তুলে আইসিকে দাও। সেই টাকার ভাগ ভাইপোর কাছে যায়।

অনেকে মনে করেছেন, শুভেন্দু যেভাবে রাস্তায় কনভয় থামিয়ে নিরাপত্তারক্ষী সহ নেমে পড়েছিলেন তাতে ওই তরুণ সিভিক ভলান্টিয়ার হকচকিয়ে যান এবং ওই জায়গা থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার জন্যে শুভেন্দুর পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন।পুলিশ সূত্রে খবর, নির্মল সরকার রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (আইবি) কর্মরত। সাধারণত সাদা পোশাকে এই বিভাগে কাজ করতে হয়। তবে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানালেন, আইবি শাখার একজন সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর নির্ধারিত ডিউটি করছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোঅর্ডিনেটর চন্দন ভৌমিক বলেন, 'ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর কাজ করছিলেন। কোন ভিআইপি কোথায় যাচ্ছে, এসব খবর রাখাই তাঁর কাজ। এটি একটি ছোট ঘটনাকে বড় বানিয়ে প্রচারে আসার একটি কৌশল।'

জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপির সভাপতি শ্যামল রায়ের বক্তব্য, 'একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের কাজের এক্তিয়ার কতটা। সরকার বা প্রশাসন সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করায়। তিনি যেভাব বিরোধী দলনেতার গাড়ির ছবি তুলছিলেন একইভাবে কী মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির ছবিও তুলতে পারবে। কীভাবে রাজ্যের প্রশাসন চলছে এটি তার একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ।'

শুভেন্দুর পা ধরে ক্ষমা চাইছেন সিভিক ভলান্টিয়ার। মঙ্গলবার।

> ওই সিভিক ভলান্টিয়ার তাঁর কাজ করছিলেন। কোন ভিআইপি কোথায় যাচ্ছে, এসব খবর রাখাই তাঁর কাজ। কিন্তু বিরোধী দলনেতা মানুষকে দেখাতে চাইছেন যে রাজ্য সরকার সবসময় ওঁর পেছনে লেগে থাকে। কিন্তু আদতেও তা নয়। এটি একটি ছোট ঘটনাকে বড় বানিয়ে প্রচারে আসার একটি কৌশল।
>
> **চন্দন ভৌমিক** *কোঅর্ডিনেটর, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস*

রেনল্ট নিউ রেনো ট্রাইবারের লঞ্চিং

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার একটি শোরুমে রেনল্ট নিউ রেনো ট্রাইবারের লঞ্চিং অনুষ্ঠান হল। গাড়িটিতে রয়েছে মডিউলার সিটিংয়ে ইজি ফিক্স সিট সহ ৫-৭টি আসন, ফ্রন্ট গ্রিল, হুড, এলইডি ফগ ল্যাম্প, এলইডি প্রোজেক্টর হেড ল্যাম্প, ড্যাশবোর্ড, অটো হেডল্যাম্প, অত্যাধুনিক ওয়াইপার, ৬টি এয়ারব্যাগ, ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর, ৮ ইঞ্চি ফ্লোটিং টাচস্ক্রিন ডিসপ্লে, আধুনিক এলইডি ক্লাস্টার, প্রিমিয়াম ব্ল্যাকড-আউট দরজার হ্যান্ডেলের ব্যবস্থা। তিনটি রঙে এই গাড়িটি পাওয়া যাবে।

২০১৯ সালে ভারতে লঞ্চ করেছিল রেনো ট্রাইবার। এবার আরও উন্নত ডিজাইন এবং ফিচার নিয়ে লঞ্চ হল নিউ রেনো ট্রাইবার। মঙ্গলবার মাটিগাড়ায় শোরুমটিতে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর তানশু আগরওয়াল, সেলস ম্যানেজার অখিল দে রায়, বিজনেস হেড কুণাল মিত্র প্রমুখ।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে রুম এবং হেল্পার চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি। শিলিগুড়ি, ফোন : 9832543559 (C/117573)

অ্যাফিডেভিট

আমার DL No BR 37-20210004912 তে নাম ভুল থাকায় গত 07.12.2023 তারিখে EM কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sujit Mandal এবং Sijit Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117419)

●

আমি Chhamidur Rahaman Chowdhuri পিতা আজিম, গ্রাম+পো:- আরাজিপানিশালা, থানা কুশমণ্ডি। আমার ছেলে মুন্না চৌধুরীর পাসপোর্টে ভুল করে আমার নাম Samidur Rahaman Chowdhuri হয়ে যায়। ২৪/৭/২৫ তারিখে গঙ্গারামপুর নোটারি থেকে Chhamidur Rahaman Chowdhuri ও Samidur Rahaman Chowdhuri both are same and one identical person বলে পরিচিত হলাম। (C/117749)

●

নিজ LR খতিয়ানে (নং 210) নাম কল্যাণী মোদক থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 4.8.25 অ্যাফিডেভিট বলে বেলি মোদক হলাম। স্বামী - বীরেন মোদক, সাং-জায়গীর বালাবাড়ী। (S/M)

ভাড়া

মাদারিহাটের অশ্বিনীনগর ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৫৩২০০ বর্গফুটের দোতলা বাড়ি সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/অফিস ভাড়া দিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ : গণেশ দাস (M)9733194002 (C/117752)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mithun Kumar Biswas, S/o - অরুণ বিশ্বাস, ছট পরুয়া, পোঃ - কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ওম বিশ্বাস আমার পুত্র। ভুলবশত আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Mithun Kr. Biswas থাকায় গত 11.07.2025 তারিখে রায়গঞ্জ কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে ভুল সংশোধন করা হলো। এখন থেকে Mithun Kr. Biswas ও Mithun Kumar Biswas একই ব্যক্তি। (C/117753)

●

গত 18-07-25, E.M., শহর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমার কন্যা Anantaa Pal এবং Ananta Pal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। - Dipak Chandra Pal, ওয়ার্ড নং 7, কেশব রোড, ওল্ড পোস্ট অফিস পাড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117135)

●

আধার কার্ড নং - 2969 0309 3661 আমার নাম ভুল থাকায় গত 01-08-25 3rd Court Sadar, Cooch Behar, J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Raaj Arya এবং Satyveer এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পানিশালা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃ বঃ। (C117134)

●

আমি Santosh Kumar Roy পিতা ধর্মনাথ রায় মরিচবাড়ি, কোচবিহার নিবাসী। আমার সকল Document-এ নাম ভুল থাকায় গত 16-4-24 তাং Cob. E.M. 1st কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Santosh Kumar Roy ও Santosh Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

কর্মখালি

USA Co. তে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িবাসীরা বাড়িতে থেকে পার্টটাইম কাজ করে আয় করুন। M-9830364767. (K)

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.Q No:-

1) WBMAD/JM/CH/eNIQ13(3rd Call) 2025-26 Memo No. 1826/JM Dated: 05/08/2025(Tender Id: 2025_MAD_887627_1)

Last date of bidding(On line) dated: 20/08/2025 at 6.55 P.M.

Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & the office of the undersigned during the office hours.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-২৩-২০২৫-২৬; তারিখ: ৩১-০৭-২০২৫-এর বাতিলকরণ

আরডিএসও লেটার নং এমসি/সিবি/এলএফ/অ্যানারোবিক, ০৭/১০/২০২৪ তারিখ অনুসারে এলএইচবি কোচগুলিতে আন্ডারস্লাং থেকে অনবোর্ডে ইলেক্ট্রো-নিউমেটিক প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম (ইপিপিএফএস) ইউনিটের স্থানান্তর কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিবিডব্লিউএস- এনআইইটি-২৩-২০২৫-২৬; তারিখ: ৩১-০৭-২০২৫ বাতিল করা হয়েছে।

চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার/মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ/ডিব্রুগড়

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে অনারারি ভিসিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদের জন্য আবেদন

নং.: এইচ/৯৮/আরএনওয়াই/৩৩/(এইচভিএস) তারিখ : ০১/০৮/২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে এবং তরফে ডিআরএইচ/নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের জন্য মোট চার (০৪ জন) বিশেষজ্ঞের মধ্যে প্রতিটিতে একটি করে এইচভিএস [(০১- শিশু বিশেষজ্ঞ, ০১- স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, ০১- চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং ০১- চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নাল মেডিসিন)], রেলওয়ে হাসপাতাল/রঙিয়ায় একটি (০১) এইচভিএস (০১ জন চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টারনাল মেডিসিন)], এবং এসডিআরএইচ/রাঙ্গাপাড়া নর্থে দুটি (০২) এইচভিএস (০১ জন -শিশু বিশেষজ্ঞ এবং ০১ -স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) -এর জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) পদে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

শর্তাবলী: ০১। **শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা:** (ক) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞ-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষায়িত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

০২। **বয়স প্রোফাইল:** প্রথমবারের মতো নিয়োগের সময়, পছন্দসই বয়স ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। অব্যাহত নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬৫ বছর।

০৩। বর্তমান সম্মানী ভাতার হার:

ক্রম নং	ডিউটির সময়	অনারিয়ামে হাসপাতাল যা প্রয়োজন	সম্মানী ভাতা	বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন
১	৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ০৪ ঘণ্টা	ডিআরএইচ/ নিউ বঙ্গাইগাঁও	৪৮,০০০.০০ (প্রতি মাসে)	০১-শিশু বিশেষজ্ঞ ০১-স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ০১-চক্ষু বিশেষজ্ঞ ০১-চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নাল মেডিসিন)
২	৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ০৪ ঘণ্টা	এসডিএইচ/ রাঙাপারা নর্থ		০১-শিশু বিশেষজ্ঞ ০১-স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ
৩	৪ দিন/সপ্তাহের জন্য দিনে ০৪ ঘণ্টা	রেলওয়ে হাসপাতাল/রঙিয়া		০১-চিকিৎসক (এম.ডি. ইন্টার্নাল মেডিসিন)

০৪। **কর্মজীবনের মেয়াদ :** প্রতিবার অফারটি শুধুমাত্র এক বছরের জন্য দেওয়া হবে। এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বয়সসীমা সাপেক্ষে বার্ষিক ভিত্তিতে কর্মজীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

০৫। রেলওয়ে বোর্ডের **১৯-০৬-২০১৮** তারিখের এল/নং. ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি অনুসারে বিস্তারিত শর্তাবলী প্রধান চিকিৎসা সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া - ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামরূপ (আর) - ৭৮১৩৫৪ (আসাম) -এর অফিস থেকেও পাওয়া যাবে। বিস্তারিত নথিটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

০৬। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ডাক্তারদের সময়ের সাথে সাথে অবহিত করা হবে।

০৭। ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং এমবিবিএস সার্টিফিকেট, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সার্টিফিকেট, পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি সার্টিফিকেট (যেখানে প্রযোজ্য), নিবন্ধন সার্টিফিকেট, অতিরিক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, প্যান কার্ড, ই-মেইল আইডি এবং ফোন নম্বর সহ আবেদনপত্র নীচের ঠিকানায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

০৮। চিঠিপত্রের ঠিকানা: চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামরূপ (আর)-৭৮১৩৫৪ (আসাম)।

০৯। আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ **২৯-০৮-২০২৫** তারিখ দুপুর ১:০০ টা।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, রঙিয়া ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এলএমজি/ইএনজিজি/৫১ অব ২০২৫, তারিখ: ৩০-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/II/লামডিং অধিক্ষেত্রে অধীনে লামডিং-এ ডিআরএম (পি) সেকশনের অফিস এবং অফিসার চেম্বারের সংস্কার। টেন্ডার মূল্য: ৯৪,৯৯,৯৬৬.৫৬ টাকা; বায়নার ধন: ১,৯০,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ২৬-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৩৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৩৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Siliguri Mahakuma Parishad
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001
NIeT No.- 16-DE/SMP/2025-26
&
NIeT No.- 17-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

For NIeT No.16-DE/SMP/2025-26

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 05.08.2025 (server clock)

Last date of submission of bid : 25.08.2025 (server clock)

For NIeT No.17-DE/SMP/2025-26

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : 05.08.2025 (server clock)

Last date of submission of bid : 11.08.2025 (server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely- http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

রঙিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১০-২০২৫-২৬ তারিখ: ২৫-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** (১) রঙ্গিয়া মণ্ডলে- রঙ্গিয়া-মাজবাট ডিএসআর কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কাজ (৩৬ টিকেএম)। (২) রঙ্গিয়া মণ্ডলে- নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন-কামাখ্যা জংশনের সঙ্গে সম্পর্কিত টিআরডি কার্য (আপ, ডাউন এবং এসএল)- সিটিআর (পি)-১০.৩১০ টিকেএম এবং বাসুগাঁও-নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন (আপ)-টিএসআর (পি)-৬.২০০ টিকেএম। **টেন্ডার রাশি:** ৫৩,০৫,৮৬৭.৪৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ১,০৬,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ১৬-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপিডিইএল/১২/২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. এপিডিইএল/১২/২৫-২৬। **কাজের নাম:** নিউ মাল জংশনে- বৈদ্যুতিক কাজের জন্যে গুডস শেডে পরিকাঠামোর উন্নতকরণ/আধুনিকীকরণ, শৌচালয় এবং পানীয় জলের সুবিধা সহিত সামগ্রী কার্যালয়, শৌচালয় সহিত শ্রমিকের বিশ্রাম কক্ষ, শৌচালয়ের সঙ্গে মার্চেন্ট কক্ষ, স্নানের সুবিধা সহিত সিসিটিভির ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশি:** ১৫,৪১,৬৬৩.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩০,৮০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবে:** ২৫-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

NIT NO - DDP/N-30/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT No. - DDP/N-30/2025-26 is 20/08/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন প্যাসেঞ্জার এলিভেটর

ই-প্রকিউরম্যান্ট টেন্ডার নোটিস নং. ১০/২০২৫ তারিখ: ০১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ০২২৫৫৩৪২। কাজের নাম:** ইলেক্ট্রিক ট্র্যাকশন প্যাসেঞ্জার এলিভেটর। **টেন্ডারের পরিমাণ:** ৩ টি। **টেন্ডার জমা হবে** ২১-০৮-২০২৫ তারিখে।

নোট: টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা **আইআরইপিএসে** পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ... III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম/সিওএন/মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ভিলেন বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ খেলাঘর, দুপুর ১.৪৫ জঙ্গল এক প্রেমকথা, বিকেল ৪.০০ অন্ধবিচার, সন্ধে ৭.১৫ দেবী, রাত ১০.৩০ হারজিৎ

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মনে মনে, বেলা ১১.১০ লোফার, দুপুর ২.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৪.৩৫ টক্কর, রাত ১০.৩০ আশা ও ভালোবাসা, ১.১০ সেভিং অ্যাকাউন্ট

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ ভিলেন, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ চ্যালেঞ্জ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নতুন জীবন

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রশ্ন

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.৪৫ হম তুম শবানা, দুপুর ২.০০ ভবেশ যোশি সুপারহিরো, বিকেল ৪.৩০ সত্তা, সন্ধে ৬.৩০ টশন, রাত ৯.০০ ফিলৌরি, ১১.১৫ ট্রাফিক

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ কটি, বিকেল ৩.০০ ভিভেগম, ৫.০০ বাগি-টু, রাত ১০.৩০ সপ্তগিরি এক্সপ্রেস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩০ দোনো, বিকেল ৪.০৭ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০ আর্টিকল ১৫, ১১.১৫ এনএইচ টেন

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ২.৪৯ বাগি, বিকেল ৫.১৫ জিগর, রাত ৮.০০ ক্রান্তিবীর, ১০.৩৬ বিগ ধমাকা

হাউ ইটস মেড দুপুর ২.১৫ ডিসকভারি

আশা ও ভালোবাসা রাত ১০.৩০ জি বাংলা সিনেমা

বিগ ধমাকা রাত ১০.৩৬ অ্যান্ড পিকচার্স

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT and Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-05/APD/WBSRDA/TCMRS/2025-26. Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীবাহী ট্রেনে এসএলআর কম্পার্টমেন্টে পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-অকশন

রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম :** আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের লিজিং-এর ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের **www.ireps.gov.in**-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ : **অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৮বি। **কম্পার্টমেন্ট :** ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ১৮.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১টা।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং,
হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১

(HWH-229/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-29/2025-26 Memo No. 1797/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887291_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-30/2025-26 Memo No. 1788/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887297_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-31/2025-26 Memo No. 1799/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887308_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-32/2025-26 Memo No. 1800/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887317_1)
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-33/2025-26 Memo No. 1801/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887324_1)
6) WBMAD/JM/CH/eNIT-34/2025-26 Memo No. 1802/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887331_1)
7) WBMAD/JM/CH/eNIT-35/2025-26 Memo No. 1803/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887350_1)
8) WBMAD/JM/CH/eNIT-36/2025-26 Memo No. 1804/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887375_1)
9) WBMAD/JM/CH/eNIT-37/2025-26 Memo No. 1805/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887394_1)
10) WBMAD/JM/CH/eNIT-38/2025-26 Memo No. 1806/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887412_1)
11) WBMAD/JM/CH/eNIT-39/2025-26 Memo No. 1807/JM Dated : 05/08/2025 (Tender ID : 2025_MAD_887431_1)

Last Date of bidding (On line) dated :- 19/08/2025 at 6.55 P.M.

Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ শ্রাবণ, ৬ অগাস্ট, ২০২৫, ২০ শাওন, সংবৎ ১২ শ্রাবণ সুদি, ১১ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৬।১৪। বুধবার, দ্বাদশী দিবা ১২।৫৭। মূলানক্ষত্র দিবা ১২।৫৮। বৈধৃতিযোগ দিবা ৮।১৪। বালবকরণ দিবা ১২।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১।২০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১২।৫৮ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।৫৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরঋতে, দিবা ১২।৫৭ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।২৮ গতে ১০।৬ মধ্যএ ও ১১।৪৩ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২৮ গতে ৩।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।১৪ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে দক্ষিণে নৈরঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ১২।৫৭ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।১৪ গতে ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ১০।১৪ গতে ১১।৪৩ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ গৃহারম্ভ গৃহপ্রবেশ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।২১ গতে জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১৪ মধ্যে ও ৩।২৮ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৬ গতে ৯।১ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।১৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১ গতে ১০।৩১ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে কোনও আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে চাপ বাড়বে। বৃষ : অপ্রত্যাশিত কোনও সাফল্য পেতে পারেন। বাড়ির কোনও গুরুজনের স্বাস্থ্যের কারণে ব্যয় বাড়বে। মিথুন : বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাজিত হবে। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে। কর্কট : সামান্য কথার কারণে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। কোনও বন্ধুর সহযোগিতায় ব্যবসায় উন্নতি। সিংহ : পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। কন্যা : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। দুপুরের পর সামান্য কারণে শান্তিভঙ্গ হতে পারে। তুলা : সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যেতে পারে। প্রেমে মান অভিমান চলবে। বৃশ্চিক : কাউকে টাকা দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। ধনু : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে অভাবনীয় সাফল্য পাবেন। তবে শারীরিক সমস্যায় ভোগান্তি থাকবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। কুম্ভ : চাকরি সূত্রে একাধিকবার ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ সাফল্য লাভ। মীন : অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বৈদ্যুতিন সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়বে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গঙ্গায় বানভাসি, লুট ত্রাণ

মানিকচক, ৫ অগাস্ট : হুহু করে বাড়ছে গঙ্গার জল। তার সঙ্গে ভয়াবহ ভাঙন শুরু হয়েছে নারায়ণপুর চর এলাকায়। বাড়ির চালে, বাঁশের উঁচু মাচায়, উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন চরের বাসিন্দারা। পানীয় জল নেই। ত্রাণ মিলছে নামমাত্র। শৌচাগারের শোচনীয় অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পাঠানো ত্রাণসামগ্রী সহ শৌচাগার সামগ্রী, টিউবওয়েল লুট করার অভিযোগ উঠল নারায়ণপুর চরের বানভাসিদের বিরুদ্ধে। চরের বাসিন্দারা অবশ্য বলছেন, পর্যাপ্ত ত্রাণ না পেয়ে তাঁরা প্রশাসনের সামগ্রী আটক করেছেন।

গত সোমবারই বিপদসীমা অতিক্রম করে বইতে শুরু করেছিল গঙ্গা। মঙ্গলবারও বিপদসীমা থেকে ২৩ সেন্টিমিটার উঁচুতে বইছে গঙ্গা। মঙ্গলবার গঙ্গার জলস্তর ছিল ২৪.৯২ সেমি। আগামী এক-দু'দিনের মধ্যে গঙ্গা চরম বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করবে বলে আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই গঙ্গাতীরবর্তী অসংরক্ষিত এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছে। চরম দুরবস্থা মানিকচকের নারায়ণপুর চরের। বেশ কয়েকদিন ধরেই ভয়াবহ ভাঙন হচ্ছে এলাকায়। নারায়ণপুর চরের অনেক বাসিন্দা নদী পেরিয়ে মানিকচক ঘাট চত্বর এলাকায় অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন। তবে বেশিরভাগ গ্রামবাসী এখনও রয়ে গিয়েছেন নারায়ণপুর চরে।

মঙ্গলবার সরকারি ত্রাণসামগ্রী, টিউবওয়েল ও শৌচাগার তৈরির সামগ্রী নিয়ে ঠিকাদারের নৌকা নারায়ণপুর চর এলাকায় ভিড়তেই ঘিরে ধরেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, সমস্ত জিনিসপত্র লুট করা হয়। বাধা দিতে গেলে মার খেতে হয় ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিকদের। এই ঘটনায় মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে ঠিকাদার সংস্থা।

E-TENDER NOTICE
TENDER ID: 2025_ZPHD_886387_1
NIT No: 06/NKT/25-26 dated: 30/07/25 fund: SSM, JALAPIGURI is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 08/08/2025 upto 2:55 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

ওদের ফুল চুরিতেই আনন্দ

সৌরভ রায়

জাতীয় সড়কের পাশে ফুলের গাছ। -সংবাদচিত্র

> রোজই কয়েকজন চার চাকা গাড়ি নিয়ে আসে। জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে লাগানো গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে পলিথিন ভরে নিয়ে যেতে দেখি। সম্ভবত বিক্রির জন্যই নিয়ে যায়।
>
> **দিলীপ বর্মন**
> *গুয়াবাড়ির স্থানীয় বাসিন্দা*

ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট : কথায় বলে, চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা। ভালো করে গুছিয়ে একটা চুরি করতে পারলে চোরেরা মহানন্দে থাকলেও যাঁদের জিনিস চুরি যাচ্ছে তাঁরা মোটেই ভালো বোধ করেন না। তবে সিঁধ কেটে চুরি নিয়ে নয়, এমনকি রাজ্যজুড়ে তোলপাড় ফেলে দেওয়া চাকরি চোরদের নিয়েও নয় বরং জাতীয় সড়কে কিছু ফুল চোরের আনাগোনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এই চোরেরা ভোরে পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফুল চুরির মতো সামান্য কাজ করে না। ফুলবাড়ি বিস্কুট কারখানা থেকে ঘোষপুকুর, বিধাননগর পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে লাগানো ফুল গাছ থেকে দেদার ফুল চুরি চলছে। আর তাতেই জাতীয় সড়কের সৌন্দর্যায়নের দফারফা। চোরেরা পায়ে হেঁটে নয়, বরং চুরি করতে আসছে একেবারে চারচাকায়। রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রোজ ইচ্ছেমতো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরদিন সকালে শিলিগুড়ির মহাবীরস্থান সহ বিভিন্ন জায়গায় সেই ফুল বিক্রি করতে পারলেই ব্যাস। মুনাফা নিয়ে সগৌরবে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোরের দল।

প্রতিদিন সকলের চোখের সামনে এই চুরি চলছে। কিন্তু পদক্ষেপ করবে কে! বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোক তেমন নেই। বেআইনি এই কারবার থামাতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষেরও কোনও মাথাব্যথা নেই। তাই ভরা শ্রাবণেও চোরেদের এখন পৌষমাস। আর এতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের রাস্তা সাজানোর উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জাতীয় সড়কের মাঝে ডিভাইডারে লাগানো গাছ উজাড় করে ফুল তুলে নিচ্ছে এই চক্রটি। উত্তরবঙ্গে বরাবর ফুলের জোগান দেয় ফাঁসিদেওয়া। ব্লকজুড়ে নানা প্রজাতির ফুলের চাষ হয়। সেই ফুলই বিভিন্ন জেলায় পৌঁছায়। এতদিন চাষের ফুলের জোগান পাওয়া যেত। এখন তার সঙ্গে ব্যবসায় দোসর চুরির ফুল। যা পুজো সহ নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এনিয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কার মন্তব্য, 'এভাবে যে ফুল চুরি হচ্ছে তা আমার জানা নেই। তবে কোনও অনুমতি ছাড়া কীভাবে ফুল তোলা হচ্ছে তা নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকেও আমি বিষয়টি জানাব।'

গুয়াবাড়ির এক বাসিন্দা দিলীপ বর্মন বললেন, 'রোজই কয়েকজন চারচাকা গাড়ি নিয়ে আসে। জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে লাগানো গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে পলিথিন ভরে নিয়ে যেতে দেখি। সম্ভবত বিক্রির জন্যই নিয়ে যায়।' ডিভাইডারে এই গাছ লাগানো থেকে পরিচর্যা সবটাই করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এমনকি গাছ ভালো রাখতে ট্রি কাটিং, কীটনাশক স্প্রে সবই করা হয়। কিন্তু তাতে লাভ কতটা হচ্ছে তা বলা যায় না। বিষয়টি নিয়ে কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রশাসনিক নজরদারি থাকলে জাতীয় সড়কের চেহারা আরও মনোরম হতে পারত বলে দাবি স্থানীয়দের। কিছু না হলেও জাতীয় সড়কের পাশে ফুলের গাছগুলি চোখের শান্তি এনে দেয়। ফাঁসিদেওয়ার পীযূষ পালিত নামে টোটোচালকের কথায়, 'ভোরে ভাড়া নিয়ে কোথাও যাওয়ার সময় একটি দলকে রোজ গাছ থেকে ফুল তুলতে দেখি। ওরা ওই ফুল বিক্রি করে।'

ফিরতি পথে।। ইসলামপুরের বিহার মোড়ে মঙ্গলবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

বিজেপিতে পা বাড়িয়ে দিলীপ?

ক্ষোভ বাড়ছে তৃণমূল কাউন্সিলারদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বিতর্কিত মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনকে নিয়ে পুরনিগমের চেয়ারম্যানই সিদ্ধান্ত নেবেন। মঙ্গলবার দলীয় কাউন্সিলারদের নিয়ে মেয়র গৌতম দেবের ডাকা বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর। দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না হওয়ায় দলীয় কাউন্সিলারদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

এদিন সন্ধ্যায় মেয়র গৌতম দেব পূর্ত দপ্তরের পরিদর্শন বাংলোয় দলের কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক ডেকেছিলেন। সেখানে দিলীপ বর্মন সহ বেশ কিছু কাউন্সিলার অনুপস্থিত ছিলেন। এক কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'দিলীপ বোর্ড সভায় যে হুজ্জতি করেছেন, মেয়র, চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে যেভাবে কথা বলেছেন, তারপরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং পুরকর্তাদের কেউ কেউ বাইরে এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যার জেরে আরও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দিলীপও রাজবংশী তাস খেলতে শুরু করেছেন। অথচ প্রথমে পদক্ষেপ করলেই ঘটনা এত বড় আকার নিত না।' এরপরে একাধিক কাউন্সিলার দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কথা বলেন। তাঁদের মতে, দিলীপের ভূমিকার প্রতিবাদে একটা নিন্দাপ্রস্তাবও নিয়ে আসা যেত। কিন্তু সেটা করা হয়নি।

দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে মেয়র বলেছেন, পুরো বিষয়টি কলকাতা থেকে দেখছে। দিলীপকে রাজ্য সভাপতি শোকজও করেছেন। বাকি কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার হলে পুর বোর্ডের চেয়ারম্যান নেবেন। এর পরেই চেয়ারম্যান দিলীপকে শোকজ করবেন বলে জানিয়েছেন। দিলীপ অবশ্য এসবের কোনও তোয়াক্কা করছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'আমি রাজবংশী বলেই আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, দিলীপ ইতিমধ্যেই বিজেপির দিকে পা বাড়িয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তবে, তৃণমূল কী পদক্ষেপ করছে দেখে নিয়েই তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে এদিন তৃণমূলের বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে দিলীপ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন মেয়র, ডেপুটি মেয়র। তাঁদের বক্তব্য, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্প এবং স্বাধীনতা দিবস পালন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

দিলীপ বেশ কিছুদিন ধরেই পুর বোর্ডের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন। তিনি সরাসরি মেয়রের ভূমিকারও সমালোচনা করেছেন। সূত্রের খবর, তৃণমূলে থেকেই তলে তলে তিনি কিছুদিন ধরে বিজেপির সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করছেন। বিজেপির শিলিগুড়ির এক নেতার মাধ্যমে সেই দলের সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গেও দিলীপ কথা বলেছেন। গত ৩০ জুলাই বোর্ড সভা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই তাঁর সঙ্গে বিজেপিও যোগাযোগ রেখে চলছে। তৃণমূলেরই একটা সূত্রের দাবি, দলের সভাপতি সুব্রত বক্সী দিলীপকে শোকজ করেছেন। সেই শোকজের সময়সীমা পেরোনোর পরেই দিলীপের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনও পদক্ষেপ হবে। দল দিলীপকে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দিলে তার পরেই সম্ভবত তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের বক্তব্যেও দিলীপের দলে যোগদানের ইঙ্গিত রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'দেখতে থাকুন কী হচ্ছে। সময় হলেই সব জানতে পারবেন।' যদিও দিলীপ বিজেপিতে যাওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

১৫ অগাস্টের প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উৎসবের আমেজ কালিম্পং জেলায়। ইতিমধ্যে জেলার স্কুলগুলিতে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ১২ অগাস্ট থেকে এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হবে। ১৫ থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী কালিম্পং মেলা গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠান চলবে। এই অনুষ্ঠানে ড্রিল ও নাচ-গান করবে বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা। জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'প্রতিবার কালিম্পংয়ে স্বাধীনতা দিবস উৎসবের মতো করে পালন করা হয়। আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এই অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। স্কুলের পড়ুয়ারা প্রায় এক মাস আগের থেকে এর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে।'

সম্পূর্ণ শহর আলো ও ভারতের জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। এবছর এই উৎসবে আন্তঃবিদ্যালয় ব্যান্ড প্রতিযোগিতায় কালিম্পং, সিকিম, দার্জিলিং, কার্সিয়াংয়ের পাশাপাশি শিলিগুড়ি সহ মোট ১৬টি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করবে। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন

কালিম্পং

করা হবে। অনুষ্ঠানে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও জিটিএ'র আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও জিটিএ'র যৌথ উদ্যোগে এই সেলিব্রেশনের আয়োজন করা হয়। উৎসব ঘিরে নতুন জামা কেনার পাশাপাশি সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আনন্দ করা, রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করা ও একে-অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন স্থানীয়রা। জিটিএ'র জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা জানান, স্বাধীনতার পর থেকে এই দিনটি এখানে উৎসবের মতো করে পালিত হয়। স্কটিশ ইউনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপাল পলডেন লেপচা বলেন, 'স্কুলের ব্যান্ড প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পড়ুয়ারা এই দিনটির জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। আমাদের স্কুলে এখন জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে।' ইতিমধ্যে স্বাধীনতা দিবসে সাতদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের জন্য শহরের সিংহভাগ হোটেলে বুকিং শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানান কালিম্পংয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমির বাসনেট।

বাড়িতে রোমা

ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট : হাসপাতালে পরিত্যক্তা অন্তঃসত্ত্বা ইতিমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিজের বাড়িতে পৌঁছেছেন। মহিলার স্বামী নিখোঁজ থাকায় তাঁর দেখভাল করা নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় তাঁকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে রেখে চলে যান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরে তাঁকে বাপের বাড়িতে ফেরানো হয়। সেসময় হাসপাতালে গিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশিত হয়েছিল। মঙ্গলবার মুনি চা বাগানের ডাঙ্গিবস্তিতে মায়ের বাড়িতে থাকা ২৬ বছর বয়সি ওই অন্তঃসত্ত্বা তরুণীর সঙ্গে ফের দেখা করেন রোমা। তাঁর হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় আশাকর্মী। রোমা বলেন, 'আমরা সবরকমভাবে অন্তঃসত্ত্বার পাশে রয়েছি। খাবার নিয়ে যেন কোনও অসুবিধে না হয়, সেদিকে আমরা নজর রাখব।'

এবার অসম থেকে প্রধানকে সাক্ষ্যের সমন

গৌরহরি দাস ও বুল নমদাস

কোচবিহার ও নয়ারহাট, ৫ অগাস্ট : দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসী, তুফানগঞ্জের আরতি ঘোষকে অসম সরকারের তরফে এনআরসি'র নোটিশ পাঠানো হয়েছে আগেই। তা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে। এবার অসমের নলবাড়ি ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের তরফে সাক্ষী হিসাবে সমন পাঠানো হল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে। আগামী ২৭ অগাস্ট সমস্ত নথিপত্র নিয়ে তাঁকে সেখানে হাজির হওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের একজন নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অসম থেকে এভাবে সাক্ষী হিসাবে নোটিশ পাঠানোয় মাথাভাঙ্গা সহ গোটা কোচবিহার জেলায় রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে।

বিষয়টি নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার কথা জানিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সকালে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান যে স্থানীয় বাসিন্দাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন সেই মিনতি শীলশর্মা ও বর্তমান প্রধানের বাড়িতে যাচ্ছেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

অভিজিৎ বলেন, 'হাজরাহাটের বাসিন্দা মিনতি শীলশর্মাকে শংসাপত্র দেওয়ার অপরাধে আমাদের রাজ্যের নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে অসম সরকার নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠাচ্ছে। এখানকার অঞ্চলের সমস্ত রেকর্ড নিয়ে ওখানে হাজিরা দিতে বলছে। এটা পুরোপুরি ঔদ্ধত্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর পরিপন্থী। অসম সরকারকে আমরা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমাদের দলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি এখান থেকে কোনও নথিপত্র অসমে নিয়ে যেতে হবে না। তাতে অসম সরকার কী ব্যবস্থা নেয়, সেটা আমরা দেখতে চাই।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ছিলেন মিনতি শীলশর্মা। তাঁর বাবার নাম দেবেন্দ্র শীলশর্মা। মিনতির বিয়ে হয়েছিল অসমের নলবাড়ি জেলার কেন্দ্রকুচি এলাকার কাছিমপুর গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম অধীর রায়। বর্তমানে তিনি অসমের বাসিন্দা। অসম সরকার তাঁকে এনআরসি'র নোটিশ দেয়। এরপর ২০১৫ সালে তিনি কোচবিহারের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বাপের বাড়িতে এসে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তাঁর জন্ম শংসাপত্র নিয়ে যান।

হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান তাঁকে এই শংসাপত্র দিয়েছিলেন। এবার অসমের নলবাড়ি ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের তরফে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিনোমা বর্মনকে সমন পাঠানো হয়েছে।

> **ট্রাইবিউনালে ডাক**
> - ২০১৫ সালে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান শংসাপত্র দিয়েছিলেন মিনতি শীলশর্মাকে
> - তার ভিত্তিতে নলবাড়ি ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে সাক্ষী হিসেবে সমন পাঠানো হয়েছে বর্তমান প্রধানকে
> - আগামী ২৭ অগাস্ট নথিপত্র নিয়ে হাজিরার নির্দেশ

বিষয়টি নিয়ে ফোন করা হলে প্রধানের স্বামী অমিত বর্মন ফোন ধরেন। তিনি বলেন, 'কয়েকবছর আগে স্থানীয় বাসিন্দা মিনতি শীলশর্মাকে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান। সেই রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে অসম সরকারের তরফে বর্তমানে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা আমার স্ত্রীকে সমন জারি করা হয়েছে। দু'দিন আগে মিনতি শীলশর্মার ছেলে হাতে করে আমাদের কাছে সেই সমন নিয়ে আসে। তাতে প্রধানের নাম লেখা রয়েছে দেখেছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কে রয়েছি।'

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
পার্সেল ট্র্যাফিকের জন্য মাল পরিবহন হারের যুক্তিযুক্ততা - খালি রেক ফেরৎ যাওয়ার দিকে রেহাই মূল্যে মাল পরিবহন

খালি রিটার্নের দিকে ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্রেন এবং ইন্ডেন্টেড (পিসমিল) পার্সেল ভ্যানে আকর্ষণীয় ছাড়ের সুযোগ নিন।
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
প্রযোজ্য হবে: ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্রেন এবং ইন্ডেন্টেড (পিসমিল) পার্সেল ভ্যান
প্রযোজ্যতা: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে আনলোড করার পর অন্য রেলওয়েতে ফিরে যাওয়া ইন্ডেন্টেড পার্সেল ট্রেন এবং ইন্ডেন্টেড (পিসমিল) পার্সেল ভ্যানগুলি
যাত্রা শুরু: আনলোড করার পর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে থাকা নির্দিষ্ট স্থানসমূহ থেকে
বুকিং করা যাবে - অন্যান্য জোনাল রেলওয়ের জন্য
ছাড়ের হার
রিটার্ন ডিরেকশন (সিঙ্গেল ট্রিপ)-এর জন্য প্রযোজ্য স্কেলে ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এবং রাউন্ড ট্রিপের জন্য প্রযোজ্য স্কেলে সিঙ্গেল ট্রিপের ভাড়ার ১.৩৫ গুণ।
আমাদের অনুসরণ/অবলোকন করুন :

ডায়াবেটিস, ইউরিক অ্যাসিড, কিডনি এবং লিভার - গ্যাস্ট্রো রোগের সমাধান
Apollo HOSPITALS
Apollo Hospitals, Hyderabad Renowned Doctors Now in Siliguri
Kamti Diagnostic | Suraksha Diagnostics | Atrium Diagnostic
For Appointment, Call: 8255044227 / 9735558111
Dr Ankit Vijay Agarwal, MBBS, DNB (Internal Medicine), DM (Osmania), Consultant-Gastroenterologist — 8 August 2025
Dr Sanjay Maitra, MBBS, MD (Med), DM (PGI, Chandigarh), Sr Consultant - Nephrologist — 9 August 2025
Reach us for any Emergency — CALL 1066

Opportunity for admission to M.Tech & M.Pharm and MBA & MCA Degree Courses through Common Entrance Examination
CEE-AMPAI-MASTERS-WB-2025
Under the supervision Dept. of Higher Education, Technical Branch, Govt. of West Bengal
Vide Order No. No:- 172-Edn(T)/ HED - 16016(11)/1/2021- JD(DTED)-DTED issued by Department of Higher Education, Technical Branch, Govt. of WB.
EXAMINATION DATE 24TH AUGUST 2025
Accreditations, Affiliations & Approvals: UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly WBUT)
LAST DATE OF ONLINE APPLICATION 20TH AUGUST 2025
TEST FEE ₹ 200/- TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	M.TECH | MBA | MCA
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 98651 | www.nit.ac.in	M.TECH | MCA
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 | www.gnit.ac.in	M.TECH | MCA
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX (SURTECH) 62919 77707/08 | www.surtech.edu.in	M.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	M.PHARM

*For courses & intake available in specific institutes, visit www.ampai.in
EXAMINATION CENTRES
WEST BENGAL | BIHAR | JHARKHAND | TRIPURA
HELPLINE 81007 49670 | 93309 06153
All information related to CEE-AMPAI-MASTERS-2025-WB is available on www.ampai.in along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.
AMPAI Office Address
7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020
Landline: 033-2289 3944 / 5323 | Email: info.ampai.wb@gmail.com

একাকী।। কোচবিহারের রামপুরে ছবিটি তুলেছেন সুরজ সাহা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেডিকেলে অভিযোগের তির নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে

আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে টাকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে ফের টাকা নেওয়ার অভিযোগ। মঙ্গলবার আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে আসা দুজন রোগীর কাছে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নিরাপত্তারক্ষী টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। রোগীদের কাছে অভিযোগ পেয়ে দ্রুত ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। তবে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকে এর আগেও শারীরিক পরীক্ষার জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফের সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এখানকার আধিকারিক, চিকিৎসকদের একাংশ যুক্ত না থাকলে বারবার এই ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল বলেছেন, 'দুজন নিরাপত্তারক্ষী টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ পেয়েছি। ওই নিরাপত্তারক্ষীদের এজেন্সিকে ঘটনার তদন্ত করে দ্রুত অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে বলা হয়েছে।'

গত মাসেই আল্ট্রাসনোগ্রাফি বিভাগ মেডিকেলের পুরোনো ভবন থেকে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

অভিযোগ, সেখানে এই বিভাগ যাওয়ার পর থেকে দালালদের দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে গিয়েছে। এখানকার নিরাপত্তারক্ষী, চিকিৎসক, টেকনিসিয়ানদের একাংশ মিলিতভাবে এই দালালচক্র চালাচ্ছে। গত সপ্তাহে নিরাপত্তারক্ষীকে ৩০০ টাকা দিয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির দিনক্ষণ এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছিলেন, আল্ট্রাসনোগ্রাফির জন্য চিকিৎসক সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় দিয়েছিলেন। পরে সেখানকার এক নিরাপত্তারক্ষী ৩০০ টাকা নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষার তারিখ ঠিক করে দেন। এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পর মেডিকেল কর্তারা কড়া পদক্ষেপ করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে যে কাজ কিছু হয়নি, বরং রমরমিয়ে দালালচক্র চলছে, গরিব মানুষকে শোষণ করা হচ্ছে তার প্রমাণ ফের মঙ্গলবার পাওয়া গেল। এদিন দুজন রোগী আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে এলে তাঁদের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে পরীক্ষার জন্য সময় দেওয়া হয়।

দালালচক্র

- নিরাপত্তারক্ষী, চিকিৎসক, টেকনিসিয়ানদের একাংশ মিলিতভাবে দালালচক্র চালাচ্ছে
- এদিন দুজন রোগী আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে এলে তাঁদের সেপ্টেম্বরের শেষে পরীক্ষার সময় দেওয়া হয়
- সেই সময় দুজন নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের কাছে এসে এদিনই আল্ট্রাসনোগ্রাফি করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন
- পরিষেবা পেতে দুই রোগীই ৫০০ টাকা করে নিরাপত্তারক্ষীকে দিয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর

সেই সময় দুজন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী তাঁদের কাছে এসে এদিনই আল্ট্রাসনোগ্রাফি করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। পরিষেবা পেতে দুই রোগীই ৫০০ টাকা করে নিরাপত্তারক্ষীকে দিয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। এরপর অন্য রোগী মারফত বিষয়টি জানাজানি হয়। খবর যায় মেডিকেল কর্তৃপক্ষের কাছে।

ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল খবর পেয়ে বেসরকারি নিরাপত্তা এজেন্সির কর্তা মিঠু সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দ্রুত অভিযুক্ত নিরাপত্তারক্ষীকে খুঁজে বের করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নিরাপত্তারক্ষী এজেন্সির কর্তা মিঠু সাহা বলেছেন, 'অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।'

তেলের গুদামে হানা

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : জটিয়াকালী মোড় সংলগ্ন একটি ভোজ্য তেলের গুদামে মঙ্গলবার দুপুরে হানা দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। কোন তেল গুদামে মজুত রয়েছে এবং সেগুলির মান কেমন, তা যাচাই করতে পুলিশ আধিকারিকরা নমুনা সংগ্রহ করেন। সেই নমুনা পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হবে। পাশাপাশি গুদামের কাগজপত্র আধিকারিকরা পরীক্ষা করে দেখেন। বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে ওই গুদামে তেল নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখান থেকে বোতলবন্দি করে বিক্রি করা হয়। এই তেল মূলত ডুয়ার্সের চা বাগান এলাকায় বিক্রি করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তেলের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ফের সেই গুদামে অভিযান করা হবে বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের দায়িত্বপ্রাপ্ত এক আধিকারিক জানান।

বিজেপির প্রতিবাদ

ইসলামপুর, ৫ অগাস্ট : শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইসলামপুরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ইসলামপুর পুর বাস টার্মিনাসের সামনে এদিনের কর্মসূচি পালন করা হয়। বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায়ের প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের নেতার ওপর যে কায়দায় পরিকল্পিত হামলা করানো হয়েছে তার ধিক্কার জানাই। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার না করা হলে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

সাধারণ সভা

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ট্রেনের সংখ্যাও। কিন্তু সেই অনুপাতে রেলকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এমনই অভিযোগ উঠে এল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (এনএফআরইইউ)-এর নিউ জলপাইগুড়ি শাখার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সংগঠনের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকেও। মঙ্গলবার সভার দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত থেকে সমস্যার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সংগঠনের মালিগাঁও শাখার সাধারণ সম্পাদক মুনীন্দ্র শইকিয়া। সভা থেকে রেলকর্মীদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরা হয়। অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা হওয়ার পরেও কেন তার জন্য কোনও কমিটি গঠন করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে সংগঠনটির তরফে।

অধরা অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডাবগ্রামে এক তরুণকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার ঘটনায় অভিযুক্ত টোটোচালক অধরা থাকল মঙ্গলবারও। সোমবার রাতে ডাবগ্রামের ফ্ল্যাট থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মী রূপক সরকারকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় মাদানি বাজারের এক টোটোচালকের নাম সামনে আসে। সেই টোটোচালককে ধরতে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। টোটোচালকের সঙ্গে ওই ঘটনায় এক কিশোরের নামও উঠে এসেছে। সেই কিশোরেরও খোঁজ করছে পুলিশ।

বিধাননগরে ফ্লাইওভারের ভাবনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বিধাননগরে আন্ডারপাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চলছে। এই এলাকার ব্যবসা অপরিকল্পিত আন্ডারপাসের জন্য নষ্ট হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। সেজন্য কয়েক বছর ধরে এখানে ফ্লাইওভার তৈরির দাবি উঠেছিল। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বিষয়টি নিয়ে সড়ক পরিবহণমন্ত্রকে দরবার করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, বিধাননগরের আনারস ব্যবসার কথা মাথায় রেখে এই আন্ডারপাস সরিয়ে এখানে ফ্লাইওভার করা হোক। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ইতিমধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এনএইচএআই) ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির জন্য এজেন্সি নিয়োগ করেছে। এজেন্সি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে মন্ত্রকে জমা দেবে বলে সাংসদ জানিয়েছেন। বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য শিবেশ ভৌমিক বলেছেন, 'এই আন্ডারপাস বিধাননগরের ব্যবসাকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এখানকার ব্যবসা পুরোপুরি মার খেয়েছে। বিধাননগরে ফ্লাইওভার তৈরি হলে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি এলাকার মানুষ, স্কুল পড়ুয়াদেরও অনেক উপকার হবে।'

২০০৫-'০৬ সালে ইস্ট ওয়েস্ট করিডর প্রকল্পে এরাজ্যের ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড় থেকে ঘোষপুকুর পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (পুরোনো ৩১ নম্বর) চার লেনের তৈরি করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় ব্লক ফ্লাইওভার তৈরি হয়। রাস্তার একপাশের সঙ্গে অপর পাশের যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয়েছিল আন্ডারপাস। বিধাননগরেও তেমন আন্ডারপাস নির্মিত হয়েছিল। ব্যবসায়ী সংগঠনের বক্তব্য, বিধাননগর আনারস ব্যবসার বড় বাজার। এখান থেকে আনারস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি হয়। পাশাপাশি এখানে কয়েকশো ব্যবসায়ী রয়েছেন। জনবসতিও ঘন। সবার সুবিধার্থেই এখানে 'ওপেন ফ্লাইওভার' এবং রাস্তার দু'পাশে নিকাশিনালা তৈরির দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ভ্রূক্ষেপ করেনি। এই ব্লক ফ্লাইওভার এবং অপরিকল্পিত আন্ডারপাস নির্মাণের পর থেকে বিধাননগরের ব্যবসা পুরোপুরি মাটি হয়েছে।

গত মাসে বিধাননগরের আনারস এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের একাংশ দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে দেখা করে এখানে ফ্লাইওভার তৈরির দাবি তোলেন। সেই দাবি নিয়ে সাংসদ সড়ক পরিবহণমন্ত্রক এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। বিধাননগর আনারস ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক নকুল ঘোষ বলেছেন, 'আন্ডারপাসের জন্য ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। ফ্লাইওভার তৈরি হলে এখানকার ব্যবসার উন্নতি হবে।'

> জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এসকে যাদব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে বিধাননগর দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা (ব্ল্যাকস্পট) হিসেবে চিহ্নিত। পথ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সেখানে আন্ডারপাস করা হয়েছিল। সেই জায়গায় ফ্লাইওভার তৈরির প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **রাজু বিস্ট** *সাংসদ*

সাংসদ বলেছেন, 'জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এসকে যাদব চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে বিধাননগর দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা (ব্ল্যাকস্পট) হিসেবে চিহ্নিত। পথ নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সেখানে আন্ডারপাস করা হয়েছিল। সেই জায়গায় ফ্লাইওভার তৈরির প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এজেন্সি নিয়োগ করে ডিপিআর তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

চাষে ব্যস্ত।। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মিলন মোড়ে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

মণিরামে কাঠগড়ায় তৃণমূল যুব নেতা

সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ৫ অগাস্ট : নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাস্তার পাশে সরকারি জমি বিক্রির ছক কষছে মাফিয়ারা। অথচ তা নাকি জানা নেই স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভূমি দপ্তরের। অভিযোগ, ইতিমধ্যে ওই এলাকায় কালভার্ট নির্মাণ এবং জমির প্লটিং করেছে মাফিয়ারা। এনিয়ে ক্ষোভ জমছে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পাট্টারাম মৌজায়। ঝোরার ওপর অবৈধভাবে কালভার্ট তৈরি করে সরকারি জমি বিক্রির ছক কষছেন শাসকদলের স্থানীয় এক নেতা। এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'ওই এলাকায় সরকারি জমি রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রশাসনকে জানিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মণিরাম এলাকায় উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রচুর বাসিন্দা জমি কিনে রেখেছেন এবং বাড়িঘরও তৈরি করে ফেলেছেন। যে কারণে এই এলাকায় জমির দাম আকাশছোঁয়া। সেই সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় এক যুব নেতা হাঁড়িয়া মোড় লাগোয়া সরকারি জমিটি বিক্রির ছক কষেছেন। মেচিঝোরার ওপারে রয়েছে ওই জমি। ইতিমধ্যে প্লটিং করা হয়েছে। যাতায়াতের জন্য ঝোরার উপর আবার অবৈধভাবে কালভার্ট তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ঝোরার পাশে ২০৬ এবং ২০৭ নম্বর প্লটে সরকারি প্রায় ৯ বিঘা জমি রয়েছে। যার সবটাই এখন দখলের পথে। ওই নেতার প্রভাব এতটাই বেশি যে কেউ প্রকাশ্যে নাম বলতে চাইছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা লদিন রায় বলেন, 'এখানে দীর্ঘদিন সরকারি জমি পতিত অবস্থায় ছিল। বর্তমানে তা প্লটিং করে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জমিগুলি যাতে সহজে বিক্রি করা যায়, সেজন্য মেচিঝোরার উপর অবৈধভাবে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

পাট্টারাম মৌজায় সরকারি জমিতে প্লটিং।

এদিকে, এসব নিয়ে নাকি খবর নেই প্রশাসনের কাছে। এবিষয়ে নকশালবাড়ির ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএলএলআরও) দীপাঞ্জন মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আরআই-কে দিয়ে তদন্ত করে দেখা হবে। তারপরেই পদক্ষেপ করব।' অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মণিরাম অঞ্চল সভাপতি ভানু বর্মন বলেন, 'পাট্টারাম মৌজায় অনেক সরকারি জমি রয়েছে। সেগুলি এখন ধীরে ধীরে দখল হয়ে বাইরের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আমরা প্রধানকে বলেছি সেই জমিগুলি চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে। দলের যাঁরা সরকারি জমি দখলে যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

উদ্যোগী শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

নকশালবাড়িতে নাট্যোৎসবের তোড়জোড়

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : এবার শিলিগুড়ি শহরঘেঁষা গ্রামীণ এলাকাতেও নাট্যচর্চার আসর বসছে। মহকুমার গ্রামাঞ্চলে নাট্যচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের তরফে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচদিনব্যাপী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর লেখা ৮টি নাটক উৎসবে মঞ্চস্থ হবে। নাট্যোৎসব করার ক্ষেত্রে মহকুমা পরিষদকে সহযোগিতা করছে শিক্ষা চিন্তন গ্রুপ।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও শিক্ষা চিন্তন গ্রুপের তরফে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানানো হয়। নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে নাট্যোৎসব শুরু হবে। নকশালবাড়ির বিরসা মুন্ডা কলেজের পড়ুয়াদের মঞ্চস্থ নাটক দিয়ে নাট্যোৎসবের সূচনা হবে। বিষয়টি নিয়ে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরে নাট্যোৎসব হলেও গ্রামাঞ্চলে বহু বছর এই ধরনের উৎসব হয়নি। উন্নয়নের কাজ তো হবেই, তার পাশাপাশি কৃষ্টি, সংস্কৃতিকেও ধরে রাখতে হবে। আগামী বছরগুলিতে যাতে এই নাট্যোৎসব করা যায়, সেই চেষ্টা করব। আগামী বছর অন্য ব্লকে এই উৎসব হবে।'

নাট্যোৎসবে গ্রামাঞ্চলের স্কুল, কলেজের পড়ুয়াদের যুক্ত করা হচ্ছে। পড়ুয়ারা যাতে নাটক দেখতে পারে, সেইজন্য আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হবে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা মহকুমা পরিষদের তরফে করা হবে। অন্যদিকে, শিক্ষা চিন্তন গ্রুপের তরফে প্রল্লাদকুমার বিশ্বাস বলেন, 'লাভপুরের দিশারি সাংস্কৃতিক চক্র মোট ৮ নাটক মঞ্চস্থ করবে। প্রতিদিন দুটো করে নাটক পরিবেশিত হবে। যার মধ্যে ৭ সেপ্টেম্বর শশে ডোম এবং মতিলাল, ৮ সেপ্টেম্বর ডাক হরকারা ও বাউল, ৯ সেপ্টেম্বর জটায়ু ও স্থলপদ্ম, ১০ সেপ্টেম্বর ডাইনি ও রাধা নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবে।'

নাটকের প্রসারে

- নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে নাট্যোৎসব শুরু হবে
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যোৎসবে ৮টি নাটক মঞ্চস্থ হবে
- প্রতিদিন দুটো করে নাটক পরিবেশিত হবে

গন্তব্য এখন দক্ষিণ ভারত

মালদা, ৫ অগাস্ট : পেটের দায়ে মালদার শ্রমিকরা এখন দক্ষিণ ভারতে ছুটছেন। হরিয়ানা, ওড়িশা, দিল্লিতে বাংলাদেশি সন্দেহে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার অভিযোগ সামনে আসার পর অনেকেই বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু পেট চলবে কীভাবে? সেজন্য তো কর্মসংস্থান চাই। তাই কাজের খোঁজে কেরল, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু পাড়ি দিচ্ছেন জেলার প্রত্যন্ত এলাকার তরুণরা। রাতে মালদা টাউন স্টেশনে এমন ছবি চোখে পড়বে। স্টেশন চত্বরে কথা হচ্ছিল কালিয়াচকের মুক্তার শেখের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'আমরা এলাকার ১৫ জন একসঙ্গে কেরল যাচ্ছি। এর আগে হরিয়ানাতে কাজ করেছি। কিন্তু এখন সমস্যা হচ্ছে।' মুলাইবাড়ির আনিসুর রহমান কাজের খোঁজে চেন্নাইয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি পরিযায়ীদের রাজ্যে ফেরার বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু রোজগারের জন্য তাঁদের ভিনরাজ্যে ছুটতেই হচ্ছে। শুধু বদলেছে গন্তব্য। এবিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর যুক্তি, 'বাংলাতেও অন্য রাজ্যের শ্রমিকরা কাজ করছেন।'

পড়তে হবে

মঙ্গলবার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'রাজবংশী ইস্যুতে ফাটল তৃণমূলে' শীর্ষক খবরে মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ, তৃণমূল নেতা নলিনীরঞ্জন রায়ের বদলে তৃণমূলের মাটিগাড়া-২ অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন পড়তে হবে।

জন্মজয়ন্তীতে মুজফফর স্মরণ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ অগাস্ট : ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ মুজফফর আহমেদের জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার সিপিএমের বাগডোগরা কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। দলের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির সম্পাদক শীতল দত্ত, প্রবীর মুন্সি, সুবীর দাস প্রমুখ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

সিপিএমের চোপড়া ২ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগেও এদিন একই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এর পাশাপাশি এদিন মুজফফর আহমেদের জীবন ও আদর্শ নিয়ে একটি পাঠচক্রেরও আয়োজন করা হয়। দলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ তরফদার, কাইমুল হক, সিটু নেতা দবিরুল ইসলাম প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফফর আহমেদের ১৩৭তম জন্ম দিবসে সিপিএমের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার ইসলামপুর শহরে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইসলামপুর পুর বাস টার্মিনাসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

রক্তদান শিবির কমিটির আহ্বায়ক গৌতম বর্মন বলেন, 'এদিন শিবিরে ৭১ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে।'

নতুন অ্যাম্বুল্যান্স

ফাঁসিদেওয়া, ৫ অগাস্ট : পুরোনো অ্যাম্বুল্যান্সের বদলে ফাঁসিদেওয়া শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বেসিক লাইফ সাপোর্টের সুবিধাযুক্ত নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পেল। ১০২ নম্বরে পরিষেবা দিতে এখানে এতদিন দুটি অ্যাম্বুল্যান্স ছিল। এই দুটির মধ্যে একটিকে বদলে দিয়ে নতুন অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে এদিন নতুন অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার সূচনা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আগের অ্যাম্বুল্যান্সটি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় সেটি নিয়ে গ্রামীণ এলাকায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছিল।

পাশাপাশি, সেটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত না হওয়ার কারণেও সমস্যা বাড়ছিল। নতুন অ্যাম্বুল্যান্সে জরুরিভিত্তিতে প্রসবের ব্যবস্থাও থাকছে। এরপর অন্য অ্যাম্বুল্যান্সটিও বদলে ফেলে ফাঁসিদেওয়াকে অত্যাধুনিক পরিষেবাযুক্ত আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হবে।

বক্সার পোখরিতে প্রথম পানীয় জল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ৫ অগাস্ট : স্বপ্ন ছিল একদিন ঠিক জল পৌঁছাবে। ঘণ্টা দুয়েকের দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে খাবার জলটুকু আনার পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অবশেষে বক্সা পাহাড়ের অতি দুর্গম পোখরি গ্রামের বাসিন্দাদের সেই আশা পূরণ হতে চলেছে। মাত্র ৬০ থেকে ৬৫ জন ওই গ্রামে বসবাস করেন। এবার স্বাধীনতা দিবসের আগেই গ্রামবাসীদের দুয়ারে পানীয় জল পৌঁছে যাচ্ছে। তার জন্য গ্রামে পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। বানানো হচ্ছে রিজার্ভার। সব ঠিকঠাক থাকলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে পোখরি গ্রামের মানুষ বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সুবিধা পাবেন। এনিয়ে রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনম জ্যাংমো ডুকপা বলেন, 'এতদিন পোখরির বাসিন্দাদের পানীয় জল আনতে আদমা গ্রামে যেতে হত। কিন্তু আমরা বাসিন্দাদের ওই কষ্ট দূর করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এখন গ্রামে পাইপলাইন পাতার কাজ চলছে। আমাদের আশা, স্বাধীনতা দিবসের মধ্যেই পোখরিতে পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারব।'

পোখরি গ্রামে পানীয় জলের পাইপ বসানো হচ্ছে। -সংবাদচিত্র

রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জানা গিয়েছে, পোখরি একটি ছোট গ্রাম। সেখানে মাত্র ৩২ জন ভোটারের বসবাস। জনসংখ্যা মাত্র ৬০ থেকে ৭০ জন। ছোট গ্রাম হলেও সমস্যা অনেক। বিশেষ করে রাস্তা ও পানীয় জল নিয়ে মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। এর আগেও একবার গ্রামে পানীয় জল পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধস হওয়ায় এবং পরিকল্পনার অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাই আদমা পাহাড়ে গিয়ে এলাকাবাসীকে পানীয় জল সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়। যাতায়াত করতে প্রায় ২ ঘণ্টা লেগে যায়। তার উপর ধস এবং নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অনেক সময় যোগাযোগও ঠিক থাকে না। এই অবস্থায় গ্রামে পানীয় জলের হাহাকার দেখে পঞ্চায়েত প্রধান উদ্যোগী হন। পোখরির এক বাসিন্দা সিপেন ডুকপা বলেন, 'জীবনে জলের গুরুত্ব কতটা আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাই। বাড়িতে জল পৌঁছানো আজও আমাদের স্বপ্ন। তবে এবার প্রধান এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা খুশি।' একই মত স্থানীয় ডেভিড ডুকপারও। গ্রাম পঞ্চায়েত জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই আদমাতে একটি রিজার্ভার বানানোর কাজ চলছে। সেখান থেকেই পাইপলাইন পাতার কাজও শুরু হয়েছে। এদিকে পোখরিতে পুরোনো রিজার্ভারটি সংস্কার করে সেখানে জলসংযোগ দেওয়া হবে। এরপর পাইপলাইনের মাধ্যমে বাসিন্দাদের বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হবে।

মিটবে যন্ত্রণা

- ৬০ থেকে ৬৫ জন ওই গ্রামে বসবাস করেন
- পানীয় জলের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল
- গ্রামে পাইপলাইন পাতা ও রিজার্ভারের কাজ চলছে

COST TO COST
Great Eastern™
We serve you best
30 days replacement guarantee*
0% Finance*
Up to 36 month EMI*
We pay 1 EMI for you*
Cash Back Offer up to 26,000/- on Debit & Credit Card*
Attractive Exchange Offer*
The Ultimate Price Challenge*
Cash Back up to 15000/-* from Financial Companies
Up to 75% Discount*
Newly OPENED at Beck Bagan
Opp. Zeeshan, Near Quest Mall
14, Syed Amir Ali Avenue, M.: 9830124057
Apple 16 (128) 70000* FREE ADAPTOR
SAMSUNG A 06 (6/128) 12499* FREE CHARGER
vivo X200 FE (12/256) 54999* 10% Cashback
oppo F29 Pro 5G(8/256) 27999*
realme 15 (8/128) 25999*
mi 14 C (4/128) 10499*
DELL Ryzen5-7520U/16GB 512SSD/15.6 FHD Win 11 & Office ₹42,990*
hp Ci5 13420H/16GB/512 SSD RTX 3050A 4GB/15.6 FHD Win 11 & Office ₹65,990*
Lenovo RYZEN3-7320U/8GB 512SSD/15.6FHD Win 11 & Office ₹31,490*
ASUS Ci3-1315U/8GB/512 SSD/ BACKLIT/15.6 FHD/ Win 11 & Office ₹33,490*
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
32 SMART ₹9,490
43 SMART ₹16,990
43 4K Google TV ₹22,990
43 4K QLED TV ₹24,990
55 4K Google TV ₹32,990
65 4K Google TV ₹42,990
75 4K Google TV ₹74,990
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
184 L COST PRICE ₹14490*
194 L COST PRICE ₹15990*
207 L COST PRICE ₹16990*
210 L COST PRICE ₹18490*
238 L COST PRICE ₹18990*
253 L COST PRICE ₹20490*
268 L COST PRICE ₹20990*
238 L COST PRICE ₹21490*
244 L COST PRICE ₹22490*
265 L COST PRICE ₹27490*
272 L COST PRICE ₹27990*
300 L COST PRICE ₹30490*
308 L COST PRICE ₹32990*
328 L COST PRICE ₹33490*
325 L COST PRICE ₹33990*
330 L COST PRICE ₹34490*
358 L COST PRICE ₹37990*
436 L COST PRICE ₹42990*
472 L COST PRICE ₹47490*
596 L COST PRICE ₹60990*
600 L COST PRICE ₹67990*
650 L COST PRICE ₹71990*
FREE WATER HEATER
LLOYD VOLTAS Godrej Whirlpool BLUE STAR LG MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic IFB Haier Carrier HITACHI SAMSUNG ONIDA
1.5 Ton - 3 S - Inv. Starting Price ₹27990*
1.5 Ton - 5 S - Inv. Starting Price ₹32990*
IFB LG Panasonic SAMSUNG Haier Godrej
MICROWAVE OVEN Starting Price ₹5990*
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
6 KG COST PRICE ₹12990*
6.5 KG COST PRICE ₹13490*
7 KG COST PRICE ₹15490*
7.5 KG COST PRICE ₹16490*
8 KG COST PRICE ₹17490*
8.5 KG COST PRICE ₹22490*
9 KG COST PRICE ₹23490*
10 KG COST PRICE ₹28990*
11 KG COST PRICE ₹33490*
12 KG COST PRICE ₹34490*
6 KG COST PRICE ₹24990*
6.5 KG COST PRICE ₹25990*
7 KG COST PRICE ₹27490*
8 KG COST PRICE ₹30990*
9 KG COST PRICE ₹35490*
10 KG COST PRICE ₹40490*
11 KG COST PRICE ₹50990*
12 KG COST PRICE ₹41990*
13 KG COST PRICE ₹58490*
WASHER / DRYER 8.5/6.5 KG COST PRICE ₹50990*
FREE IRON
Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron Cost Price ₹2390*
KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware
WATER HEATER Starting Price ₹2190*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES: GARIA, KASBA, BECK BAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGER-BAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHIN-SURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKAN-TAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BUR-DWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৮০ সংখ্যা, বুধবার, ২০ শ্রাবণ ১৪৩২

আঁধারে ভাবী প্রজন্ম

প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এখন কার্যত রাস্তায়। তাঁদের নিয়োগ বাতিল হয়ে আছে সুপ্রিম কোর্টের কলমের এক খোঁচায়। আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র আবার শীর্ষ আদালত দিয়েছে বটে। বেতনও তাঁরা পাচ্ছেন। সেই ব্যবস্থাপনা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তার আগে স্কুল সার্ভিস কমিশনের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা হবে। তাতে যোগ্যতা প্রমাণ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। পাকাপাকিভাবে চাকরিচ্যুতের খাতায় নাম উঠবে।

আরও ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি আদালতে অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলছে। অতীতে চাকরি না পাওয়ার ক্ষোভে একদল শিক্ষক পদপ্রার্থীকে রাস্তায় মিছিলে, অবস্থানে দেখা যেত। তাঁদের দাবি পূরণ হয়নি। তাঁরা এখনও আন্দোলনে। কিন্তু নিশ্চিত চাকরি খোয়ানোর পর আরও কয়েক হাজার এখন কখনও কলকাতায়, কখনও দিল্লিতে তদ্বির করছেন। চাকরি না পাওয়া কর্মপ্রার্থীদের লড়াই এই যন্ত্রণার তলায় কার্যত চাপা পড়ে গিয়েছে। সমস্ত আলোচনাই এখন চাকরিচ্যুতদের নিয়ে।

বাংলায় শিক্ষায় এই বেনজির অবস্থায় বিপর্যস্ত কিন্তু পড়ুয়াকুল। এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষকের অভাব। কোনও স্কুল শিক্ষকের অভাবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখায় পঠনপাঠন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। অপরিকল্পিত বদলি নীতির জালে কোনও স্কুলে আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি শিক্ষক। যেখানে তাঁদের মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। কোথাও কোথাও মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর শিক্ষকই নেই।

এই অব্যবস্থা ও খামতির খেসারত আগে থেকেই দিতে হচ্ছিল সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের। ইচ্ছা থাকলেও অনেক বিষয়ে বা শাখায় পড়াশোনায় বাদ সাধে এই পরিস্থিতি। কখনও বাড়ির কাছে স্কুল থাকলেও পড়ুয়াদের যেতে হয় দূরের কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেই ব্যয় বা সময় অনেক সময় কোনও কোনও পড়ুয়ার আগ্রহের বিষয়ে পড়ার স্থায়ী প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এক ধাক্কায় কয়েক হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল সেই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

প্রায় ২৬ হাজারের মধ্যে আদালত ঘোষিত যোগ্যরা এখনও চাকরিতে আছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাঁরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সকলে নিয়মিত স্কুলে যান না। কেউ কেউ গেলেও পড়ানোর মানসিকতাই হারিয়ে ফেলেছেন। মাথার ওপর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার ভার নিয়ে নিশ্চয়ই সুষ্ঠুভাবে পঠনপাঠন করানো সম্ভব নয়। একইরকম অবস্থার মধ্যে আছেন ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক। তাঁদের অবস্থা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর মতো হবে না- একথা হলফ করে বলা যায় না।

শিক্ষকদের এই মানসিক অবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। যাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে ভাবী প্রজন্মের। তাদের সরকারি স্কুলে পঠনপাঠন হয়ে উঠেছে বিভীষিকা। কিন্তু পড়ুয়াদের সমস্যাটিই যেন সবচেয়ে কম আলোচিত হচ্ছে। সরকারি স্তরে এনিয়ে যেন মাথাব্যথাই নেই। রাজনৈতিক দলগুলিকেও বিষয়টি নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য করতে দেখা যাচ্ছে না। সংবাদমাধ্যমে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির ছবি সবসময় স্পষ্ট হচ্ছে না।

ফলে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। সরকারি স্কুলের পড়াশোনার ওপর না অভিভাবক না পড়ুয়ারা ভরসা রাখতে পারছে। এই পরিস্থিতির পরিণাম হল, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছাত্র কমছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কোনও স্কুলের সহৃদয় শিক্ষকরা এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র সংগ্রহের মরিয়া চেষ্টা করছেন। তাতেও অবস্থার খুব পরিবর্তন হচ্ছে বলা যাবে না।

সরকারি স্কুলে ছাত্র যত কমছে তত ফুলেফেঁপে উঠছে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। যেখানে মোটা টাকার বিনিময়ে পঠনপাঠনের সুযোগ আছে। বাধ্য হয়ে পরিবারের অন্য খরচে কোপ দিয়ে নিম্নবিত্ত, এমনকি গরিব ঘর থেকেও সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। অতিরিক্ত খরচ সামলানোর জন্য কেউ বেশি পরিশ্রম করছেন, কেউ রোজগারের জন্য অনৈতিক পথে যাচ্ছেন। যা পড়ুয়াদের নীতিশিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শিক্ষকদের অযোগ্য বলে দাগিয়ে দেওয়ার স্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের ওপর। অসহনীয় পরিস্থিতি এখন বাংলায়।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

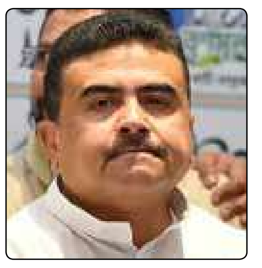

আলোচিত

কোচবিহারে আমার ওপর ১৫০০ লোক হামলা করেছেন, তাঁদের ৮০ শতাংশই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিম। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হামলা করেন। তৃণমূলের সঙ্গে এই সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক আছে। জন্মাষ্টমীর পর কোচবিহার থেকেই রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিমমুক্ত বাংলা গড়ার আন্দোলন করব। - শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল

বাড়ির ভিতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে প্রতিবেশীরা খবর দেন ফায়ার ব্রিগেডে। তড়িঘড়ি আসে তারা। কিন্তু দমকলকর্মীরা হতবাক। দেখেন, বাড়ির লোকজন গোল হয়ে বসে। ফলমূলের ডালা সাজিয়ে পুজো-অর্চনার সঙ্গে চলছে যজ্ঞ। ধোঁয়ার উৎপত্তিস্থল সেটাই।

আজ

১৯২৫

রাষ্ট্রগুরু স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৭৩

আজকের দিনে প্রয়াত হন লেখক, সমাজকর্মী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

সোজা-সাপটা

সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হলে কৃষ্ণও খুশিই হন। শেষপর্যন্ত বিচারবিবেচনা করে গুরুজনদের সামনে বিবাহের প্রস্তাব রাখার থেকে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করার পরিকল্পনাই স্থির হল। প্রস্তাব স্বয়ং কৃষ্ণের, পরিকল্পনাও তাঁরই।

বৈমাত্রেয় বোন সুভদ্রাকে সবিশেষ স্নেহ করতেন কৃষ্ণ

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকাবাসী কৃষ্ণ অবশেষে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় মহাভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছেন। পিসি কুন্তীর পুত্রদের খোঁজখবর কৃষ্ণ ভালোমতোই রাখতেন। বারণাবতের অগ্নিকাণ্ডে যে পাণ্ডবরা মারা যাননি, সে খবরও তিনি আন্দাজে বুঝেছেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে যাদবরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, সভা অলংকৃত করেছিলেন কৃষ্ণ-বলরামও। এঁরা কিন্তু স্বয়ংবরে অংশ নিতে আসেননি। দর্শক হিসাবে উপস্থিত হয়েছেন হয়তো দ্রুপদরাজার মিত্রপক্ষীয় হিসেবেই। সভায় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বসে থাকা পাণ্ডবদের দেখামাত্র চিনেছেন, এমনকি বলরামকে চিনিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে, 'শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং/ সজিষ্ণুঞ্চ যমৌ চ বীরৌ।'

দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করার পর পাণ্ডবগৃহে যখন সিদ্ধান্তও হয়ে গেল যে, পাঁচ পাণ্ডব ভাইয়েরই বধূ হবেন দ্রৌপদী, তার কিছু পরে প্রায় সন্ধ্যা নেমে আসার পর কৃষ্ণ-বলরাম প্রচ্ছন্নভাবে এসে পৌঁছোলেন কুম্ভকার গৃহে। মহাভারতের কাহিনী যেভাবে এগোতে দেখি, তাতে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে পাণ্ডবদের বহুবার দেখাশোনা হয়েছে, এমনটা ভাবা কঠিন। তবু একেবারেই কোনও পূর্বসাক্ষাৎ হয়নি- এমনটাও হয়তো নয়। সেই বৃন্দাবনে বসেই ইন্দ্রের মুখে কুন্তীপুত্র অর্জুনের কথা শুনেছিলেন কৃষ্ণ। তারপর বিপুল রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও পাণ্ডবদের কুশল সংবাদ, তাঁদের রাজনৈতিক অবস্থানের খোঁজখবর রেখেছেন। দেখা-সাক্ষাৎও কিছু ঘটেই থাকবে, যার সুবাদে ছদ্মবেশী পাণ্ডবদের আজ এত সহজে চিনেছেন তিনি। যাইহোক, কৃষ্ণ-বলরাম এসে যখন যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন, তখন যুধিষ্ঠির একটু অবাক হয়েই বললেন- আমরা গুপ্তভাবে এখানে বাস করছি, সেটা তুমি বুঝলে কী করে? কৃষ্ণ মজা করে বললেন- আগুন কি কখনও গোপন থাকে মহারাজ, 'গূঢ়োপ্যগ্নির্জ্ঞায়ত এব রাজন্।'

এই মুহূর্তে কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের যে যোগাযোগটা তৈরি হল তা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং অবশ্যই পাণ্ডবদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির সূচকও বটে। দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রচুর ধনরত্নের উপহার পাঠালেন কৃষ্ণ। এইসব মহার্ঘ্য উপহার ছাড়াও পাঠালেন বিপুল পরিমাণে সামরিক উপহার- যুদ্ধের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট রথ, অশ্ব, হস্তী। একদিকে দ্রুপদ-পাঞ্চাল এবং অন্যদিকে কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করে পাণ্ডবরা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ হলেন।

এই অবস্থায় পাণ্ডবদের জীবিত থাকার সংবাদ পেয়ে কর্ণ যে যুদ্ধের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা রাজনৈতিক কারণেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। ভীষ্ম পাণ্ডবদের সহায়সম্বল বৃদ্ধির ঘটনাটা খুব পরিষ্কারভাবেই আলোচনা করেছেন এবং শেষে প্রায় আদেশের সুরে ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করতে বলেছেন। বিদুরও সহমত পোষণ করেছেন ভীষ্মের সঙ্গে এবং দ্রোণাচার্যও এ বিষয়ে ভীষ্ম-বিদুরের সঙ্গে একমত। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে পাণ্ডবদের প্রতি হিংসার আচরণ সমর্থন করেন না, তবু ধৃতরাষ্ট্রকে পাণ্ডবদের রাজ্যার্ধ দান করার কথাটা রাজনৈতিকভাবেও বোঝানোর দরকার হয়ে পড়েছিল। আর তা বোঝাতে গিয়ে কুরুবৃদ্ধরা পাণ্ডবদের শ্বশুরকুল পাঞ্চালদের শক্তির কথা যেমন বলছেন, তার পাশাপাশিই উল্লেখ করেছেন কৃষ্ণ এবং তাঁর যাদব বাহিনীর শক্তির কথা।

ধৃতরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত পাণ্ডবদের খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য দান করেছেন। কিন্তু এই আলোচনাটুকু থেকে আমরা বোঝাতে চাই যে, মহাভারতের রঙ্গমঞ্চে কৃষ্ণ কিন্তু পা রেখেছেন বিপুল সামরিক শক্তিধর একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবেই।

খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবরা যে রাজ্য পেলেন, তা ভূমিখণ্ড ঠিকই কিন্তু মোটেই বাসযোগ্য নয়। পাণ্ডবরা যখন সেই নতুন রাজ্যে এলেন তখন বলরামকে নিয়ে কৃষ্ণও এসেছেন তাঁদের সঙ্গে। নতুন রাজ্য বা রাজধানী স্থাপনের ব্যাপারে কৃষ্ণের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁরই পরামর্শ এবং পরিকল্পনায়। নিজের সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাণ্ডবদের পথপ্রদর্শনের জন্যই হয়তো কৃষ্ণ পাণ্ডবদের নবরাজ্য স্থপনের সময়ে ছুটে এসেছেন, 'ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ।' তারপর পাণ্ডবদের মোটামুটি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তিনি ফিরে গিয়েছেন দ্বারকায়।

এরপর কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের অল্পকালের মধ্যে আর দেখা হয়নি। কিন্তু একা অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছে এক মধুর ঘটনার আয়োজক হিসাবে। নারদ-কৃত দাম্পত্যের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় দ্বাদশবর্ষের নির্বাসনে গিয়েছেন অর্জুন। মূলত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণের নিয়ম হলেও উলূপী এবং চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এই পর্যায়েই অর্জুনের বিবাহ সম্পন্ন হয়। তারপর নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে অর্জুন এসে পৌঁছালেন প্রভাসক্ষেত্রে। অর্জুনের আগমন সংবাদ কৃষ্ণের কানে যেতেই কৃষ্ণ নিজে এসে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। তারপর রৈবতক পর্বতে এক সুরম্য বিশ্রামগৃহে কৃষ্ণ অর্জুনের থাকার ব্যবস্থা করলেন, নিজেও থেকে গেলেন অর্জুনের কাছে। অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের সখ্য হয়তো এই দীর্ঘ সহবাসেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। এর কিছুকাল পরে রৈবতক পর্বতে যদু-বৃষ্ণিদের বাৎসরিক উৎসব আরম্ভ হল। এই উৎসবে অর্জুন সুভদ্রাকে দেখলেন এবং সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল তা কৃষ্ণও খেয়াল করলেন।

কৃষ্ণ বুঝলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করতে চান। সুভদ্রা কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। বলরামের সহোদরা, রোহিণীর গর্ভজাতা। তবে সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের স্নেহ সহোদর বোনের থেকে কোনও অংশে কম ছিল না। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ হলে কৃষ্ণও খুশিই হন। শেষপর্যন্ত বিচারবিবেচনা করে গুরুজনদের সামনে বিবাহের প্রস্তাব রাখার থেকে সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করার পরিকল্পনাই স্থির হল। প্রস্তাব স্বয়ং কৃষ্ণের, পরিকল্পনাও তাঁরই। সুভদ্রাকে হরণ করলে যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে, তাও হয়তো গোড়াতেই ভেবে নেওয়া হল।

কৃষ্ণ নিজের রথখানি দুই প্রিয়, দ্রুতগামী অশ্ব শৈব্য এবং সুগ্রীবকে যোজনা করে দিলেন অর্জুনকে, রথে সজ্জিত রইল প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র।

সুভদ্রাহরণের পর বলরাম অর্জুনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলার সময়েই লক্ষ্য করলেন যে, কৃষ্ণ কোনও কথা বলছেন না। বলরাম আন্দাজ করলেন যে, এই হরণপর্বে কৃষ্ণের প্রশ্রয় আছে। তাও সব বুঝেও বরলাম বৃষ্ণি যোদ্ধাদের অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলেন। ঠিক এই সময়ে মুখ খুললেন কৃষ্ণ। তিনি প্রভূত যুক্তিজাল বিস্তার করে অর্জুনের ব্যবহারকে এমনভাবেই সমর্থন করলেন যে, যদু-বৃষ্ণিরা শেষপর্যন্ত অর্জুনকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনলেন দ্বারকায়। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ সুসম্পন্ন হল এবং এই বিবাহপর্বে কৃষ্ণের সাহায্য এবং সাহচর্য্য ছিল লক্ষ্য করার মতো। বিশেষত বিবাহের পর নববধূ সুভদ্রাকে নিয়ে অর্জুন যখন খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরলেন, তখন অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অভিমান যে নান্দনিক সংকট তৈরি করেছিল, সেখানে শেষপর্যন্ত কৃষ্ণের জীবনযাপনের বুদ্ধিতেই অর্জুন সংকটমুক্ত হয়েছেন।

দ্রৌপদী-সুভদ্রার মধ্যে সখ্য স্থাপিত হল অচিরেই, আর তার কিছুকাল পর বৃষ্ণি সংঘের প্রধান পুরুষরা বিবাহের যৌতুক, মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন সুভদ্রার শ্বশুরালয় খাণ্ডবপ্রস্থে। কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে আত্মীয় কুটুম্বরা সকলে ফিরেও গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ ছাড়লেন না। কৃষ্ণ আরও বেশ কিছুকাল অর্জুনের সঙ্গে থেকে গেলেন খাণ্ডবপ্রস্থে, 'বাসুদেবস্তু পার্থেন তত্রৈব সহ ভারত।'

এই মুহূর্তে এটা বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণ একটা দীর্ঘ সময় খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করলেন। অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণের গাঢ় বন্ধুত্ব এই অবসরে গাঢ়তর হয়েছে, পঞ্চস্বামী গর্বিতা দ্রৌপদীর সঙ্গেও বহুতর আলাপ-পরিচয়ে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের পরম ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

মহাভারতে সুভদ্রার বিবাহের পরেই অভিমন্যুর জন্মসংবাদ পাওয়া যায়। হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে বাদ দিলে পাণ্ডবদের পুত্রসন্তানদের মধ্যে সৌভদ্র অভিমন্যুই জ্যেষ্ঠ। দ্রৌপদীর পুত্রলাভেরও আগে তাঁর জন্ম হয়। অভিমন্যুর জন্মের পর দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামী থেকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পুত্র লাভ করেন। এত দীর্ঘ সময় না হলেও অভিমন্যুর জন্ম পর্যন্ত হয়তো কৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থেই বাস করছিলেন। এসব পেরিয়েও বলা যায়, বৈমাত্রেয় বোন হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ সুভদ্রার সুরক্ষার জন্য নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। রক্ষাবন্ধনের কাহিনী সেই সূত্রেও গ্রথিত হয়েছে। সুভদ্রা তাঁর ভাই কৃষ্ণের কপালে আঘাত লাগায় তাঁর কষ্ট লাঘবের জন্য নিজের ওড়নার একটি অংশ বেঁধে দিয়েছিলেন, যা রাখিবন্ধনের একটি প্রাচীন উদাহরণ। ভাইবোনের পবিত্র বন্ধন। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সুরক্ষার প্রতীক।

জনমত

বাংলা নিয়ে ধারণা নেই

৫ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'বাংলা কোনও ভাষা নয়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ধরনের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁদের ভাষা নিয়ে সাধারণ ধারণা নেই। তাঁদের জানা নেই বাংলা এক ধ্রুপদি ভাষা।

এই ভাষাতেই ভারত তথা বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত রচিত। এই ভাষাতেই গীতাঞ্জলি রচনা করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই ভাষার জন্য ইউনেসকো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে।

সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা নিয়ে যত বলা যায়, ততই কম বলা হবে। যাইহোক, এই অবস্থায় দিল্লি পুলিশ এবং অমিত মালব্যর অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

রাজকুমার জাজোদিয়া, কালিয়াগঞ্জ।

পানীয় জলের সমস্যা

আমরা শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমাদের এলাকায় পানীয় জলের কল করে দিয়েছেন কাউন্সিলার। এতে আমরা যথেষ্ট উপকৃত হলেও পানীয় জল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কল খুললেই জল কখনও ঘোলা, কখনও লাল, কখনও বা হলুদ জল বের হচ্ছে। খুব কমই স্বাভাবিক জল বের হয়।

কী কারণে এরকম হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এই জল খেতেও ভয় হয়। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিপ্রা শিকদার, মোহন্তপাড়া এক্সটেনশন, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শাসকের 'বাঙালি' তাস

সাম্প্রতিককালে কেন্দ্রীয় সরকারের বা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটার তালিকা সংশোধনীর স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর কাজ শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে তাদের পুশব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করলে সাধারণ ভারতবাসী হিসেবে এই পদক্ষেপে বিরোধ বা দ্বিমত পোষণ করার কোনও উপাদান নেই। কারণ এখানে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্রে ভারত তথা গোটা বিশ্বের মধ্যেই যিনি স্বনামধন্যা, বাংলার সেই অগ্নিকন্যা নিশ্চয়ই এই সুযোগ হাতছাড়া করার মতো রাজনৈতিক শিক্ষা পাননি। তাই তো তিনি এবং তাঁর দল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা সহ 'বাংলাদেশের বাঙালি' আর 'ভারতের বাঙালি'- দুটোর মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যকে স্বজ্ঞানে ঘেঁটে দিয়ে এসআইআর-কে 'বাঙালি বিদ্বেষী' তকমা দিয়ে বাঙালি সেন্টিমেন্ট উসকে ভোট-বৈতরণি পার হওয়ার এক ও একমাত্র অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেই অস্ত্রে শান দেওয়ার কাজটা বেশ ভালোরকমই শুরু করে দিয়েছেন, বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে।

কিন্তু শুধুমাত্র একটা কথা বিচার করুন। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বিগত বছরে কোথায় ছিল আর এখন সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে কোথায় চলে গিয়েছে! এই রকেট গতির বৃদ্ধির হারকে কি কোনওভাবেই স্বাভাবিক বলা যায়?

পড়শি দেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে আমাদেরই রাজ্যের কিছু লোকের মদতে তারা রাতারাতি ভোটার আইডি, আধার, প্যান কার্ড, র‍্যাশন কার্ড সহ প্রায় সব ডকুমেন্ট তৈরি করে 'ভারতীয়' হয়ে যাচ্ছে। আর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জনসংখ্যাই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এদের আসল ভোটব্যাংক হিসেবে মান্যতা দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এদের প্রতিনিয়ত সর্বতোভাবে সাহায্য করে চলেছে।

এখন প্রশ্ন হল, এদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা পদক্ষেপ যদি 'বাঙালি বিদ্বেষ' বলে প্রচার করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা যদি সেটা বিশ্বাসও করে, তাহলে আর কিছুই বলার থাকে না। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক- বসুধৈব কুটুম্বকমের বাস্তবায়ন তো বঙ্গবাসী করে দেখাল। ইদানীং শাসকদল 'বাঙালি অস্মিতা' বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক প্রচার করছে। ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহা, সাকেত গোখলে, কেডি সিং- এঁরা সকলেই তো পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের টিকিটে জেতা বর্তমান ও প্রাক্তন সাংসদ এবং প্রত্যেকেই বহিরাগত অবাঙালি। তাই মনের মধ্যে এই প্রশ্নটা জাগা কি স্বাভাবিক নয় যে, এঁদের টিকিট দেওয়ার সময় শাসকের বাঙালি অস্মিতা কোথায় ছিল? পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি কি কম পড়িয়াছিল?

বিশ্বরঞ্জন অধিকারী
নৌকাঘাট, শিলিগুড়ি।

অদ্ভুত রাজনীতি এবং শিলিগুড়ি

সত্যিই তো, মেয়র সাহেব ঠিকই বলেছেন, শুধু চ্যাঁচালে হবে না, নির্দিষ্ট প্রমাণ সহ কারণ দর্শাতে হবে। বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরনিগমের রাজনীতিতে এটাই চলছে। বিরোধীরা অনেকটা সেই তথাকথিত 'গাঁজাখোরদের মতো' – 'আসি যাই গাঁজা গুলি খাই, মাথা আছে কি না তা তো দেখি নাই'- এটা আমার নমস্য প্রধান শিক্ষক চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ক্লাসে কোনও কারণে বলেছিলেন। সত্যিই তো, কোনও কাউন্সিলার হয়তো ভোরের আলোর অবৈধ নির্মাণ থেকে নজর ঘোরাতে, আবার কেউ আঞ্চলিকতা কাজে লাগিয়ে বিধানসভায় টিকিট নিয়ে প্রোমোশনের নেশায় ব্যস্ত। তা বলে বিরোধীদের ভূমিকা ম্লান হয়ে যাবে? না হলে শাসকদলের কাউন্সিলাররা এত সুন্দর সুন্দর ইস্যু দিচ্ছে আর দেশপ্রেমিকরা বিবৃতি দিয়েই দায়িত্ব সারছে- নাকি দাদার হাতের তামাক খাচ্ছে!

চিন্ময় মৈত্র
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২১১

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। পানীয় জলের উৎস, অগভীর কূপ ৫। অশ্লীল বা অশোভন আচরণ ৬। উপযাচক হয়ে কিছু করা ৮। লাঙলের ফলা বা অগ্রভাগ ৯। পুকুরে ভাসে যে জলজ উদ্ভিদ ১১। ঘরের লাগোয়া ছাদ দেওয়া বারান্দা ১৩। পরিমিত ব্যয় করে খরচ বাঁচানো ১৪। সবার সামনে উদঘাটিত বা প্রকাশ্যে আনা।

উপর-নীচ : ১। অল্প সময় আগে সম্পন্ন হয়েছে ২। জানালাতে থাকে ৩। আবদ্ধ করতে ব্যবহৃত ধাতবযন্ত্র ৪। বাধা, বিঘ্ন ৬। ভেড়ার লোম থেকে তৈরি সুতো ৭। গুজব ৮। সুফল মিলেছে ৯। চেবানোর পাতা ১০। দেবীর তিনটি চোখ ১১। বন্দির পরোয়ানা ১২। মহাকাশচারী কুকুর ১৩। বর-কনে যত পাকে বাঁধা পড়ে।

সমাধান ■ ৪২১০

পাশাপাশি : ১। কথকতা ৩। প্রত্যহ ৫। মায়ামরীচিকা ৬। বইঠা ৭। তাগাদা ৯। দিকচক্রবাল ১২। সামন্ত ১৩। নক্তচর।

উপর-নীচ : ১। কলরব ২। তাকিয়া ৩। প্রহরী ৪। হলকা ৫। মাঠা ৭। তাল ৮। দানাদার ৯। দিৎসা ১০। চক্রান্ত ১১। বাথান।

বিন্দুবিসর্গ

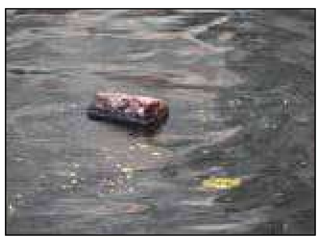

জল পরীক্ষা

কলকাতায় কলেরা আক্রান্তের খবর মিলতেই পানীয় জলের পরীক্ষা শুরু করে দিল কলকাতা পুরসভা। যে সমস্ত এলাকায় জমা জলের সমস্যা সেখানেই হবে পরীক্ষা।

গ্রেপ্তার তরুণ

বাংলাদেশি মডেল শান্তা পালকে অবৈধ নথি বানাতে সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক তরুণকে। ভুয়ো নথিপত্র কীভাবে তৈরি হয়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনুদান ফেরত

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য সরকারের অনুদান ফেরাল জয়নগরের ৭ ও ১৪ পল্লি সর্বজনীন শারদ উৎসব কমিটি। অভয়ার সুবিচার না মেলায় তারা ওই অনুদান নেবে না বলে জানিয়েছে।

ফলকে বাংলা

খড়্গপুর আইআইটিতে নাম, তথ্য লেখার ফলক বা দিকনির্দেশকের ফলক ও সাইনবোর্ডে ইংরেজি, হিন্দির পাশাপাশি বাংলাতেও লেখা থাকবে বলে জানালেন নির্দেশক সুমন চক্রবর্তী।

জয়রামবাটী-কামারপুকুর উন্নয়নে বোর্ড গঠন মুখ্যমন্ত্রীর ■ আরামবাগ-ঘাটালে বন্যা পরিদর্শন

সম্প্রীতির অস্ত্র রামকৃষ্ণকথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুষ্ঠান থেকে বাঙালি অস্মিতা রক্ষায় স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হুগলির বন্যা পরিদর্শনে গিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তিনি। ঘোষণা করেন, জয়রামবাটী-কামারপুকুর উন্নয়ন পর্ষদ তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের তরফে ১০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হবে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মমতা দায়িত্ব দিলেন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দ মহারাজকে। পর্ষদের সদস্য নির্বাচনের দায়িত্বও মহারাজকেই দেন মুখ্যমন্ত্রী। মঠের নতুন অতিথি নিবাস, ভোগঘর ও পার্কিং সেন্টারের শিলান্যাস করে কেন্দ্রের উদ্দেশে তোপ দাগলেন মমতা। তিনি বলেন, 'স্বামীজি সহ সব মনীষীই বাংলায় কথা বলতেন। আর বলা হচ্ছে নাকি বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই! বাংলা ছাড়া ভারত হয়? না পৃথিবী হয়?'

মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মনে করালেন, সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ। শিকাগোয় হিন্দু ধর্মের প্রচারের পিছনে মূল কাণ্ডারি ছিলেন বিবেকানন্দই। কেন্দ্রকে নিশানা করে মমতার স্পষ্ট বক্তব্য, রামকৃষ্ণের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের নীতি মেনেই ধর্মাচরণ করবে বাংলা। তাঁর বার্তা, মনীষীদের দেখানো পথেই মতুয়া, রাজবংশী সহ সমস্ত উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষ বাংলায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাস করেন। ধর্ম রাজনীতিকে কাঠগড়ায় তুলে এদিন মমতার মন্তব্য, 'হিন্দুধর্ম বোঝার জন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র। কামারপুকুরে এলেই সর্বধর্মের বার্তা উপলব্ধি করা যাবে।' কেন্দ্রের উদ্দেশে এদিন মমতার প্রশ্ন, 'ওরা জানে ধর্মের মানেটা কী? এক ধর্ম আর এক ধর্মকে সহনশীলতায়, আদরে, স্নেহে একত্রিতভাবে রাখবে, এটাই ধর্ম। বেলুড় মঠেও তো

> স্বামীজি সহ সব মনীষীই বাংলায় কথা বলতেন। আর বলা হচ্ছে নাকি বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই! বাংলা ছাড়া ভারত হয়? না পৃথিবী হয়?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

স্বামিজির সময় থেকেই মুসলিম দর্গা আছে। তাহলে কারা ধর্মকে গুলিয়ে দিচ্ছে?'

মঞ্চ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান সহ বিবেকানন্দের 'তরুণের স্বপ্ন' ও শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' বইয়ের উল্লেখ করে কেন্দ্রের বাঙালি হেনস্তাকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। স্পষ্ট জানালেন, মনীষীদের বাণী তৈরি হয়েছে যে ভাষায়, সেই ভাষার অপমান সহ্য করবে না বাংলা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীর অনুকরণে কেন্দ্রকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'জলকে কেউ জল বলে, কেউ পানি, কেউ ওয়াটার বলে। তফাত তো এইটুকুই। রক্ত কিন্তু সবার এক। মা-কে কেউ মাদার বলে, কেউ আম্মা বলে। এটাই আমাদের শিক্ষা।' তাঁর সংযোজন, 'বাংলা ভাষা নিয়ে খেলা করবেন না। আমাদের মধ্যে কোনও ভাগাভাগি নেই।'

আরামবাগে এক শিবিরে বন্যাদুর্গতদের নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) ঘাটালে বন্যাপ্লাবিত এলাকা ঘুরে দেখলেন। সঙ্গী ছিলেন সাংসদ দেব সহ অন্যরা। মঙ্গলবার।

অ্যাকশন হবে, কেন্দ্রকে হুঁশিয়ারি

ঘাটাল ও কলকাতা, ৫ অগাস্ট : বর্ষা শেষ হলেই ঘাটালকে প্লাবন মুক্ত করার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার ঘাটালের পরিস্থিতি পরিদর্শন করে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র ও ডিভিসিকে দায়ী করে সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আর সইব না, এবার অ্যাকশন হবে।' ঘাটালের জন্য নতুন পরিকল্পনা সাজিয়ে রাজ্যবাসীকে এসআইআর নিয়ে সজাগ থাকার বার্তাও দিয়েছেন মমতা। এসআইআর-কে 'প্ল্যানড গেম' বলে দাগিয়ে দিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'এসআইআরের নামে এনআরসি করার প্ল্যান চলছে। প্রত্যেকে ভোটার লিস্টে নাম তুলবেন। যদি কারও নাম বাদ যায়, তিনি নাম সংযোজনের জন্য আবেদন করবেন। প্রয়োজনে আমরা সঙ্গ দেব। মানুষের নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া মানব না।'

ঘাটাল উন্নয়নে ৭ কোটি টাকা খরচ করে পাম্প বসানোর ঘোষণা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আড়গোড়া চাতালে জমা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাংসদ দেব, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার ও সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ নদী গর্ভের ড্রেজিং শুরু হবে শীঘ্রই। সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয় করার পাশাপাশি ৫টি সুইস গেট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। সবটা শেষ হতে লাগবে ২ বছর।' ডিভিসির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ডিভিসির ছাড়া জল আটকানোর পরিকল্পনা করা হবে। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেনি। রাজ্য সেখানে দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করতে চলেছে।' তিনি জানান, ঘাটাল পুরসভা এলাকায় শীলাবতী নদীর বাঁদিকে সাড়ে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ গার্ডওয়াল তৈরি জন্য সমীক্ষা শুরু হয়েছে। ড্রেজিং সহ অন্যান্য কাজ চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হল এদিন। এই বছরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন তিনি। উত্তরবঙ্গ ইস্যুতে মমতা বলেন, 'বাংলা নদীমাতৃক দেশ। নেপালে বৃষ্টি হলে উত্তরবঙ্গ ভেসে যায়।

> আর সইব না, এবার অ্যাকশন হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করেনি। রাজ্য সেখানে দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করতে চলেছে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

বন্যা বা জমা জলের মতো সমস্যা মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই ৫ লক্ষ পুকুর কাটা হয়েছে। ডিভিসি ড্রেজিং করালে আরও ১০ হাজার কিউসেক মেট্রিক টন জল ধারণের ক্ষমতা বাড়তে পারত।'

এদিন কামারপুকুরের ত্রাণশিবিরে দুর্গতদের খাবার পরিবেশন করার পাশাপাশি কমিউনিটি কিচেনে খাবার পরিবেশন করতে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রীকে। এসআইআর ইস্যুতে সুর চড়িয়ে কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, 'এত খরচ করে আধার কার্ড কেন তৈরি করল কেন্দ্র? উত্তরবঙ্গের একাধিক নাগরিককে কীভাবে অসম সরকার এনআরসির নোটিশ পাঠায়? আবার আমাকে বলছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করবে! আপনারা বার্থ সার্টিফিকেট চাইছেন, নিজেদের সার্টিফিকেট আছে তো?'

সাসপেন্ড করে মামলার নির্দেশ ইআরওদের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে দু'জন ইআরও এবং দু'জন এইআরওকে সাসপেন্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে ফৌজদারি মামলার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। সেইসঙ্গে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও একই পদক্ষেপ করেছে কমিশন। রাজ্যে এসআইআর শুরুর মুখে, ভোটার তালিকায় কারচুপির বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের কড়া বার্তা দিল কমিশন।

রাজ্যের ভোটার তালিকায় ১৭ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে, এই অভিযোগ তুলে কমিশনে অভিযোগ করেছিল বিজেপি। সম্প্রতি ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম ঢোকানোর অভিযোগ তুলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব ও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার ইআরও ও এইআরও-দের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট দুই বিধানসভার দুই ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা এইআরও-কে সাসপেন্ড করছে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম তুলতে তাঁরা অনলাইনে ভুয়ো তথ্য ও নথিও আপলোড করেছিলেন। কমিশনের গোপন ডেটাবেসের পাসওয়ার্ড এজেন্সি নিযুক্ত ডেটাএন্ট্রি অপারেটরকে দিয়ে ভুয়ো নাম তালিকাভুক্ত করতে সহায়তা করেছেন। ঘটনাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে তাঁদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় এফআইআর করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে।

অভিযুক্তরা হলেন, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী। ২০১২-র ব্যাচের এই ডব্লিউবিসিএস অফিসার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই বিধানসভারই এইআরও তথাগত মণ্ডল। তিনি জয়নগর ১ নং ব্লকে মনরেগার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট অফিসার। অন্য দু'জন-পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভার ইআরও বিপ্লব সরকার(২০১২ সালের ডব্লিউবিসিএস)। জেলার সংখ্যালঘু দপ্তরে কর্মরত এবং ওই কেন্দ্রেরই এইআরও সুদীপ্ত দাস, তমলুক ব্লকে পঞ্চায়েত দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া নাম রয়েছে ময়না বিধানসভা ক্ষেত্রের ডেটাএন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদারের।

সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশকে সামনে রেখে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, কমিশন ভোটার তালিকায় কোনও কারচুপি বরদাস্ত করবে না। সরকারি আধিকারিকদের এই বিষয়ে আরও সতর্ক থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

ক্ষতে প্রলেপ

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর 'অপারেশন মহাদেব' অভিযান করেছে ভারত সরকার। কিন্তু 'অপারেশন মহাদেব'কে ক্ষতে প্রলেপ পড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন জঙ্গি হানায় নিহতদের পরিবার। সম্প্রতি সংসদে 'অপারেশন মহাদেব' অভিযানের ফলে তিনজন জঙ্গি নিকেশ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। কিন্তু তারপরেও শোক কাটিয়ে উঠতে পারছে না এই পরিবারগুলি। পাটুলির বিতান অধিকারীর বাবা-মা বলেন, 'আমাদের সব চলে গিয়েছে। যা হারিয়েছি তা আর কখনও ফিরে পাব না।'

জিএসটি সংগ্রহে রাজ্যের সাফল্য দাবি

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : জিএসটি সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল রাজ্য। উন্নয়ন হয়েছে অর্থনীতিতে। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি কেন্দ্রের প্রকাশিত রিপোর্টে উঠে এসেছে বাংলার এই সাফল্যের তথ্য। পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ বেড়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও গ্রাহকদের চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই এই উন্নতি বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি লেখেন, এই উন্নতি রাজ্যের অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক সংকেত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই মাসে রাজ্যে আদায় হয়েছে মোট ৫৮৯৫ কোটি টাকা। গত বছরের জুলাই মাসে এই আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫২৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ চলতি বছরে জিএসটি আদায়ের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের মোট জিএসটি আদায়ের যৌথ বৃদ্ধির হার ৭.৭১ শতাংশ।' গত কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন শিল্প ও পরিষেবা খাতে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বাড়াতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে।

নোটিশ পাঠিয়ে চিকিৎসকদের তলব

রিমি শীল

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ঘটনার পর রাজপথে নেমে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসক সহ নাগরিক সমাজ। এক বছর আগের সেই কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলনকারী বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ও ডাক্তারি পড়ুয়াকে নোটিশ পাঠাল পুলিশ। তাঁদের তলব করা হয়েছে। তবে এর নেপথ্যে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা। এই ঘটনাকে প্রতিহিংসামূলক আচরণ দাবি করেছেন তাঁরা। পুলিশের এই পদক্ষেপে আইনি পথে হাঁটা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চিকিৎসকরা। ৯ অগাস্ট আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মায়ের ডাকে নবান্ন অভিযান হতে চলেছে। তবে এই অভিযানে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। ফলে ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে তোড়জোড় চলছে।

ঘটনার এক বছরে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আন্দোলনের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। নবান্ন অভিযানও হতে চলেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে পতাকা ছাড়া আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি করা হবে। এরই মধ্যে গত বছরের কর্মসূচি নিয়ে চিকিৎসকদের সমন পাঠিয়েছে পুলিশ। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে অনশন করেছিলেন চিকিৎসকরা। সেই কর্মসূচিতে আইন ভাঙার অভিযোগে কিঞ্জল নন্দ, অরিন্দম ঘোষ, অনিন্দ্যসুন্দর মণ্ডল, অমৃত চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করা হয়েছে। ওই সময় আরও কর্মসূচি হয়েছিল।

মেডিকেল কলেজ থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল, দ্রোহের উৎসব সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে মামলা রুজু হয়েছিল। সেই কারণে জুনিয়ার ও সিনিয়ার চিকিৎসকদের তলব করা হয়েছে। জুনিয়ার চিকিৎসকরা পুলিশের এই পদক্ষেপে গর্জে উঠেছেন। চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, '১০ মাস পর পুলিশের এই পদক্ষেপ কেন? আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বেআইনি জমায়েত, পুলিশের কাজে বাধা দান, মহিলা পুলিশের শ্লীলতাহানি সহ জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হয়েছে। আন্দোলনের মাধ্যমে এর জবাব দেওয়া হবে।' চিকিৎসক দেবাশিস হালদার বলেন, 'ইন্টার্ন, পড়ুয়াদের কাছেও নোটিশ যাচ্ছে। আরও চিকিৎসকদের কাছে নোটিশ যাবে বলে মনে করছি। তবে এভাবে আমাদের দমানো যাবে না।' পুলিশের এই ভূমিকার বিরুদ্ধাচারণ করেছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। বিবৃতি জারি করে তারা জানিয়েছে, সিনিয়ার ও জুনিয়ার চিকিৎসকদের পুলিশের তলব নিছক আইনি প্রক্রিয়া বলে মানতে পারছি না। পুলিশের তথা রাজ্য প্রশাসনের এই ভূমিকা গণতান্ত্রিক অধিকারের বিপক্ষে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আইনি প্রক্রিয়াতে জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসক রাজীব পান্ডে বলেন, 'বেশ কয়েকজন সিনিয়ার চিকিৎসককে তলব করা হয়েছে। কৌশিক চাকি, মানস গুমটা, সুবর্ণ গোস্বামীদের ডাকা হয়েছে বলে শুনেছি।'

৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযান রয়েছে। তবে সূত্রের খবর, তার আগে থেকে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে পুলিশ। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সেদিকে নজর রাখার জন্য থাকছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নবান্নমুখী রাস্তাগুলিতে ব্যারিকেড বসানোর চিন্তাভাবনাও চলছে। পুলিশও নিরাপত্তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে।

তিন নির্দেশ মুখ্যসচিবের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিবির সফল করতে মঙ্গলবার রাজ্যের জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে মুখ্যসচিব তাঁদের একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন জেলাশাসকদের মূলত তিনটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তিন নির্দেশ কার্যকর করতে এদিন মুখ্যসচিব তাঁদের বলেছেন, এই নতুন প্রকল্পের শিবিরগুলির প্রচার আরও জোরদার করতে হবে। যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন কোথায় এই শিবির বসছে। দ্বিতীয় নির্দেশ, শিবির চলাকালীন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পুরো সময় বাধ্যতামূলকভাবে হাজির থাকতে হবে। তৃতীয় নির্দেশ, এখন সব জায়গায় এই নতুন প্রকল্পের শিবির করতে হবে, যেখানে সাধারণ মানুষ সহজে পৌঁছোতে পারেন।

সোমবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় দু'লক্ষ মানুষ ওইসব শিবিরে অংশ নিয়েছেন। মঙ্গলবার আবার এই নিয়ে আরও সক্রিয়তা বাড়াতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হল। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয়শো মতো শিবির রাজ্যজুড়ে চালু হয়েছে। সরকারি পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই নয়া এই প্রকল্প। ভোটের আগে এই কর্মসূচি সফল করতে মরিয়া পদক্ষেপ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

রাজস্থানে নিখোঁজ বঙ্গের পরিযায়ী

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : এবার রাজস্থানে গিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠল। ওই পরিযায়ী শ্রমিক শ্রীমন্ত মাল দুর্গাপুর থানার ফরিদপুর ছাতিমতলা এলাকার বাসিন্দা। রাজস্থানের কোটারি অঞ্চলে রান্নার কাজের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু ২৪ জুলাইয়ের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদ। বিষয়টি পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম জানতে পেরেছেন। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ।

ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ, রান্নার কাজের প্রতিশ্রুতিতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে দুর্গাপুরের তামলা এলাকার বাসিন্দা কাশীনাথ সিংহও ছিলেন। কিন্তু রাজস্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অন্য কাজ করানো হয়। ২৪ জুলাই কাশীনাথের ফোন থেকে শেষবার যোগাযোগ করেছিলেন শ্রীমন্ত। বাড়ি ফিরতে চান বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি বলে দাবি করেছে তাঁর পরিবার। তাঁরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী কল্যাণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমন্তের সন্ধানে তৎপর হয়েছেন। পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে। ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে বর্তমানে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। এই পরিস্থিতিতে ফের বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে বাংলার শ্রমিক নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ উঠল।

এদিন ঘাটাল পরিদর্শন শেষে কেশপুর গিয়ে ভিন রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে ফের সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার তথ্য নথিভুক্ত করা যায়। সেটা করলেই আমরা সাহায্যের বার্তা পাব। সঙ্গে সঙ্গেই র‍্যাশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী ও কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থা করে দেব। কর্মশ্রী প্রকল্পের অধীনে তাঁরা কাজেরও সুযোগ পাবেন। সাহায্য হিসেবে অনুদান তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।' পরিযায়ীদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রসঙ্গে বলেন, 'ভোটার তালিকায় পরিবার সহ নিজেদের নাম নথিভুক্ত করুন। ভোটের সময় নমিনেশন ফাইল হওয়া পর্যন্ত পরিকল্পনা করে নির্বাচন কমিশন নাম কেটে দেয়। এইসব পরিকল্পনা ঘ্যাচাং ফু করে দেব।'

পুরোনো কয়েন ক্রয়ের আড়ালে অস্ত্র কারবার

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : পুরোনো কয়েন কেনাবেচার আড়ালে অস্ত্র কারবার চালাতেন লিটন মুখোপাধ্যায়। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও এক হাজার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তারপরই গ্রেপ্তার করা হয় লিটনকে। দফায় দফায় তাঁকে জেরা করে এই ধরনের চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে উঠে এসেছে। তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন, রাইফেল বা পিস্তল খারাপ হলে লিটনের ডাক আসত। গোপনে অনেকে তাঁর কাছে অস্ত্র সারাইও করত। মোটা টাকার বিনিময়ে তা সারাই করে দিতেন অভিযুক্ত।

মেধার সঙ্গে আপস নয় হাইকোর্ট

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : রাজ্যের স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত জয়েন্ট এন্ট্রান্স টেস্ট ফর মেডিকেল অ্যালায়েড সায়েন্স বা প্যারা মেডিকেল কোর্সগুলিতে ওবিসি জটে আটকে রয়েছে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া। এই নিয়েই স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের চূড়ান্ত ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন ৭ শতাংশ সংরক্ষণ নীতিতে ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বুধবার বোর্ডের থেকে তথ্য তলব করেছেন তিনি। রাজ্যের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'মেধার সঙ্গে কোনও আপস নয়। আপনারা আদালতের নির্দেশের পরেও তা পালন করেননি। এটা তো সম্পূর্ণ অবমাননা।' ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এই পরীক্ষা হয়। নভেম্বর মাসে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরেও কাউন্সেলিং না হওয়ায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন একাধিক পরীক্ষার্থী। এদিন বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।' এজি জানান, ওবিসি সংক্রান্ত একাধিক মামলা সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে। তাই ৭ শতাংশ সংরক্ষণে কীভাবে ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে? বোর্ডের আইনজীবীও একই যুক্তি দেন। তারপরই বিচারপতি বোর্ডের থেকে তথ্য তলব করেছেন।

আমি-তুমি নয়, দশটি নীতি মেনে ভোটে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ অগাস্ট : লক্ষ্য ৮০ হাজার বুথ। উত্তরবঙ্গের ওপর গুরুত্ব বাড়িয়েই ২৬-এর নির্বাচনের রণনীতি সাজাতে হবে। সেখানকার মানুষকে বোঝাতে হবে, অসম থেকে এনআরসি নোটিশ পাওয়ার পর তাঁদের পাশে জয়ী বিজেপি সাংসদরা নয়, সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসই। মঙ্গলবার প্রায় সাড়ে ৯ হাজার সহকর্মীকে নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে এই বার্তাই দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। আমি-তুমির রাজনীতি না করে সবাইকে একজোট হয়ে কাজকরার নির্দেশ দিলেন তিনি। অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, বুথ সভাপতি ও বিধায়কদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। ১০টির ওপর রণনীতি বেঁধে দিয়ে অঙ্ক কষে দিলেন বিধানসভা নির্বাচনের। তাঁর নির্দেশ, বিজেপিকে হারাতে একমাত্র অস্ত্র হবে 'জয় বাংলা' স্লোগান। তবে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মন মেজাজ ঠিক না থাকায় অভিষেককে আগেই জানিয়েছিলেন অনুপস্থিতির কথা।

অভিষেকের নির্দেশ, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রতিটি বুথে কোমর বেঁধে নামতে হবে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। প্রকল্পে রাজ্য সরকার বরাদ্দ ৮ হাজার কোটি টাকা ব্লক ও জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। বৈঠকে

দলীয় বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপস্থিত ছিলেন সাংসদ, বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পঞ্চায়েত প্রধান,দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। পাড়ায় সমাধানের প্রতিটি কর্মসূচিতে দলের বিধায়ক ও সাংসদদের সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পে রুটিন মাফিক উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দু'মাসে প্রতিটি বুথে দুটি করে পথসভা আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক। বড় সভা নয়, ২৫-৩০ জনকে নিয়ে ছোট ছোট বৈঠকের কথা বলা হয়েছে। দলের সেনাপতির পরামর্শ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাড়ায় সমাধান প্রকল্প নিয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে ও মাইকিং করে সাধারণ মানুষের মতামত সংগ্রহ করতে হবে কর্মী-সমর্থকদের। প্রতিটি বুথে জোর দিতে হবে জনসংযোগের ওপর।

ফের ট্রাম্পের শুল্ক ধাক্কা

‘ভারত একেবারেই ভালো ব্যবসা-সঙ্গী নয়’

ওয়াশিংটন ও মস্কো, ৫ অগাস্ট : ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কনীতির কড়া সমালোচনা করেছে রাশিয়া। মস্কো বলেছে, ওয়াশিংটন ‘নব্য ঔপনিবেশিক নীতি’ অনুসরণ করছে, যাতে গ্লোবাল সাউথ তথা দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখা যায়।

আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেল কেনার বিষয়ে ভারতের বক্তব্যকে সমর্থন করেছে রাশিয়া। মঙ্গলবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাফ বলেন, ‘স্বাধীন রাষ্ট্রের নিজস্ব বাণিজ্য অংশীদার বেছে নেওয়ার অধিকার অবশ্যই রয়েছে। অন্য দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করানো সম্পূর্ণ বেআইনি।’

এদিকে শুল্ক প্রশ্নে মস্কো-নয়াদিল্লি ভাই-ভাই হয়ে যেতে দেখে বেজায় চটেছেন ট্রাম্প। একে তো ভারত তাঁর কথা মেনে রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি। তার ওপর সার্বভৌমত্বের যুক্তি তুলে ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার কথা জানিয়ে দিয়েছে। এরপর রাশিয়া ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করায় রাগ আর সামলে রাখতে পারেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ফের এক দফা হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘ভারত মোটেই ভাল ব্যবসায়িক বন্ধু নয়। কারণ, ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারি না।’ তারপরেই ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের ওপর আরও শুল্ক চাপাব, দেখে নেবেন।’

এর আগে ৪ অগাস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-হুমকিকে ‘অযৌক্তিক ও অন্যায়’ বলে প্রত্যাখ্যান করে ভারত। বিদেশ মন্ত্রক জানায়, রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা একান্তভাবেই বাজারের বাস্তবতা ও দেশের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থেকে এই সিদ্ধান্ত নয়। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্ববাজারের পরিস্থিতি ও দাম বিবেচনায় ভারতের রুশ তেল আমদানি জাতীয় স্বার্থ ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই করা হয়েছে। ভারতের এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখা ভুল।’

রুশ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, ‘যারা আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্বাধীন নীতি অনুসরণ করছে, তাদের ওপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে আমেরিকা।’ তাঁর সাফ কথা, ‘ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথ কোনও শুল্ক যুদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞা থামাতে পারবে না।’

সোমবার জাখারোভা আরও বলেন, ‘বিশ্ব এখন একাধিক শক্তিধর দেশের সমন্বয়ে তৈরি নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। সেখানে আমেরিকার একাধিপত্য খর্ব হচ্ছে, যা তারা মেনে নিতে পারছে না। ফলে বিভিন্ন দেশে নিষেধাজ্ঞা ও শুল্ক বসিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে। এটাই নয়া কৌশল ওয়াশিংটনের।’

রাশিয়ার দাবি, দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির ওপর এই ধরনের শুল্ক চাপানো সরাসরি তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ। জাখারোভার কথায়, ‘আমরা বিশ্বাস করি, ইতিহাসের

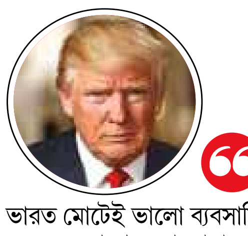

ভারত মোটেই ভালো ব্যবসায়িক বন্ধু নয়। কারণ, ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। কিন্তু আমরা ওদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারি না

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ধারা এভাবে রোখা যাবে না। আমাদের পাশে রয়েছে ব্রিকসভুক্ত দেশ সহ বহু সহযোগী রাষ্ট্র।’

ব্রিকস গোষ্ঠীতে বর্তমানে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ২০২৪ সালে যুক্ত হয়েছে মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ২০২৫ সালে এতে যুক্ত হয়েছে ইন্দোনেশিয়াও।

রাশিয়ার মতে, আমেরিকা ও পশ্চিমী বিশ্ব এক সময় ‘মুক্ত বাণিজ্যের’ পক্ষে ছিল। এখন নিজেরাই রাজনৈতিক স্বার্থে শুল্ক দেওয়াল তুলে দিচ্ছে। এটা বিশ্ব অর্থনীতির অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। এতে জোগান-শৃঙ্খল ভেঙে পড়ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য ট্রাম্প ক্রমাগত চাপ দিতে থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ‘ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস ট্রিটি’ (আইএনএফ ট্রিটি) থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে রাশিয়া। পরমাণু অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহারে রাশ টানতেই এই চুক্তি হয়। সম্প্রতি রাশিয়ার আশপাশে দু’টি পরমাণু সাবমেরিন মোতায়েনের নির্দেশ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এরপরই চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে মস্কো দাবি করে, পশ্চিমী রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির ফলে তাদের নিরাপত্তা সরাসরি বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান দিমিত্রি মেদভেদেভ পশ্চিমী দেশগুলিকে সরাসরি দায়ী করে বলেন, ‘পশ্চিমী দেশগুলি যেভাবে স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করছে, তা আমাদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় ধরনের হুমকি তৈরি করছে। সেই কারণেই সোভিয়েত যুগের আইএনএফ চুক্তি আর মানা হবে না।’

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য শিবুর

রাঁচি, ৫ অগাস্ট : প্রয়াত আদিবাসী নেতা তথা জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেনকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষবিদায় জানানো হল মঙ্গলবার। সোমবার নয়াদিল্লির একটি হাসপাতালে কিডনি সহ একাধিক বার্ধক্যজনিত অসুখে প্রয়াত হন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ। নয়াদিল্লি থেকে প্রথমে রাঁচিতে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বাসভবনে নিয়ে আসা হয় প্রয়াত আদিবাসী নেতার মরদেহ। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে শিবু সোরেনের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঝাড়খণ্ড বিধানসভায়। সেখানে শিবু সোরেনকে শ্রদ্ধা জানান ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল, বিধানসভার স্পিকার প্রমুখ। আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা চম্পাই সোরেনও। দিশম গুরুকে অন্তিম শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন চম্পাই। অগুনতি সাধারণ মানুষও আসেন গুরুজিকে চোখের জলে বিদায় জানাতে। রাঁচি থেকে প্রয়াত আদিবাসী নেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় রামগড়ে তাঁর পৈতৃক গ্রাম নেমরাতে। শিবু সোরেনের শেষযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের ডেরেক ও’ব্রায়েন, শতাব্দী রায় প্রমুখ। শিবু-পুত্র হেমন্ত সোরেন বলেন, ‘আমি আমার জীবনের সবথেকে কঠিন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ঝাড়খণ্ডের আত্মার একটি স্তম্ভ চলে গিয়েছেন। কোনও বই বাবার সংগ্রামের ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আমি অবিচারের বিরুদ্ধে ওঁর লড়াই জারি রাখব।’

মহার্ঘ ভাতা মৌলিক অধিকার নয় : রাজ্য

আজ কর্মচারীদের বক্তব্য শুনবে আদালত

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : মঙ্গলবার বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চে দিনভর শুনানি হল ডিএ মামলার। এদিন রাজ্যের বক্তব্য শোনে দুই বিচারপতির বেঞ্চ।

রাজ্যের তরফে এদিন সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিবাল এবং শ্যাম দিওয়ান। তাঁরা মূলত তিনটি যুক্তি দেন। এক, ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মীদের মৌলিক অধিকার নয়। দুই, ডিএ তাঁদের আইনি অধিকার নয় এবং তিন, রাজ্য সব দিক বিবেচনা করে ডিএ দেয়। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের তরফে মধ্যপ্রদেশের সরকারি কর্মীদের দায়ের করা একটি মামলার প্রসঙ্গ তোলা হয়।

রাজ্যের বক্তব্য শুনে বিচারপতি মিশ্র জানতে চান, ভোক্তা মূল্য সূচক বা সিপিআই মেনে ডিএ না দিলে কীসের ভিত্তিতে ডিএ দিতে চায় রাজ্য। এরপরই রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণিয়ম বলেন, বহু রাজ্য কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিয়ে থাকে। এর ভিত্তি হল সিপিআই। এরপরে বিচারপতি মিশ্র বলেন, ‘এই বিষয়টিকে কর্মীদের মৌলিক অধিকার হিসেব আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি।’

বর্ষীয়ান আইনজীবী দিওয়ান আরও দাবি করেন, রাজ্যের রুলে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার কোনও শর্ত নেই। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার নিয়মিত ডিএ দিচ্ছে। আইনজীবী সিবাল দাবি করেন, দেশে ১৩টি রাজ্য। নিজেদের মতো দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দিতে হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ২০০৮-এর একটি মামলার রায় উল্লেখ করে আইনজীবী দিওয়ান বলেন, ডিএ হল গ্রেস।

ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এর জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দেওয়া হলেও তা মিটিয়ে দেয়নি রাজ্য। বরং আরও ৬ মাস সময় চেয়েছিল রাজ্য। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী কপিল সিবালকে বিচারপতি মিশ্র বলেন, ‘রাজ্যকে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে বলছেন না কেন?’ উত্তরে সিব্বাল বলেন, ‘এটা সাংবিধানিক বিষয়।’ তা শুনে বিচারপতি করোল বলেন, এই কারণেই আপনাকে বলছি, রাজ্যকে বলুন বকেয়ার ওই পরিমাণ দ্রুত মিটিয়ে দিতে।

রাজ্যের আর্থিক দুরবস্থা বোঝাতে কপিল সিবাল ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা পকেট থেকে রাজ্যকে মেটাতে হচ্ছে। ডিএ দিতে গেলে ধার করে দিতে হবে। এরপরই এদিনের মতো শুনানি শেষ হয়। আগামীকাল ফের এই মামলার শুনানি হবে। ওইদিন সরকারি কর্মচারীদের বক্তব্য শুনবে শীর্ষ আদালত।

কর্মচারী পরিষদের তরফে দেবাশিস শীল বলেন, ‘রাজ্য কোন যুক্তিতে বলে ডিএ আমাদের মৌলিক অধিকার নয়? বুধবার আমাদের আইনজীবী ট্রাইবিউনাল ও হাইকোর্টের নির্দেশ তুলে ধরবে। রোপা ২০০৯ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার যে নীতি সেই যুক্তি খাড়া করা হবে।’ কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের সাধারণ সম্পাদক মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ডিএ আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। হাইকোর্টের নির্দেশেও তা স্পষ্ট। এআইসিপিআই অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা আমাদের প্রাপ্য।’

পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র, ভারতীয় সেনার পোস্টে খতিয়ান

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : ভারতের সঙ্গে পুরোদমে শুল্কযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রশাসন কীভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মদত দিয়েছিল, সেই অতীতের আয়না ট্রাম্পকে দেখাল ভারতীয় সেনা। ১৯৭১ সালের ৫ অগাস্ট তারিখের পুরোনো সংবাদপত্রের ক্লিপিংস মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছে ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ড।

তাতে বলা হয়েছে, ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী ভিসি শুক্লা সংসদে ওই তথ্য জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে অস্ত্র বেচতে আপত্তি জানালেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাগাতার ইসলামাবাদকে অস্ত্র সরবরাহ করে গিয়েছে। ন্যাটো বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছিলেন শুক্লা।

চিনও নামমাত্র দামে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল পাকিস্তানকে। সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়েই পাকিস্তান বাংলাদেশে আগ্রাসন চালিয়েছিল বলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার অভিযোগ করেছিল। ভারতের ওপর চড়া হারে শুল্ক চাপালেও পাকিস্তানকে অনেকটাই রেহাই দিয়েছেন ট্রাম্প। ভারতের ওপর চড়া হারে শুল্ক আরোপের কারণ হিসেবে ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, রাশিয়াকে আর্থিক সহায়তা করে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে মদত দিচ্ছে ভারত। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাত বন্ধ করেছেন তিনিই।

যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় সম্প্রতি সাফ জানিয়ে দেন, দুনিয়ার কোনও দেশই ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে হস্তক্ষেপ করেনি। সোমবারই কেন্দ্রের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়ে নয়াদিল্লিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে নিশানা করছে সেটা শুধু অন্যায্যই নয়, অযৌক্তিকও।

জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতে ঢাকার রাস্তায় ইউনূস সমর্থকদের উল্লাস। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই

ফেব্রুয়ারিতে ভোট, আশ্বাস ইউনূসের

পদ্মাপারে পালাবদলের বর্ষপূর্তিতে ভাষণ

ঢাকা, ৫ অগাস্ট : ঠিক একবছর আগে আজকের দিনে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব হাতে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কুর্সিতে বসেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত এক বছরে পালাবদলের বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন করানোর দাবি বারবার উঠেছে। কিন্তু প্রতিবারই সেই দাবি আড়ালে চলে গিয়ে সামনে এসেছে নির্বাচনি সংস্কারের বিষয়টি। যদিও ইউনূস ভোট করানো হবে বলে বারবার আশ্বাস দিয়েছেন। এই অবস্থায় মঙ্গলবার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তিতেও ফের সাধারণ নির্বাচনের কথা শোনা গেল প্রধান উপদেষ্টার মুখে। এদিকে ইউনূসের জমানার প্রথম বর্ষপূর্তিকে ফ্যাসিবাদের এক বছর বলে আখ্যা দিয়েছেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

জাতির উদ্দেশে ভাষণে ইউনূস বলেছেন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচনের আয়োজন করতে চায় অন্তর্বর্তী সরকার। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। কমিশন যেন রমজানের আগে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করে। ইউনূস বলেন, ‘আজ এই মহান দিনে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার পর আমরা সর্বশেষ ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। আমরা এবার একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করব।’

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার আগে মঙ্গলবার বিকালে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই ঘোষণাপত্রও পাঠ করেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত সরকারের সংস্কারকৃত সংবিধানের তপশিলে ঘোষণাপত্র শামিল করানো হবে।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিএনপি-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম, আলমগীর, জামাতের নেতা মিয়াঁ গোলাম পরওয়ার প্রমুখ। ছিলেন এনসিপি নেতা নাহিদ ইসলামও। গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের জাতীয় বীর বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার ও আহতদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র কর্তব্য।’

এনডিএ সভায় মোদির প্রশংসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে বিজেপি শিবিরে চলতে থাকা এই স্লোগানকে এবার কার্যত প্রস্তাব আকারে পাশ করিয়ে নিল শাসক এনডিএ। মঙ্গলবার এনডিএ-র সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি অপারেশন সিঁদুরের জন্য সেনাবাহিনীর পরাক্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে।

তাতে সাফ বলা হয়েছে, ‘পরমাণু হামলা নিয়ে ভারত কোনও ব্ল্যাকমেলিং সহ্য করবে না। প্রয়োজনে পরমাণু ব্ল্যাকমেলের আড়ালে গড়ে ওঠা জঙ্গিঘাঁটিতে অতীতের মতো আবারও সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত আঘাত হানবে।’

এদিনের বক্তৃতায় বিরোধীদেরও কটাক্ষ করেছেন মোদি। তিনি বলেন, ‘এমন বিরোধী দল কোথায় আছে যারা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারে।’ এসআইআর ইস্যুতে বিরোধীরা সংসদে অহেতুক বিশৃঙ্খলা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বৈঠকে হর হর মহাদেব স্লোগানে মোদিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর গলায় মালা পরিয়ে দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

২০১৯ সালের ৫ অগাস্ট সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার করে নিয়েছিল কেন্দ্র। সেই সাফল্যের প্রসঙ্গও উঠে আসে মোদির ভাষণে। ২০২০ সালের ৫ অগাস্ট অযোধ্যায় রাম মন্দিরের শিলান্যাস হয়েছিল। সেই কথাও উঠে এসেছে মোদির ভাষণে। অন্যদিকে দীর্ঘসময় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে থাকার জন্য অমিত শা-রও ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার পর থেকেই এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের আলোচনার দাবি উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি পাশ করানোর পথে হাঁটছে কেন্দ্র। সেই অনুযায়ী, বিরোধীদের প্রবল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় পাশ হল ‘দ্য রি-অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ রিপ্রেজেন্টেশন অফ সিডিউল টাইপ ইন অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউইন্সিস অফ দ্য স্টেট অফ গোয়া বিল, ২০২৪’।

কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর কথায়, ‘আমরা আলোচনার বাইরে গিয়ে হট্টগোলের মধ্যে বিল পাশ করতে চাই না। কিন্তু ২১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনে এখনও পর্যন্ত একটি বিলও পাশ হয়নি।’

চলে গেলেন সত্যপাল মালিক

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শেষ রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের জীবনাবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগব্যাধিতে ভুগছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। সত্যপালের বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। সত্যপালের এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানানো হয়।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মালিক দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবিটিস, কিডনির অসুখ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা এবং নিদ্রা সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ১১ মে তাঁকে জটিল মূত্রনালির সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর সেপটিক শক, নিউমোনিয়া এবং মাল্টি-অর্গ্যান ফেলিওরের মতো জটিলতা দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত চিকিৎসায় সাড়া না দিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। তাঁর মরদেহ দিল্লির আরকে পুরমের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুধবার লোধি শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রয়াত রাজনীতিকের।

১৯৪৬ সালের ২৪ জুলাই বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার এক হিন্দু জাঠ পরিবারে জন্ম মালিকের। অর্ধশতকেরও বেশি সময় জুড়ে ছড়িয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবন। ছয়ের দশকে ছাত্রনেতা হিসাবে রাজনীতিতে উত্থান। প্রথমে চৌধুরী চরণ সিংয়ের ভারতীয় ক্রান্তি দল থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। পরে লোকদল হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেসের

তরফে রাজ্যসভায় পাঠানো হয় তাঁকে। নতুন সহস্রাব্দে তিনি যোগ দেন বিজেপিতে।

২০১৮ সালে মালিককে জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল করা হয়। তাঁর সময়েই (২০১৯ সালে) জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে দেওয়া হয় (অনুচ্ছেদ ৩৭০)। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে মালিক তাঁর সোজাসাপটা মন্তব্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনার জন্য বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। ২০১৯ সালের পুলওয়ামা হামলা এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি সংবাদমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন, যার জেরে বিজেপির অস্বস্তি বেড়েছিল।

খাড়গের কটাক্ষ

সভা কি শা চালাচ্ছেন

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : রাজ্যসভা কে চালাচ্ছেন? ডেপুটি চেয়ারপার্সন হরিবংশ নারায়ণ সিং নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা? বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের এই খোঁচাতেই মঙ্গলবার তেতে উঠল সংসদের উচ্চকক্ষ। সম্প্রতি বিরোধীদের ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখানো বন্ধে সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন ডেপুটি চেয়ারপার্সনকে খাড়গে বলেন, ‘আমাদের অতীতের নেতারা বলেছিলেন, ‘গণতন্ত্রের একটি অঙ্গ হল প্রতিবাদ।’ যে সিআইএসএফ-কে আপনি এই সভায় মোতায়েন করেছিলেন, তাতে সঙ্গতভাবেই প্রশ্নটা উঠছে, সভাটা কে পরিচালনা করছেন? আপনি নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা?’’

তাঁর এই কথা শুনে রে-রে করে ওঠেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা। হরিবংশও বিরোধী দলনেতার অভিযোগকে পুরোপুরি ভুল বলে খারিজ করে দেন। এর আগে সিআইএসএফ জওয়ান মোতায়েন করা নিয়ে ডেপুটি চেয়ারপার্সনকে প্রতিবাদপত্র দিয়েছিলেন খাড়গে। এদিন হরিবংশ বলেন, ‘আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই, কোনও সিআইএসএফ জওয়ান ভিতরে ছিলেন

না। শুধুমাত্র মার্শালদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি রয়েছে।’ তাঁকে সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

খাড়গের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলে রিজিজু বলেন, ‘যদি বিরোধী দলনেতা চেয়ারম্যানকে একটি মিথ্যা চিঠি লেখেন এবং সংসদে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেন, তাহলে কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?’ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা বলেন, ‘ওঁদের বহুবার বলেছি, ৪০ বছরেরও বেশি সময় আমি বিরোধী আসনে বসেছি। ওঁদের উচিত, সভায় কীভাবে আচরণ করতে হয় তার টিউশন আমার থেকে নেওয়া। আপনারা মাত্র ১০ বছর ওই আসনে বসে রয়েছেন। আপনাদের আরও ৩০-৪০ বছর ওখানেই বসতে হবে। এটা নৈরাজ্য।’ মল্লিকার্জুন খাড়গেরও সমালোচনা করেন তিনি।

জালিয়াতি মামলায় ইডি দপ্তরে অনিল

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : ১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দপ্তরে হাজিরা দিলেন শিল্পপতি অনিল আম্বানি। নিজের বয়ান রেকর্ড করতে সকাল ১১টায় তিনি পৌঁছে যান ইডি দপ্তরে। রিলায়েন্স ইনফ্রা সহ অনিল আম্বানির একাধিক সংস্থা এই ঋণ জালিয়াতিতে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

১ অগাস্ট অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে সমন জারি করে ইডি। একই সঙ্গে অনিল আম্বানির মালিকানাধীন বিভিন্ন সংস্থার একাধিক দপ্তরে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। বাজেয়াপ্ত করেছিল বেশকিছু নথি এবং কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি। জেরা করা হয় ২৫ জন আধিকারিককে। বিশ্বওয়াল ট্রেড লিংক প্রাইভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থসারথি বিশ্বওয়ালকে গ্রেপ্তারও করেছে ইডি। প্রাথমিক তদন্তে ইয়েস ব্যাংক থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের হদিস মিলেছিল।

পরে আরও ১৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির খোঁজ পায় ইডি। এই মামলায় স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাক্সিস ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এইচডিএফসি ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধ ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সম্পর্কিত বিশদ তথ্যও তলব করেছে ইডি। এর আগে ২০২০ সালে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অনিল আম্বানিকে ‘প্রতারক’ বলেছিল।

কল্যাণের পদে কাকলি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ পদে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ গ্রহণ করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন চিফ হুইপ হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। শতাব্দী রায়কে লোকসভায় তৃণমূলের উপনেত্রী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

মঙ্গলবার তৃণমূলের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গতকাল চিফ হুইপের পদ থেকে চেয়ারপার্সনের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।’

নতুন দায়িত্ব পেয়ে কাকলি বলেন, ‘আমি দলের কাছে দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ মানুষের কাছে। মানুষের ভোট আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমে দল আজ এই জায়গায়। তাই আমি সব দায়িত্ব পালন করতে দায়বদ্ধ। কাজ করব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।’ সোমবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাংসদদের এক ভার্চুয়াল বৈঠকের পর চিফ হুইপ পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ‘দিদি বৈঠকে বললেন, লোকসভায় দলের সমন্বয় ঠিকমতো হচ্ছে না। দোষটা আমার উপরেই বর্তায়, তাই আমি সরে দাঁড়ালাম।’

সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই সাংসদ মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছিল। কল্যাণের অভিযোগ, ‘দিদি বলেন সাংসদরা ঝগড়া করছে, কিন্তু আমি কি গালাগাল সহ্য করব? নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, উলটে আমাকেই দোষারোপ করা হয়েছে। আমি এতটাই মর্মাহত যে রাজনীতি ছাড়ার কথাও ভাবছি।’ এর আগে এক পডকাস্টে মহুয়া মৈত্র তাঁকে কটাক্ষ করেছিলেন, যার জবাবে কল্যাণও তাঁকে ‘নারী-বিরোধী’ বলে মন্তব্য করেন।

তবে দায়িত্ব হারালেও ফের মহুয়াকে বিঁধেছেন কল্যাণ। তিনি এক্সে বলেন, ‘যাঁর মধ্যে ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই, এমন একজনকে রক্ষা করার জন্য আমি অনুতপ্ত।’ তাঁর দাবি, ‘২০২৩ সালে যখন মহুয়া মৈত্র সংসদে আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন, আমি বিশ্বাস থেকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, কোনও চাপের জন্য নয়। আজ তিনি আমাকে ‘নারীবিদ্বেষী’ বলে অপমান করছেন। যাঁর মধ্যে ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা নেই, এমন একজনকে রক্ষা করার জন্য জাতির কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’

‘ভারতীয় কে, আদালত ঠিক করতে পারে না’

নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : বিপদের দিনে তিনি পাশে পেলেন বোন, বন্ধু, সকলকেই।

চিনের দখলদারি প্রশ্নে রাহুল গান্ধির পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা এবং ইন্ডিয়া জোট।

মঙ্গলবার প্রিয়াংকা সোজাসুজি জানিয়ে দেন, ‘কে প্রকৃত ভারতীয়, তা নির্ধারণ করা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কাজ নয়।’ সোমবার সুপ্রিম কোর্ট রাহুলকে সেনাবাহিনী নিয়ে মন্তব্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেছিল। তার জবাবেই এদিন এই মন্তব্য করেন ওয়েনাডের কংগ্রেসি সাংসদ। তিনি বলেন, ‘আমার ভাই সেনাবাহিনীর প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল। তিনি কখনও সেনার বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। বরং বিরোধী দলনেতা হিসাবে সরকারের কাছে প্রশ্ন তোলা তাঁর দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।’

বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকলেও চিন প্রশ্নে রাহুলের পাশে দাঁড়িয়েছে তারা। এক বিবৃতিতে জোটের তরফে বলা হয়েছে, ‘একজন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির কাছ থেকে এমন মন্তব্য গণতান্ত্রিক পরিসরে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। এটা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপও বটে। বিরোধী দলগুলির, বিশেষত বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের যে কোনও জাতীয় ইস্যুতে মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। সরকার যখন সীমান্তরক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখন প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সে বিষয়ে প্রশ্ন করা।’

রাহুল লোকসভায় বিরোধী দলনেতা ও কংগ্রেস সাংসদ।

তিনি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ চলাকালীন সেনাবাহিনী নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্যের ভিত্তিতে লখনউ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলা স্থগিত রাখলেও রাহুলকে ভর্ৎসনা করে বলে, ‘আপনি যদি প্রকৃত ভারতীয় হন, তাহলে এমন কথা বলতে পারেন না।’ এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রিয়াংকা বলেন, ‘সম্মান রেখেই বলছি, বিচারপতিরা ঠিক করবেন না কে প্রকৃত ভারতীয় আর কে নয়। বিরোধী নেতা হিসাবে সরকারের সমালোচনা ও প্রশ্ন তোলা তাঁর দায়িত্ব।’

সোমবার বিজেপি অভিযোগ তোলে, রাহুল নাকি ‘চিনকে শক্তিশালী করার শপথ নিয়েছেন।’ এর পালটা কংগ্রেস জানায়, ‘গালওয়ান ঘটনার পর বহু দেশভক্ত নাগরিকের মতো রাহুলও প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু সরকার ‘ডিডিএলজে নীতি’ (ডিনাই, ডিস্ট্র্যাক্ট, লাই, জাস্টিফাই, অর্থাৎ, অস্বীকার করো, নজর ঘুরিয়ে দাও, মিথ্যা বলো এবং সেটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলো) মেনে সত্যকে গোপন করে চলেছে।’

বিপাকে গৃহস্থ

- সর্ষের তেল ও মশুর ডালের দাম এক ধাক্কায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা বেড়েছে
- মশুর ডালের রপ্তানি এবং কৃষকদের সর্ষের বীজ মজুত করে রাখাকেই কারণ বলে দাবি
- পুজো আসতে আসতে এই দাম আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা বলে মেয়র জানিয়েছেন

মহার্ঘ তেল, ডাল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : সর্ষের তেল ও মশুর ডালের দাম এক ধাক্কায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা করে বেড়ে গেল। শিলিগুড়ির পাইকারি বাজার থেকে খুচরো ক্ষেত্র, সর্বত্রই আকাশছোঁয়া দামে সাধারণ মানুষের মাথায় হাত। হঠাৎ করে এভাবে মূল্যবৃদ্ধির পিছনে মশুর ডালের রপ্তানি এবং কৃষকদের সর্ষের বীজ মজুত করে রাখাকেই উত্তরের অন্যতম বড় পাইকারি বাজার শিলিগুড়ির নয়া বাজারের ব্যবসায়ীরা কারণ হিসেবে মনে করছেন। পাইকারি বাজারে দাম বৃদ্ধির কারণে খুচরো বাজারে দাম বাড়ানো হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। পুজো আসতে আসতে এই দাম আরও বাড়বে বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ির নয়া বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জয়কুমার সিংহলের বক্তব্য, 'মশুর ডাল বাইরের দেশে বেশি রপ্তানি হচ্ছে। তাই দেশজুড়েই দাম বেড়েছে। এই দাম কেজি প্রতি ২৫ থেকে ৩০ টাকা বেড়েছে। সর্ষের তেলেরও দেশজুড়েই দাম বেড়েছে। লিটার প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা করে দাম বেড়েছে।' যদিও খুচরো ব্যবসায়ীদের দাবি, পাইকারি বাজারে মশুর ডালের দাম কেজি প্রতি ৪০ টাকা বেড়েছে। সর্ষের তেলের দাম প্রায় ৩০ টাকা করে বেড়েছে। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির বক্তব্য, 'খুচরো বাজার পুরোপুরিভাবে পাইকারি বাজারের ওপর নির্ভর করে।' এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন কী করে সেদিকে অনেকেরই নজর। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'কী কারণে দাম বাড়ল সে বিষয়ে খোঁজ নেব। পুজোর আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঠিক রাখতে শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আমার আলোচনা হবে।'

শিলিগুড়ির নয়া বাজারে একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের এক লিটার সর্ষের তেল আগে ১৪৩ টাকায় বিক্রি হত। খুচরো বাজারে সেই দাম বেড়ে ১৫০-১৫৫ টাকা হত। এখন পাইকারি বাজারে সেই তেলের দাম লিটার প্রতি ৩৫-৪০ টাকা বেড়ে ১৭৮-১৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সেই তেলই খুচরো বাজারে গিয়ে ১৮৫ থেকে ১৮৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য ব্র্যান্ডের তেলের ক্ষেত্রেও দামের হেরফের গড়ে কমবেশি একই। মূলত রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এলাকায় সর্ষের চাষ হয়। পাইকারি ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই এলাকার কৃষকরা সর্ষের বীজ মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন। তাই দেশজুড়ে দাম বেড়েছে। পুজো আসতে আসতে এই দাম কেজি প্রতি ২০০ টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, উন্নত গুণমানের মশুর ডাল কেজি প্রতি ৪০ টাকা করে বেড়েছে। আগে যে ডাল পাইকারি বাজারে ১০২ টাকা কেজিতে বিক্রি হত এখন সেটা ১৩৭ টাকা ৫০ পয়সা প্রতি কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। মোটা দানার মশুর ডাল আগে পাইকারি বাজারে ৯৫ থেকে ১০০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হত। এখন তা বেড়ে ১২৭ থেকে ১৩০ টাকা প্রতি কেজিতে দাঁড়িয়েছে। খুচরা বাজারে ভালোমানের মশুর ডালের দাম বেড়ে কেজি প্রতি ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা এবং মোটা দানার ডাল ১৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

এই দাম বৃদ্ধিতে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। রাজু পাল দিনমজুরি করেন। কাজের খোঁজে প্রতিদিন জলপাই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মঙ্গলবার সকালে সেখানে তাঁকে ধরা হলে তরুণ বললেন, 'আমি তো দিনহাজিরায় কাজ করি। সর্ষের তেলের দাম এতটা বেড়ে যাওয়ায় রান্নায় কাটছাঁট করা ছাড়া উপায় নেই।' বেসরকারি সংস্থার কর্মী শুভব্রত দামের বক্তব্য, 'তেল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম এতটা বেড়ে গেলেও এ বিষয়ে প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন যাতে কড়া হয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

ঝুলন খোঁজে না শৈশব

রাধাকৃষ্ণ হারিয়েছে সময়ের পথে

পারমিতা রায় ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : মাটির পাহাড়। সবুজ, হলুদ, নানান রংয়ের সৈন্য। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধও হয়। শহর শিলিগুড়িতে একটা সময় এমন পাহাড়, যুদ্ধ দেখতে ভিড় কম জমতো না পাড়ায় পাড়ায়। ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করে লড়াইটা চলত অঘোষিতভাবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাধা ও কৃষ্ণ সেজে দোলনায় বসে থাকার যন্ত্রণা থাকলেও, তা নিয়েও 'লড়াই' চলত এ বাড়ির সঙ্গে ওই বাড়ির। সকলেই চাইতেন নিজের বাড়ির ছেলে বা মেয়ে 'দেবতার আসনে' বসুক। যদিও সেই ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটত রাখিপূর্ণিমার দিন খিচুড়ি ভোগের মধ্যে দিয়ে।

ঝুলনের রাধাকৃষ্ণের ভবিষ্যতে একসঙ্গে থাকা আর হয়ে ওঠেনি, রাধার খোঁজ আর রাখেনি কৃষ্ণ, কৃষ্ণের রাধা। যেমন এখন আর দেখা যায় না ঝুলনকে কেন্দ্র করে কাঁচা মাটির উঠোন, তালপাতার পুতুল, বাঁশের প্যান্ডেল এবং রঙিন কাগজের সাজানো ঝুলনের ঝাঁপি।

এখনও শ্রাবণ মাসে রাখিপূর্ণিমা হয়। কিন্তু সুদিনের ঝুলন দেখা যায় না। বিক্ষিপ্তভাবে কোনও পাড়ায় একটি বা দুটি ঝুলন হলেও, তাকে কেন্দ্র করে কোনও লড়াই থাকে না। তাই এখন ঝুলন দেখতে ঝুটতে হয় কোনও মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। শিল্পী পাল বলছিলেন, 'আগে তো পাড়াতেই অনেক ঝুলন দেখার সুযোগ হত। পুরোনো আনন্দ নতুন করে পেতে এখন ভরসা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। মঙ্গলবার অনেকেই ঝুলন দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন ইসকনে। এই ভিড়ে থাকা জয়শ্রী সেনগুপ্ত বললেন, 'একসময় কত রাধা সেজেছি। সেদিনগুলি আর ফিরে আসবে না।' ঝুলন সাজানো থেকে বর্তমান প্রজন্মের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ হিসেবে অনেকেই মোবাইল এবং বাড়তে থাকা পড়াশোনার চাপকে দায়ী করেন। তমাল বসুর স্বীকারোক্তি, 'এখন তো আমরাই বাড়ির ছেলেমেয়েদের জলকাদায় হাত দিতে দিই না।'

অতীতে ফিরে ঘোগোমালি এলাকার বাসিন্দা তন্ময় চক্রবর্তী বলছেন, 'আমাদের তো রথের মেলার পর থেকেই ঝুলনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। কখনও সেবকের করোনেশন ব্রিজ বানানোর চেষ্টা করতাম, কখনও ইটের গুঁড়ো দিয়ে লালপাহাড় তৈরি করতাম, শ্যাওলা তুলে নিয়ে এসে ঘাস বানাতাম। ঝুলন পাহারা দেওয়া ছিল আরও বড় কাজ, যাতে কেউ দেখতে এসে কিছু চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে। এখন তো হাতেগোনা কয়েকটা হয়, তাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড়রাই তৈরি করে দেয়।' কাদামাটি ও শ্যাওলার সঙ্গে এখনকার ছেলেমেয়েদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে আক্ষেপ করলেন মানিক সরকার। বাড়ির এবং আশপাশের বাচ্চাদের জন্য মধ্য চয়নপাড়ায় ঝুলন বানিয়ে দিয়েছেন বিনীতা তরফদার। তিনি বলছিলেন, 'ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা রয়েছে। ওদের সময় নেই। তাই আমিই ওদের জন্য ঝুলন তৈরি করে দিয়েছি।'

কলেজপাড়ায় ঝুলনে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছেন উজ্জ্বল বিশ্বাস। থিম নির্ভর এই ঝুলনে উত্তরবঙ্গকে বোঝাতে বেঙ্গল সাফারি, করোনেশন ব্রিজের মডেল রয়েছে। তেমনই দক্ষিণবঙ্গকে বোঝাতে তৈরি মায়াপুরের ইসকন, কলকাতার ইডেন গার্ডেন। উজ্জ্বল বলেন, 'ছোটবেলা থেকে ঝুলন বানাই। বালি, সিমেন্ট, মাটি, পাথর দিয়ে পাহাড়, রাস্তা বানাতাম। পুতুল, গাছ, রাধাকৃষ্ণ রেখে সাজাতাম। এখন আধুনিক যুগে আকর্ষণ না বাড়ালে মানুষ পছন্দ করবেন না, তাই এমন ব্যবস্থা।'

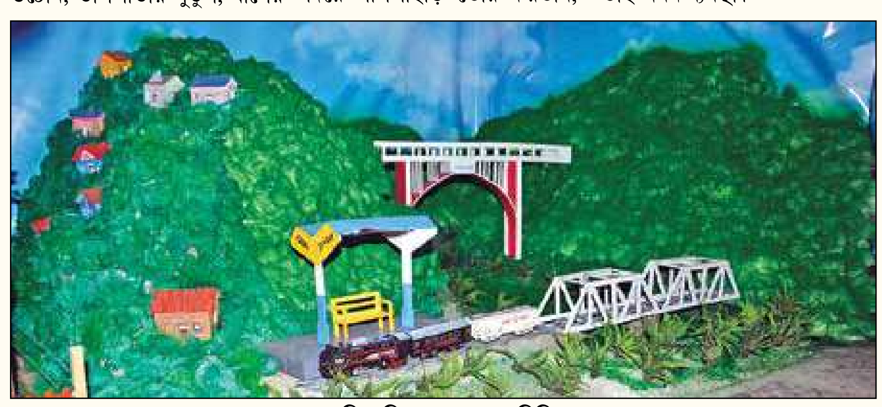

কলেজপাড়ার একটি বাড়িতে ঝুলনের ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

ভাঙা কালভার্ট নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : ডন বসকো রোডের সঙ্গে সেবক রোডের সংযোগকারী কালভার্টের অবস্থা বেহাল হয়ে রয়েছে। সারাদিনে এই কালভার্ট দিয়ে হাজারেরও বেশি মানুষের যাতায়াত চলে। ডন বসকো রোডেই একাধিক স্কুল থাকার পাশাপাশি ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। সবসময়ই ভারী গাড়ি ও বাস যাতায়াত করে ওই কালভার্টের ওপর দিয়ে। যদিও কালভার্টের পরিস্থিতি রীতিমতো আশঙ্কার। যখনতখন ঘটতে পারে দুর্ঘটনা।

কালভার্টের সামনে যেতেই বেহাল পরিস্থিতি নজরে পড়ল। কালভার্টের একাংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রায়দিনই সেই গর্তে পড়ে চোট-আঘাত পাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কালভার্ট দিয়ে ডন বসকো রোডে যাচ্ছিলেন অধীর দাস। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগেই কালভার্টের গর্তে বাইকের চাকা আটকে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। চোখের সামনেই একজনের মাথা ফেটে গেল।' এই অবস্থায় গর্তগুলো ঘিরে

পাড়ায় পাড়ায়
শিলিগুড়ি

রাখারও চেষ্টা করছেন ওই রাস্তা দিয়ে স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'রাস্তা দিয়ে আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়ার গাড়ির পাশাপাশি স্কুলবাস যাতায়াত করে। কালভার্টের যা পরিস্থিতি যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। কোনও আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার গাড়ি কিংবা বাসের চাকা সেখানে আটকে গেলে আরও মুশকিল হয়ে যাবে।' দ্রুত এই কালভার্টের সংস্কার হোক তাই চাইছেন এলাকার বাসিন্দারা। কারণ, এই কালভার্ট ভেঙে গেলে গোটা এলাকার মানুষের সমস্যায় পড়তে হবে।

স্থানীয় ৪১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল বলেন, 'দ্রুতই জায়গাটি ৫ নম্বর বরো চেয়ারম্যানকে দেখাব ও যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

রাস্তা তো নয়, যেন মরণফাঁদ। রোজ এখানে ঘটছে দুর্ঘটনা। টিকিয়াপাড়া মোড়ে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

রাস্তাজুড়ে গর্ত

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টি হলে গর্তগুলিতে জল জমে যায়। এছাড়া রাস্তায় কাদার জন্য প্রায়ই গাড়ির চাকা আটকে যায়। ফলে যানবাহনের চালকরা সমস্যার সম্মুখীন হন। এমনই অবস্থা শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এসজেডিএ ভবনে যাওয়ার রাস্তাটির। নিয়মিত এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর বাস যাতায়াত করে। এই রাস্তার জন্য নিত্যদিন সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের দাবি তুলছেন স্থানীয়রা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'শীঘ্র রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।'

এই রাস্তা পেরিয়ে বহু মানুষ এসজেডিএ মার্কেট সহ বাস টার্মিনাসে যাতায়াত করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তাটি মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় অজিত মাহাতো বলেন, 'রাস্তাটি মেরামত করা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির এমন অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের এদিকে কোনও নজর নেই।' স্থানীয় ব্যবসায়ী অর্জুন পাল বলেন, 'কখনও রাস্তায় বাসের চাকা আটকে যায়। কখনও হাঁটতে গিয়েও আঘাত লাগে। প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। একাধিকবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও রাস্তা সংস্কার করা হয়নি।'

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করে পথ অবরোধ করল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা। মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত মিছিল করে ফের হাসমি চকে এসে অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ১০ মিনিট তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। এর জেরে উড়ালপুল সহ গোটা এলাকায় গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। পরবর্তীতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। যে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে আগে থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা ছিল।

অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকেও শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মঙ্গলবার বিকেলে জলেশ্বরী বাজার এলাকায় এই বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

মোবাইল ফেরত

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ২৮টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এদিন মোবাইল ফিরে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ওই ব্যক্তিরা। ভক্তিনগরের আইসি অমিত অধিকারী জানালেন, ট্র্যাকিং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই মোবাইলগুলোর হদিস মিলেছে।

তরুণীর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : এক তরুণীকে খুনের অভিযোগ তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম শিল্পী দুবে। শিল্পীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত অনুরাজ দুবে। মৃতের পরিবারের দাবি, বছরখানেক আগে ওই তরুণীর সঙ্গে শালুগাড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা অনুরাজের বিয়ে হয়। তারপর থেকেই পণের জন্য অনুরাজ শিল্পীকে চাপ দিতেন ও মারধর করতেন। শিল্পীর মা পুনম দেবীর অভিযোগ, জুলাইয়ের ৩০ তারিখেও তাঁর মেয়েকে অনুরাজ মেরেছিলেন। সেই কথা শিল্পী তাঁর মাকে ফোনে জানান। অভিযোগ, এর কিছুক্ষণ পরই অনুরাজ পুনমকে ফোন করে বলেন, শিল্পী বিষপান করেছেন। সেই খবর শুনে মেয়েকে দেখতে গুজরাটের সুরাট থেকে রওনা হন পরিবারের লোকজন।

অগাস্টের ১ তারিখ মৃত্যু হয় শিল্পীর। তাঁর পরিবারের লোকজন শিলিগুড়িতে পৌঁছান ৪ তারিখ। তদন্তে উঠে এসেছে, অনুরাজ শিল্পীকে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছিলেন। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। সোমবার অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শালুগাড়া বাজারের বাড়ি থেকে অনুরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ৪ দিনের জন্য হেপাজতে নিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুনমের অভিযোগ, 'অনুরাজই মেয়েকে খুন করেছে।'

শিল্পীর পৈতৃক বাড়ি আদতে বিহারের সিওয়ান জেলায়। পরিবার বর্তমানে সুরাটে থাকে, বছরখানেক আগে অনুরাজের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পর গুজরাটে চলে গিয়েছিল পরিবার। পুনমের দাবি, 'আমার মেয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ ছিল। প্রায়দিনই সে স্বামীর অত্যাচারের কথা বলত। আমরা চলে আসতে বললেও, শিল্পী বলত সে মানিয়ে নেবে। গত মাসের ৩০ তারিখ পণের জন্য মেয়েকে বেধরক মারধর করে অনুরাজ। শিল্পী সেটা আমাকে জানিয়েছিল। সেটিই শেষ কথা, ওঁর সঙ্গে আমার।'

অবহেলায় ধুঁকছে এসজেডিএ ভবন

শীঘ্রই পদক্ষেপের আশ্বাস দিলীপের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : দীর্ঘদিন ধরেই চলছে সংস্কারের দাবি। ভবনের একাংশের পিলারের সিমেন্ট খসে পড়েছে। তা যখন-তখন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নতুন বোর্ড তৈরি হয়েছে, তাহলে এবারে কি জংশন এলাকায় থাকা প্রশাসনিক ভবনটির হাল ফিরবে? সেই গুঞ্জনই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ভবনের নীচের তলায় থাকা মার্কেটের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ওই ভবনে বিভিন্ন কারণে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে।

দীর্ঘদিন ধরে ভবনটির সংস্কারের দাবি করতে করতে হতাশ ব্যবসায়ীরাও। নতুন করে তাঁরাও আর কিছু বলতে চাইছেন না। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার অবশ্য বলছেন, 'ওই ভবন সংস্কার আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে রয়েছে। মেয়রের সঙ্গে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেব।'

জংশন সংলগ্ন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এই প্রশাসনিক ভবনটি বহু পুরোনো। বহুতল এই ভবনের একাংশে ফাটল ধরেছে। ভবনের নীচের অংশে থাকা মার্কেটে ঢুকলেই বেগতিক পরিস্থিতি নজরে পড়বে। একাধিক জায়গায় বড় বড় ফাটল। যত্রতত্র বিদ্যুতের তার ঝুলে রয়েছে। তার মধ্যেই সিলিন্ডার ব্যবহার করে দেদারে চলছে রান্নাবান্না। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ভগ্নদশায় থাকা ফাটলগুলি কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ওই ভবনের ব্যবসায়ী থেকে আমজনতার।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী প্রদীপ দাস বলেন, 'ভবনটির সংস্কারের জন্য আমরা দীর্ঘ ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে এসজেডিএ-কে চিঠি দিয়ে এসেছি। পরবর্তীতে দেখা গেল, ভবনের যে তলায় এসজেডিএ কার্যালয় রয়েছে, সেটা শুধুমাত্র সংস্কার করা হল। পুরো ভবনটা আর সংস্কার করা হল না।' তারও পরে এসজেডিএ-র কার্যালয়ই হিমাঞ্চল বিহারে চলে যাওয়ায় আশাহত হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভবনে আসা সাধারণ মানুষ। কাজের সূত্রে প্রায়ই ভবনে আসা অমল দাস বলছিলেন, 'বর্ষার মরশুমে তো বিভিন্ন জায়গা থেকে জল চুইয়ে পড়ে। এভাবে চলতে থাকলে কোনওদিন ভবনটাই হয়তো ভেঙে পড়বে।' এসজেডিএতে নতুন করে বোর্ড তৈরি হওয়ায়, প্রশাসনিক ভবনটার দিকেও যাতে এই বোর্ড তাকায় সেই দাবিই জানাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, 'এবারে অন্তত ভবনটার দিকে তাকানো হোক। নইলে ভবিষ্যতে এই ভবনকে ঘিরে আমাদের আরও বড় সমস্যার মুখে পড়তে হবে।'

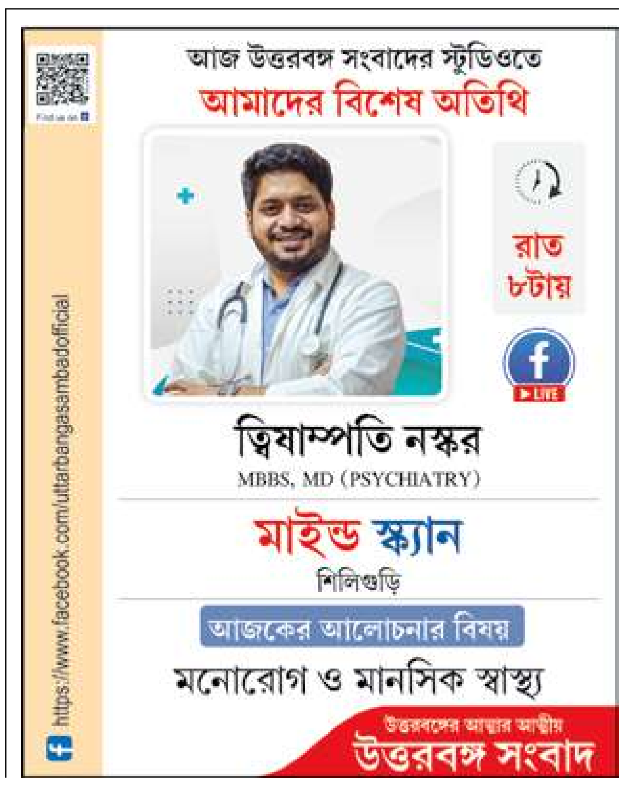

লরির নীচে ঝুলে সীমান্ত পারের চেষ্টা

বিএসএফের আয়না ধরিয়ে দিল তরুণকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : এ যেন সিনেমা। কিন্তু রিল ও রিয়েল লাইফের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য রয়েছে, দিনের শেষে তা আরও একবার সামনে এল।

লরির নীচে আত্মগোপন করে পালিয়ে যাওয়া বা শত্রুপক্ষের ডেরায় পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা বারবার ঘটেছে সিনেমায়। ঠিক এমনভাবেই লরির নীচে ঝুলন্ত অবস্থাতে নিজেকে লুকিয়ে ভারতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের এক তরুণ। ভারতে কার্যত ঢুকেও পড়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি বিএসএফের চোখকে ফাঁকি দিতে না পারায়। ধৃত জীবন রায়ের দাবি, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর এখনও অত্যাচার চলছে। ওই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে ভারতে চলে আসার চেষ্টা।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবারই ছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার বর্ষপূর্তি।

বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের জেরে গত বছরের ৫ অগাস্ট দুপুরে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন হাসিনা। ওইদিনই তিনি ভারতে চলে আসেন। তারপর থেকে তিনি ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন। তারপর থেকেই হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলছে বলে অভিযোগ। এমন অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশের রংপুর জেলা থেকে ভারতে আশ্রয় নিতে এসে ধরা পড়া জীবনও। তাঁর বক্তব্য, গণ অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্ণ হলেও হিন্দুদের ওপর বাংলাদেশে আক্রমণের ঘটনায় ছেদ পড়েনি। প্রাণ বাঁচাতেই পালিয়ে তিনি ভারতে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে বর্ডার গার্ড অফ বাংলাদেশের নজর এড়াতে সক্ষম হন ভুটানের লরির নীচে আত্মগোপন করা জীবন। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে ফুলবাড়ি সীমান্তে থাকা বিএসএফের দৃষ্টির বাইরে নিজেকে রাখতে সফল হননি। ভুটানের লরিটিতে তল্লাশি চালানোর সময় ওই বাংলাদেশি নাগরিক বিএসএফের নজরে পড়ে যান। কিন্তু এরপরেই ওই তরুণকে পাশাপাশি ভুটানের লরিটির চালককে আটক করে বিএসএফ। এমন অনুপ্রবেশের ঘটনার খবর পেয়ে বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা ফুলবাড়ি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে উপস্থিত হন। ওই তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাঁরা। বিএসএফ আধিকারিকদের কাছেও বাংলাদেশের মৌলবাদীদের আক্রমণের বিষয়টি তুলে ধরেন জীবন।

বিএসএফ জানতে পেরেছে, ভারতে নিয়ে আসার জন্য ভুটানের লরির চালককে হাতে কিছু টাকাও দিয়েছিলেন ওই তরুণ। ভুটানের লরিটি নিয়মিত বোল্ডার নিয়ে ফুলবাড়ি স্থলবন্দর হয়ে বাংলাদেশে যেত। সেখানে কাজের সূত্রে ভুটানের ট্রাকচালকের সঙ্গে জীবনের পরিচয় ঘটে। অভিযোগ, ট্রাকচালকের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই জীবন লরির নীচে ঝুলে সীমান্ত পেরোনোর ছক কষেছিলেন। কিন্তু বিএসএফের জওয়ানরা অন্যদিনের মতো এদিন লরিটির নীচে তল্লাশি চালাতে আয়না ধরতেই জীবনের ছবি দেখতে পান। দীর্ঘ জেরার পর জীবন ও ভুটানের ট্রাকচালককে নিউ জলপাইগুড়ি থানার হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে দুজনকে।

ভুটানের এই লরির নীচে এভাবেই ভারতে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন জীবন রায়।

বিরোধে না জড়িয়ে কাজ হাসিল শুভেন্দুর

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ অগাস্ট : বিরোধী বিধায়করা আক্রান্ত হলেও পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় কোচবিহারে এসেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি প্রমাণ করে গেলেন বিজেপিরা আক্রান্ত হচ্ছে। হামলার মুখে পড়েও প্রতিবাদের পথে না গিয়ে ভরপুর রাজনৈতিক ফায়দা তুলে নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

কথা ছিল, রাজ্যের ৬৫ জন বিরোধী বিধায়কের সঙ্গে আনবেন। জেলার ছয় বিজেপি বিধায়ক এবং শুভেন্দুকে বাদ দিলে ভিনজেলা থেকে কর্মসূচিতে এসেছিলেন মাত্র তিনজন বিজেপি বিধায়ক। তাঁরা হলেন, শিলিগুড়ির শংকর ঘোষ, কালচিনির বিশাল লামা ও আরামবাগের মধুসুদন বাগ। মাত্র ১০ জন বিধায়ককে নিয়েই কাজ হাসিল করে গেলেন শুভেন্দু।

তাঁর কোচবিহার সফরে আগে থেকে কোনও দলীয় কর্মসূচি নির্ধারিত ছিল না। ফলে এই সফরে সাংগঠনিকভাবে বিজেপি কতটা লাভবান হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল দলের অন্দরেই। কিন্তু মঙ্গলবার শুভেন্দুর কনভয়ে হামলার ঘটনায় ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে কোচবিহার জেলা বিজেপি।

কোচবিহারে বিরোধীরা যে তৃণমূলের হাতে আক্রমণের শিকার হচ্ছে, তা গোটা রাজ্যের কাছে তুলে ধরলেন বিরোধী দলনেতা। গোটা দিন তিনি থাকলেন লাইমলাইটে। হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে কোচবিহারে এসে বিরোধী দলনেতা আক্রমণের মুখে পড়ায় কার্যত ব্যাকফুটে চলে গেল তৃণমূল। চাপে পড়েছে পুলিশও। কারণ, পার্টি অফিসে বৈঠক করে ফিরে যাওয়ার সময় শুভেন্দু সঙ্গে থাকা বিধায়ক ও নেতাদের বলেন, 'কেউ পুলিশের পাইলট নেবেন না। আমার পুলিশের নিরাপত্তার দরকার নেই। আমার নিজের নিরাপত্তারক্ষীই থাকবে।'

শুভেন্দুর বিরোধিতায় জেলাজুড়ে ১৯টি সভার আয়োজন করেছিল ঘাসফুল শিবির। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দুকে যে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল, তা স্পষ্ট হয়েছে। এর আগে একাধিক জায়গায় 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে বা বিক্ষোভের মুখে পড়ে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়েছেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক মহলের মতে, খাগড়াবাড়ির ঘটনায় অত্যন্ত কৌশলী মনোভাব নিয়েছেন তিনি।

সংকটে চা শিল্প

উত্তরে চায়ের সুবাস যেন ক্রমশ ফিকে হচ্ছে।
অন্তত সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কোন পথে যে চলি! চুনাভাটির কাছে রাস্তা পার করছে টয়ট্রেন। সূত্রধরের তোলা ছবি।

মার খাচ্ছে দেশীয় চা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ অগাস্ট : ভারতীয় চায়ের রপ্তানি কমলেও বিদেশি চায়ের আমদানি বাড়ছে ভারতে। অ্যাডভান্স অথরাইজেশন স্কিমে আমদানির ওপর কোনও শুল্ক না থাকাতেই এমন ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন চা শিল্পপতিরা। তাঁদের বক্তব্য, আমদানির কারণে জোগান বেড়ে যাওয়ায় দাম কমে যাচ্ছে। মার খাচ্ছে দেশীয় চায়ের বাজার। বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে এমনই বক্তব্য সামনে রেখে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (টাই) আমদানি নীতির পুনর্মূল্যায়নের দাবি তুলল। চলতি বছর কেন্দ্রীয় শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রকের আওতাধীন ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি)-এর কাছে সংস্থার পক্ষ থেকে চিঠিও দেওয়া হয়েছিল। বিনা শুল্কের আমদানি উত্তরবঙ্গ তথা ভারতের চা শিল্পে কেমন প্রভাব ফেলছে, তা মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছে টাই।

টাইয়ের সভাপতি সন্দীপ সিংহানিয়া বলেন, 'চাহিদা-জোগানের ভারসাম্য বজায় রাখতে আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ এখন সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করছি ডিজিএফটি সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে সদর্থক পদক্ষেপ করবে।'

টাই যে তথ্য সামনে এনেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে চা আমদানি হয়েছে যথাক্রমে ১৫.৮৫, ২৩.৭৯, ২৬.৫১, ২৯.৮৪ ও ২৩.৬৫ মিলিয়ন কিলো। অর্থাৎ প্রত্যেক বছরই আমদানির পরিমাণ বেড়েছে। কেনিয়া থেকে সস্তার চায়ের আমদানি বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২৪ সালে আফ্রিকান ওই দেশটি থেকে আমদানি ছিল ১৭.১৩ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। যা ২০২৩-এর তুলনায় একধাক্কায় ২২৬ শতাংশ বেশি। চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত কেনিয়া থেকে আমদানির পরিমাণ ৩.৯ মিলিয়ন কিলো। ২০২৪ সালের ওই সময়ের তুলনায় ১১৭ শতাংশ বেশি। বছর ঘুরলে কেনিয়া থেকে কার্যত রেকর্ড পরিমাণ আমদানি হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। টাইয়ের বক্তব্য, জোগান কমানোর জন্য টি বোর্ডের তরফে গত বছর মরশুমের উৎপাদনের শেষ দিন কিছুটা এগিয়ে ৩০ নভেম্বর করা হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল এতে দাম কিছুটা বাড়বে। কিন্তু তা হয়নি। আমদানি বেড়ে যাওয়ায় দাম কমতে থাকে। গড়ে কিলোপ্রতি চায়ের দাম ৬০ টাকা করে কমে যায় গত বছর।

বাজারে কেনিয়া

কেনিয়া থেকে আমদানি বেড়েছে সস্তার চায়ের

আমদানি বেড়ে যাওয়ায় কমেছে দেশীয় চায়ের দাম

গতবছর কেজি প্রতি গড়ে দাম নেমেছে ৬০ টাকা

টাইয়ের আশঙ্কা, বিনা শুল্কের চায়ের আমদানি বাড়িয়ে তা দেশীয় চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে রপ্তানি হতে পারে। এতে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চা শিল্পের সুনাম নষ্ট হবে। স্থানীয় উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। টাইয়ের দাবি, অ্যাডভান্স অথরাইজেশন স্কিম ও স্পেশাল ইকনমি জোনের আওতায় শুল্ক ছাড়া আমদানির যে সুবিধা রয়েছে, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কান মডেলে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করা হোক। এছাড়া প্রয়োজন রয়েছে দেশের খাদ্য সুরক্ষার নিয়ামক সংস্থা ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি (এফএসএসএআই)-র মানদণ্ড মেনে আমদানি, রপ্তানি অথবা উৎপাদন হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা।

জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে ফের বন্ধ নিলাম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বিল জটিলতায় কার্যত বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র। পুনরায় চালুর পর মাত্র ৪টি নিলাম হয়েছে কেন্দ্রটিতে। কিন্তু নিলামে চা কিনে টাকা জমা করেও বিল না মেলায় চা কিনতে আসছেন না বড় ক্রেতারা। ফলে ২৮ জুলাই ও ৪ অগাস্ট নির্ধারিত নিলাম হয় কেন্দ্রটিতে। জটিলতা কাটিয়ে কবে সেটি চালু হবে, তা-ও অনিশ্চিত।

সূত্রের খবর, বিলিং ব্যবস্থার সরলীকরণ চেয়ে আবেদন জানানো হয়েছে টি বোর্ডের কাছে। কিন্তু সেখান থেকে সদর্থক সাড়া মেলেনি। চা নিলামকেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সীগুপ্ত বলছেন, 'চা নিলাম চালুর জন্য চেষ্টার খামতি রাখছি না।'

প্রায় এক দশক বন্ধ থাকার পর গত মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র পুনরায় চালু হয়। জুন থেকে জুলাইয়ের চতুর্থ সপ্তাহ পর্যন্ত ভালোই চলছিল নিলাম। ২৯ নম্বর সেলে শেষবার চা নিলাম হয়েছিল ২১ জুলাই। কিন্তু পরের দুটি সোমবার ২৮ জুলাই এবং ৪ অগাস্ট চা না আসায় বন্ধ হয়ে যায় নিলাম প্রক্রিয়া।

এই চা নিলামকেন্দ্রে ৯৫ শতাংশ চা আসত বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে। বটলিফের থেকে চা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাদের সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং টি অকশন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানুটি বলছেন, 'আমাদের বটলিফ ফ্যাক্টরি চা পাঠাচ্ছিল। অনেক দৌড়ঝাঁপ করে নিলামকেন্দ্র চালু করেছিলাম। কিন্তু চা নিলামে কিনে অনলাইনে পেমেন্ট করার পর বিলের ইনভয়েস আসতে অনেক দেরি হচ্ছিল। ফলে যাঁরা বড় ব্রোকার তাঁরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।'

বিষয়টি টি বোর্ডকে জানানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় বলছেন, 'আমিও শুনেছি নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ। টি বোর্ডের সঙ্গে কথা বলব।' টি বোর্ডের রাজ্যের সহকারী অধিকর্তা সমরেশ মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

'ধর্ষণে' গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ৫ অগাস্ট : কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত অমৃত কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই নাবালিকা রবিবার কিশনগঞ্জ মহিলা থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল।

অভিযোগ, শনিবার রাতে বাড়ির পাশের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের একটি ঘরে জোর করে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করেন ওই তরুণ। সোমবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার সদর হাসপাতালে ধৃত তরুণ ও নাবালিকার মেডিকেল চেকআপ করানো হয়। ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

হড়পায় মৃত ৪

প্রথম পাতার পর

উত্তরকাশীর পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামীর সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

পরে এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানাই। প্রার্থনা করি, যাতে সমস্ত দুর্গত সুস্থ ও নিরাপদ থাকেন। রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ চলছে। মানুষের সাহায্যে কোনওরকম ত্রুটি রাখা হচ্ছে না।' উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী বলেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হচ্ছে।' তাঁকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ইতিমধ্যে ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের (আইটিবিপি) ১৬ জনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে উদ্ধারের কাজে হাত লাগাতে। আরও একটি দলকেও পাঠানো হয়েছে। এনডিআরএফের চারটি দল রওনা দিয়েছে।

ধসল সেবক-রংপো প্রকল্পের গার্ডওয়াল

প্রথম পাতার পর

সম্পদহানির পাশাপাশি প্রাণহানিও হয়। সেই সময় থেকেই পলি জমে তিস্তার নাব্যতা কমে গিয়েছে। একাধিক জায়গায় নদীর গতিপথও পরিবর্তন হয়েছে। বিপর্যয়ের পর থেকেই প্রতি বর্ষায় ফুঁসছে তিস্তা। দিনকয়েক আগে তিস্তার জল জাতীয় সড়কেও উঠে আসতে দেখা গিয়েছে, যা মোটেই ভালো লক্ষণ নয় বলেই মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন স্যাপের তরফে কৌস্তভ চৌধুরী বলছেন, 'আমাদের এই অঞ্চলটায় ভাঙা-গড়ার খেলা চলে। তাই এত ঘনঘন ধস নামে। তিস্তায় এত ড্যাম তৈরি হয়েছে। কিন্তু নদীটির সংস্কার নেই। প্রশাসনের তিস্তা সংস্কারে নজর দেওয়া উচিত। নয়তো আরও বড় ধরনের বিপর্যয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

সিকিম থেকে সেবক পর্যন্ত তিস্তার ওপর ১৫টিরও বেশি ড্যাম রয়েছে। যে কারণে একাধিক জায়গায় নদীর গতিপথ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। খরস্রোতা নদীর গতি বাধা পাওয়ায় প্রকৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে মত সুবীর সহ বাকিদেরও। অন্যদিকে, গত তিন বছরে সিকিমে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তাই সিকিমেও ধস বাড়ছে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন।

সেবক-রংপো প্রকল্পের যে জায়গায় ধসটি নেমেছে, সেই তিস্তাবাজারের কাছে ক'দিন ধরেই ছোটখাটো ভূমিধস হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের যুক্তি, একদিকে টানা বৃষ্টি অন্যদিকে, তিস্তার জল ক্রমাগত দু'পাশে ধাক্কা মারতে থাকায় মাটি নরম হয়ে যাচ্ছে। আগামীতে হয়তো তিস্তাবাজারের অস্তিত্বই থাকবে না বলে তাঁদের আশঙ্কা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায়, 'আমাদের এখানকার পাহাড় ভঙ্গুর প্রকৃতির। তার ওপর তিস্তায় একের পর এক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র হয়েছে। রেলপ্রকল্প হচ্ছে। এত অত্যাচার আর সইতে পারছে না তিস্তা। ফলে অল্প বৃষ্টিতেই দু'কূল ছাপিয়ে জল রাস্তায় উঠে আসছে। তাই উন্নয়নের নামে যত প্রকল্প হয়েছে সেগুলি নিয়ে এখনই ভাবার সময় এসেছে। নয়তো বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার পেল পিবিইউ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৫ অগাস্ট : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিবিইউ) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার হিসেবে ইতিহাস বিভাগের প্রধান মাধবচন্দ্র অধিকারী দায়িত্ব পেলেন। নিজের বিভাগের কাজ সামলাবার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা দপ্তর তাঁকে পিবিইউ-এর রেজিস্ট্রারের বাড়তি দায়িত্ব পালনের কথা জানিয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে এই বিজ্ঞপ্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছায়। স্থায়ী রেজিস্ট্রারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হতে না হতেই নতুন রেজিস্ট্রার পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহল খুব খুশি। মাধব বলেন, 'উচ্চশিক্ষা দপ্তর চলতি মাসের ১ তারিখ থেকেই আমাকে রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে আমি চিঠি হাতে পেয়েছি। নতুন উপাচার্য কাজে যোগ দিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ শেষ করা, কর্মসমিতির বৈঠকের বিষয়ে আমি জোর দেব।'

গত ৩১ অগাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপর রেজিস্ট্রারের পদ ফাঁকা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে চলবে সে বিষয়ে উদ্বেগ বাড়ছিল। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপককে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়ায় কাজকর্মে গতি ফিরবে বলে অনেকেই মনে করছেন। ওয়েবকুপার জেলা সভাপতি সাবলু বর্মন বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে উচ্চশিক্ষা দপ্তর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার নিয়োগ করায় আমরা খুশি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে গতি বাড়বে।'

পালটা মার

প্রথম পাতার পর

'বর্তমানে বাঙালিরা বাইরে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। আমরাও কিন্তু কলেজপাড়ার ঘটনার মাধ্যমে একই ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এসব ঘটনায় যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা পাহাড়-সমতলে শান্তি-ঐক্যের পক্ষে।'

কলেজ পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ঘটনার নিন্দা করেছেন জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়ে ঘটনায় প্রয়োজনীয় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিন ঘটনাস্থলে বিজেপির মহিলা মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রতিমা যোশিকেও দেখা যায়। পুলিশের কাছে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'জাতির প্রসঙ্গ ওঠায় প্রতিবাদ করতে এসেছি।'

এদিকে, ঘটনার পরপর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার পরেও কেন ওই মহিলাদের ওপর চড়াও হয়ে তাঁদের একজনকে রক্তাক্ত করা হল, যাঁরা আইন নিজের হাতে তুলে নিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি কোনও পদক্ষেপ করা হবে না কেন? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুরো বিষয়টাই এড়িয়েই গিয়েছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতারা। রাবগে রাইয়ের দাবি, 'সোশ্যাল মিডিয়াতেই আমরা যাবতীয় ঘটনা দেখেছি। সেখানে কোনও মহিলার নাকে রক্ত দেখিনি। তাই এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'ওই দুই মহিলার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।'

অভিযোগকারী কলেজ ছাত্রীদের মধ্যে এলিনা রাই বলেন, 'আমি ও আমার বোন কয়েকদিন হল এখানে ভাড়ায় থাকতে শুরু করেছি। মাসখানেক আগে থেকে আরও তিনজন এসেছে। সোমবার দুপুরে হঠাৎ করেই ওপর থেকে ওই দুই মহিলা এসে জানলায় হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে। এরপর আমাদের আপত্তিকর বেশ কিছু কথা বলে।'

ঝামেলার খবর শুনে কলেজ ছাত্রীদের ভাড়ায় দেওয়া ঘরের মালিক আইনজীবী পঙ্কজ ঠাকুরও আসেন। তাঁর সঙ্গেও ওই মহিলাদের তীব্র বচসা হয় বলে অভিযোগ। এরপর কলেজ ছাত্রীরা শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে ওই দুই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে, ডুয়ার্স, পাহাড় থেকে তরুণ, তরুণীরা ওই বাড়ির সামনে ভিড় করায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। ডুয়ার্স থেকে আসা সুরজ দার্নাল বলেন, 'কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ এসে আমাদের সমঝোতার জন্য ওই মহিলাদের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানেই বচসা শুরু হয়।' যদিও পুলিশ আসার আগেই কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ কেন বহিরাগতদের ওই ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মিলির অবশ্য দাবি, 'আমি ও শোভাই প্রথমে ওই মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে ঢুকেছিলাম। তখন ধাক্কা মেরে বাকিরা ঢুকে পড়ে।' এদিকে, ওই দুই মহিলার বিরুদ্ধে এর আগেও এলাকায় একাধিক ঝামেলা পাকানোর অভিযোগ উঠেছে।

মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বিষয়টা নিয়ে অহেতুক নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। যেটা না হওয়াই ভালো। ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা সোমবার রাতেও ওদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আজ উত্তেজনা বাড়তে থাকার খবর পেয়ে শোভা সুব্বা ও মিলিকে পাঠিয়েছিলাম। এরকমটা না হলেই ভালো হত।'

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, কনভয়ে হামলার ঘটনায় রঞ্জিত দে নামে রসেরকুঠির এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আরও দুজনকে আটক করেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি বিধায়করা আক্রান্ত হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগে আদালতের অনুমতি নিয়ে এদিন পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন শুভেন্দু। তাঁর কোচবিহার সফরের দিনই পূর্বঘোষিত অনুযায়ী জেলার ১৯টি জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে তৃণমূল। শিলিগুড়ি থেকে সড়কপথে ঘোকসাডাঙ্গা, পুণ্ডিবাড়ি, খাগড়াবাড়ি হয়ে কোচবিহার শহরের ব্যাংচাতরা রোডে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে পৌঁছান শুভেন্দু। সেখান থেকে যান পুলিশ সুপারের দপ্তরে। কিন্তু কোচবিহার শহরে প্রবেশের আগে ঘোকসাডাঙ্গা ও খাগড়াবাড়িতে তাঁকে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। প্রথমে ঘোকসাডাঙ্গায় তাঁর কনভয় ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। তবে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু খাগড়াবাড়িতে উত্তেজনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সকাল থেকেই খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছিল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, মন্ত্রী উদয়ন গুহর উপস্থিতিতে কর্মসূচি চলছিল। সেই জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় হামলা হয় শুভেন্দুর কনভয়ে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বিজেপির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে বলেছেন, 'খাগড়াবাড়িতে আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলছিল। শুভেন্দু সেখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। গাড়ি থেকে লাঠিসোঁটা বের করে আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণের চেষ্টা করা হয়। ফলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি এরকমটা দাবি করলেও প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, শুভেন্দুর গাড়িতেই ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি একটি ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে কনভয়ের উপর হামলা করা হচ্ছে। সেখানে কোচবিহার-২ ব্লকের একাধিক দলীয় নেতাকেও দেখা গিয়েছে। এদিন যে তৃণমূলের তরফে হামলা করা হতে পারে, তা আগেই আশঙ্কা করেছিল বিজেপি। শুভেন্দু বলেছেন, 'শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া করা গাড়িতেই কোচবিহারে আসছিলাম। ফালাকাটা পেরোনোর পর নিশীথ বলল হামলার আশঙ্কা আছে, আপনি আমার বুলেটপ্রুফ গাড়িতে কোচবিহারে চলুন। মাঝরাস্তায় গাড়ি পালটিয়ে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে চড়ি। সাধারণ গাড়িতে থাকলে মরেই যেতাম। আমার উপর রোহিঙ্গারা আক্রমণ করেছে।'

শুভেন্দুর এই বক্তব্যের পরই তৃণমূলের তরফে পালটা প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। কোচবিহারবাসীকে রোহিঙ্গা বলে অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে তৃণমূল। কোচবিহারে কর্মসূচি সেরে ফেরার সময় পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। ফেরার পথে খাগড়াবাড়ি মোড়ে গাড়ি দাঁড় করান তিনি। সেখানে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ডিএসপি পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিককে তিনি বলেন, 'যখন পাথর মারছিল তখন কোথায় ছিলেন আপনারা? মোল্লাদের আদর করছিলেন।' তারপর সেখান থেকে চলে যান তিনি।

পূর্ব নির্ধারিত দলীয় কোনও কর্মসূচি না থাকলেও এদিন দলের জেলা কার্যালয়ে বহু নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়ে বৈঠক করেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি বলেন, 'এনআরসি নিয়ে কেউ আতঙ্কিত হবেন না। হিন্দু, রাজবংশীদের কোনও ভয় নেই। আমি গ্যারান্টার। যদি কোনও সমস্যা হয়, প্রয়োজনে আমি পদত্যাগ করব।'

শুভেন্দুর উপর হামলা হতেই রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামেন বিজেপি কর্মীরা। সব মিলিয়ে সারাদিন রাজনৈতিক উত্তেজনায় সরগরম থাকল কোচবিহার।

রঙিন জীবন টানে ওঁদের

প্রথম পাতার পর

ভিনরাজ্যে যাওয়া আশপাশের কারও ঝকঝকে ছবি, ভিডিও স্টোরি সমাজমাধ্যমে দেখে একটা গণহুজুগ তৈরি হচ্ছে। আর এই সূত্রেই যে কোনও উপায়ে বড় শহরে কাজে যাওয়ার হিড়িক লাগামহীন গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।' মহানগরগুলিতে বাবুদের বাড়িতে কাজ করে মাসে কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা জোটে। কারও বরাতে জোটে আরও বেশি। আর আরব দেশগুলিতে যাওয়ার সুযোগ পেলে তো সোনায় সোহাগা। বাড়ি ফেরার পর অনেকেরই জীবনযাত্রার মান পালটে যাচ্ছে। যেমন গ্যারগান্ডার সুসুলা সারকি দিল্লিতে রয়েছেন। অরবিনা লামা, সীমা শর্মারা কুয়েতে পাড়ি দিয়েছেন। অথচ তাঁরা সবাই এই চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিক।

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন স্টেশন থেকে যে জনা ৫০ তরুণী ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার মুখে পুলিশের হাতে পড়ে বাগানের শ্রমিক মহল্লায় ফিরেছেন তাঁদের কারও বয়স ৩০ ছোঁয়নি। এই তালিকায় সদ্য আঠারো পেরোনো উচ্চমাধ্যমিক পাশ তরুণী যেমন আছে তেমনই কলেজ পড়ুয়ারা রয়েছেন। কেউ আবার স্বামী সংসার ছেড়ে কাজের নামে ভিনরাজ্যে পাড়ি জমাতে মরিয়া। এই দফায় ভিনরাজ্যে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হলেও এঁদের কেউই যে বেশিদিন বাগানে বসে থাকবেন না তা বানারহাট, নাগরাকাটা, মালবাজার, মেটেলি থানা এলাকায় ছড়িয়ে থাকা তরুণীদের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট বোঝা যায়। মেটেলি ব্লকের এক চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় দাঁড়িয়ে অনেক কাকুতিমিনতির পর মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এক তরুণী বললেন, 'আমি ও আমার বৌদি দুজনেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে চেন্নাইয়ে যাচ্ছিলাম। এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে সেখানে ১১ হাজার টাকা মাসিক বেতন পাওয়া যেত। আমরা মূর্খ বা অজ্ঞ নই যে হুট করে কেউ আমাদের পাচার করে দেবে।' এই তরুণীরাই জানাচ্ছেন, ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে অনেকে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠান এবং বছরে এক-দু'বার বাড়িতেও ফেরেন। ভালো রোজগারের কারণেই এই তরুণীরা বাগান ছাড়ছেন বলে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের লঙ্কাপাড়া এলাকার সদস্য বিশাল গুরুং, গ্যারগান্ডার বাসিন্দা তথা বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ খোরা জানিয়েছেন।

তবে আলোর সঙ্গে আঁধারের অস্তিত্বও দুশ্চিন্তার। গত দু'মাসে দিল্লি সহ ভিনরাজ্য থেকে দুই তরুণীকে উদ্ধার করে বাড়ি ফেরানো একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কোঅর্ডিনেটর নির্মলা কার্জি বলেন, 'চা বলয়ের তরুণীদের সঙ্গে অহরহ প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। সেই সবের সিংহভাগও হয়তো জানাজানি হয় না।' ২০১৫ সাল থেকে ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া চা বাগান বন্ধ। ওই বাগানের এক শ্রমিকের ছেলে এবং তাঁর স্ত্রী এবছরই কাশ্মীরে মোটা মাইনের চাকরির লোভ দেখানো এক এজেন্সির ফাঁদে পা দেন। ওই তরুণের শ্বশুরবাড়ি সিকিমে। তিনি শ্যালিকাকেও কাশ্মীর নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনজনেই বিপদে পড়েন। দুটি বাড়িতে ওই তিনজনকে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল।

মায়ের প্রার্থনা, প্রয়াত বাবার স্বপ্নপূরণই শক্তি

পঞ্চম টেস্টের ম্যাচের সেরার পদক গলায় মহম্মদ সিরাজ।

হায়দরাবাদ, ৫ অগাস্ট : বাবার কথা মনে কর।

ভাব বাবা তোর থেকে কী চাইত। আর সেটা মাথায় রেখে মাঝ ব্যাট দিয়ে শুধু বল আটকে যা। আর কিছু করতে হবে না। লর্ডস টেস্টের শেষ দিনে রবীন্দ্র জাদেজা ঠিক এই কথাই বলেছিলেন শেষ ব্যাটার হিসেবে নামা মহম্মদ সিরাজকে। জাদেজা জানতেন সিরাজের কাছে বাবার স্থান কোথায়। অনুপ্রেরণা হিসেবে সেটাই মনে করিয়ে দেন।

ক্রিজে ঘণ্টাখানেকের ওপর কাটিয়েও দিয়েছিলেন সিরাজ। গোটা তিরিশেক বল খেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ওভালে কিন্তু প্রয়াত বাবাকে হতাশ করেননি। খুশিটা তাই হয়তো কয়েকগুণ বেশি। আক্ষেপ শুধু একটাই বাবা যদি তাঁর সাফল্য দেখে যেতে পারতেন। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অভিষেক সফরের মাঝেই বাবার মৃত্যু। কয়েকদিন পর টেস্ট অভিষেক।

বুকের মধ্যে জমে থাকা যন্ত্রণা বাইশ গজে আগুন হয়ে বেরিয়ে এসেছিল। প্রতিটি সফর, বড় কোনও কাজের আগে বাবার কবরের সামনে যান। বাবার থেকে আশীর্বাদ নেন। মাকে বলেন, তাঁর জন্য সবসময় প্রার্থনা করতে। পরিশ্রম, ক্রিকেটীয় দক্ষতার পাশে যা সিরাজের সবচেয়ে বড় শক্তি। বিশ্বাস করেন, মা প্রার্থনা করলেই নাকি সুফল মিলবেই!

জুন মাসে ইংল্যান্ড সফরে ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নেওয়ার পর মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ওর জন্য যেন প্রার্থনা করে। যেন ভালো খেলে ভারতকে জেতাতে পারি। ছেলের সাফল্যের খুশির দিনে মা শাবানা বেগম বলেছেন, 'বাবাকে খুব ভালোবাসত। বাবার সবকিছুও ছিল ওকে ঘিরে। সিরাজের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার আশীর্বাদ তো সবসময় ওর সঙ্গে রয়েইছে। প্রার্থনা করি, আল্লা যেন ওকে দুই হাত ভরে সাফল্য দেয়।'

ছেলে মাঠে মানে মা টিভির সামনে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির প্রতিটি ম্যাচ দেখেছেন। তারসঙ্গে প্রতিদিন ধর্মীয় রীতি মেনে পাঁচবেলা প্রার্থনা। দাদা ইসমাইল বলেছেন, 'ভাইয়ের জন্য সবসময় প্রার্থনা করেন আম্মি। মায়ের প্রার্থনায় আলাদা শক্তি। প্রতিদিন নিয়ম করে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য মাকে ভিডিও কল করত সিরাজ। কখনও মিস করেনি। মা শুধু ওকে বলত, আরও উন্নতি কর। নাম উজ্জ্বল কর।'

আসলে ঠিক এটাই অটোচালক বাবা চাইতেন ছেলের থেকে। ইসমাইল বলেছেন, 'বাবা একটা কথা সিরাজকে বারবার বলত, একদিন তোকে অনেক নাম করতে হবে। ভারতের হয়ে খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় যখন বাবা মারা যায়, ভেঙে পড়েছিল সিরাজ। কিন্তু মা বলেছিল, যা হয়ে গিয়েছে, তা নিয়ে ভেবো না। খেলায় মন দাও।'

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে দুই দলের পেসাররা ওয়ার্কলোড নিয়ে সমস্যায় ভুগেছে। চোটআঘাতের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে। সিরাজ ১৮৫.৩ ওভার বল করেছেন। পকেটে সিরিজের সর্বাধিক ২৩ উইকেট। সবকিছু ছাপিয়ে জেতা দুটি টেস্টে ম্যাজিক স্পেল। আর এই টানা বোলিংয়ের নেপথ্যে ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম। খাদ্যতালিকায় কঠোর অনুশাসন। বাড়িতে থাকলে মাঝেমধ্যে বিরিয়ানি। তাও ঘরের হতে হবে। ফাস্ট ফুডে একেবারে না।

সিরাজের ফিটনেসের নেপথ্যে বিরাটও

পুরোনো ছবিতে বাবা-মা-দাদার সঙ্গে মহম্মদ সিরাজ।

> বাবাকে খুব ভালোবাসত। বাবার সবকিছুও ছিল ওকে ঘিরে। সিরাজের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার আশীর্বাদ তো সবসময় ওর সঙ্গে রয়েইছে। প্রার্থনা করি, আল্লা যেন ওকে দুই হাত ভরে সাফল্য দেয়।
>
> **শাবানা বেগম**
> (মহম্মদ সিরাজের মা)

সিরাজের যে ফিটনেসে বিরাট কোহলির বড় অবদান। দাদা ইসমাইলের কথায়, 'ফিটনেসকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। আর যার নেপথ্যে বিরাট কোহলি। ফিটনেসের ব্যাপারে বিরাটই ওর অনুপ্রেরণা। আগ্রাসন হোক বা সাফল্যের খিদে, সবটাই বিরাটের থেকে পাওয়া। ২০১৮ সালের আইপিএলে যখন চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়, তখন বড় ভাইয়ের মতো পাশে ছিল বিরাটই। যা বদলে দেয় সিরাজকে।'

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও সিরাজের অন্যতম অনুপ্রেরণা। নিজের ঘরে সিআরসেভেনের বিশাল পোস্টার লাগিয়ে রেখেছেন। বাড়িতেই মিনি থিয়েটার বানিয়েছেন মূলত রোনাল্ডোর ম্যাচ দেখার জন্য! রোনাল্ডোর ম্যাচ মিস করেন না। শুধু দেখা নয়, ভক্তের মতো রোনাল্ডোকে নিয়ে চিৎকারও জুড়ে দেয়। মিশন ইংল্যান্ডে সেই সিরাজই সমর্থকদের নয়নের মণি।

'সিরাজের মতো চরিত্র বিরল'

প্রশংসায় অশ্বীন

চেন্নাই, ৫ অগাস্ট : জসপ্রীত বুমরাহকে বরাবরই প্রশংসায় ভরিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে 'জসসি জ্যায়সা কোই নেহি'। ওভাল টেস্টের শেষ ঘণ্টায় স্বপ্নের স্পেল দেখার পর মহম্মদ সিরাজে মজেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। আসমুদ্র হিমাচলের কাছে অনুরোধ করেন, আসুন এবার 'সিরাজকে নিয়ে সেলিব্রেশন করি'।

ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীন বলেছেন, 'সিরাজের এই পারফরমেন্স নিয়ে আমি এত খুশি কেন? টি২০ বিশ্বকাপে ও জসপ্রীত বুমরাহর সাফল্য নিয়ে ও বলেছিল, জসসিভাই ম্যাজিশিয়ান। সবাই মিলে জসসিভাইকে নিয়ে সেলিব্রেশন করা উচিত। ওভালের গল্পে জসসি নেই। বদলে মিয়াঁ ভাই। ওই সিরিজ ২-২ করার মূল কারিগর। দুইটি ম্যাচ জিতেছি বুমরাহকে ছাড়া। বোলিং আক্রমণের নেতৃত্বে সিরাজ। এজবাস্টনে আকাশ দীপ দশ উইকেট নিয়েছিল। কিন্তু ওভাল টেস্ট পুরোপুরি সিরাজের নামে। অবশেষে প্রাপ্য পরিশ্রমের পুরস্কার পেল। আমাদের উচিত ওকে নিয়ে সেলিব্রেট করা।'

> ব্যর্থ হলেও কখনও মুষড়ে পড়ে না। নতুন উদ্যমে ঝাঁপায়। পাঁচটা টেস্টেই ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করে গেল! বলাটা যত সহজ, করে দেখানো ততটাই কঠিন। ওর প্রয়াস বোধহয় ক্রিকেট দেবতার চোখ এড়িয়ে যায়নি। শেষদিনে একদম পারফেক্ট বোলিং কন্ডিশন পেয়েছে। কাজে লাগিয়ে জয় এনে দিয়েছে। সিরাজ বিরল চরিত্র। সহজে পাওয়া যায় না। –রবিচন্দ্রন অশ্বীন

নিজের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার মানসিকতার কথা টেনে অশ্বীন বলেছেন, 'ব্যর্থ হলেও কখনও মুষড়ে পড়ে না। নতুন উদ্যমে ঝাঁপায়। পাঁচটা টেস্টেই ১৪০ কিলোমিটার গতিতে বল করে গেল! বলাটা যত সহজ, করে দেখানো ততটাই কঠিন। ওর প্রয়াস বোধহয় ক্রিকেট দেবতার চোখ এড়িয়ে যায়নি। শেষদিনে একদম পারফেক্ট বোলিং কন্ডিশন পেয়েছে। কাজে লাগিয়ে জয় এনে দিয়েছে। সিরাজ বিরল চরিত্র। সহজে পাওয়া যায় না।'

অশ্বীনের কথায়, ইংল্যান্ড সফরে সিরাজ গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে যেন 'আমাকে ম্যাচ উইনার হিসেবে দ্যাখো'-র অলিখিত বার্তা দিয়ে রাখল। টানা পাঁচটা টেস্টে ওয়ার্কলোড সামলে বুঝিয়ে দিল, ফিটনেস নিয়ে খাটছে। সাফল্যের জন্য যে বোলিং টেকনিক দরকার, তা-ও ভীষণভাবে আছে সিরাজের মধ্যে। দলের এক নম্বর বোলার হয়ে ওঠার সমস্ত রসদ রয়েছে সিরাজের মধ্যে।

ওয়ার্নের সঙ্গে মিল দেখছেন নাসের

ওভালে সিরাজ-কাহিনীর ঢেউ পৌঁছে গিয়েছে ওয়াঘা পাড়ের পাক ক্রিকেটমহলেও। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রশিদ লতিফ বলেছেন, 'এটাই আসল টেস্ট ক্রিকেট। ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ক্রিকেটের একটা নিজস্ব আকর্ষণ থাকে। এই সিরিজে, বিশেষত শেষ টেস্টে চাপ, প্রত্যাঘাত, ট্যাকটিকাল ফাটকার দুরন্ত মিশেল। এটাই আসল টেস্ট ক্রিকেট। সিরাজ ও প্রসিধ কৃষ্ণা চাপের মধ্যে যেভাবে বল করেছে, তা প্রশংসনীয়। ইংল্যান্ড জেতার জায়গায় ছিল। কিন্তু সিরাজ নার্ভ ধরে রেখে ম্যাচ বের করে নিল।'

শশী থারুর এদিকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন শুভমান গিল ব্রিগেডের কাছে! কয়েকদিন আগে বর্তমান দলকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। বিরাট কোহলিকে অবসর ভেঙে ফেরার অনুরোধ করেন। থারুর সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। অসাধারণ জয়। দৃঢ়তা, লড়াই, আবেগের প্রতিফলন। স্পেশাল টিম। আমি দুঃখিত, তোমাদের নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।'

নাসের হোসেন আবার সিরাজের মধ্যে শেন ওয়ার্নকে দেখছেন। বলেছেন, 'বুমরাহকে ছাড়া দুটি টেস্ট জিতেছে ভারত। আর সেই জয়ের মূল কারণ মহম্মদ সিরাজ। এমন একজন ক্রিকেটার, নিজের সবটুকু দিতে সবসময় প্রস্তুত। ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের কাছে ও 'মিস্টার অ্যাংরি'। সম্ভবত, ওর ফলো থ্রু সবচেয়ে লম্বা (একেবারে ব্যাটারদের নাকের ডগায় শেষ হয়)! কখনও ভিলেন, কখনও নায়ক। যা ওয়ার্নকে মনে করিয়ে দেয়।'

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা এখন মহম্মদ সিরাজকে মিস্টার অ্যাংরি বলে ডাকছেন।

বুমেরাং বাজবল, বিতর্কের ঝড় ইংল্যান্ডে

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : গত বছর ভারত সফরে অশনিসংকেত দেখেছিলেন অনেকে।

ভারতীয় দলের একবল্গা দাপটে বেলাইন হয়েছিল ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, বেন স্টোকসের সাধের বাজবল। জিওফ্রে বয়কটের মতো 'ওল্ড ক্রিকেট স্কুল'-এ বিশ্বাসী অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটের নয়া স্ট্র্যাটেজি নিয়ে। সেই প্রশ্নটাই এবার বড় আকার নিয়েছে। অনভিজ্ঞ ভারতীয়র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ ২-২ করার পর বিতর্কের ঝড় ইংল্যান্ড ক্রিকেট মহলে।

টেস্টে বাজবল কতটা কার্যকর, তা নিয়ে সরব হয়েছেন প্রাক্তনরা। আগ্রাসী ক্রিকেটের যুক্তি মেনে নিয়েও পালটা দাবি, পরিস্থিতি অনুযায়ী অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রয়োজন। আর ঠিক এই জায়গাতেই ভুল করছে ম্যাককুলামের দল। ফলস্বরূপ, ইতিমধ্যে তিনটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্ত হয়ে গেলেও একটারও ফাইনালে দেখা যায়নি ইংল্যান্ডকে।

শুভমান গিলের ভারতীয় দল কার্যত সেই বাজবলের অন্ধকার দিকটাই সবার সামনে ফের এনে দিল। দ্য টেলিগ্রাফে মাইকেল ভন তুলোধোনা করে লিখেছেন, 'জয়ের লক্ষ্য থেকে ৭০-৭৫ রান দূরে ছিল দল। হাতে সাত-সাতটি উইকেট। সহজ পরিস্থিতি। অথচ, অতিরিক্ত ঝুঁকির রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট। শেষ দিনের সকালে একেবারে ভুল পরিকল্পনা, অ্যাপ্রোচ। ভারত এভাবে হারলে আত্মসমর্পণ বলতাম। দক্ষিণ আফ্রিকা হারলে চোকার্স বলতাম। জেতা ম্যাচ ইংল্যান্ডের এভাবে হাতছাড়া করা দেখাটা যন্ত্রণাদায়ক।' দ্য মেইলে লেখা হয়েছে, বাজবলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে 'বিগ থ্রি'-র বাকি দুই দেশ ভারত, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে হবে। অন্যান্য দেশগুলির বিরুদ্ধে ১০টির মধ্যে আটটি সিরিজে জয় এসেছে বাজবল-জমানায়। কিন্তু ভারত, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ জয় নেই। সমালোচকদের মতে, বাজবলের আসল পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়া, ভারতের বিরুদ্ধে। বাজবলকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, যে সাফল্য জরুরি।

নভেম্বরে যে চ্যালেঞ্জ নিতে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ ম্যাচের অ্যাসেজ সিরিজ খেলতে পাড়ি জমাচ্ছে ইংল্যান্ড। ফের মুখ থুবড়ে পড়লে অস্তিত্ব টিকিটে রাখাই কঠিন হবে বাজবলের। ইতিমধ্যে অস্ট্রেলিয়া হুংকার ছাড়তে শুরু করেছে। অনভিজ্ঞ, তরুণ ভারতীয় দল যেভাবে ইংল্যান্ডকে তাদেরই ঘরের মাঠে চুপসে দিয়েছে, তা নিয়ে প্রশংসায় অজি মিডিয়া, ক্রিকেট মহল।

অ্যাসেজের আগে ভারত সিরিজকে শিখণ্ডি করে কার্যত যুদ্ধের পারদ চড়িয়ে দিয়েছে ব্যাগি গ্রিন শিবির। স্টিভেন স্মিথরা বলেও দিয়েছেন, ঘরের মাঠে পাটা পিচ বানিয়েছে স্টোকসরা। অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু প্রাণবন্ত পিচে পরীক্ষা নেওয়া হবে বাজবলের। স্টোকসও ভালোভাবে জানেন, বাজবলকে বাঁচিয়ে রাখতে সাফল্য জরুরি। ভারত সিরিজ শেষে চোখ তাই মিশন অস্ট্রেলিয়া।

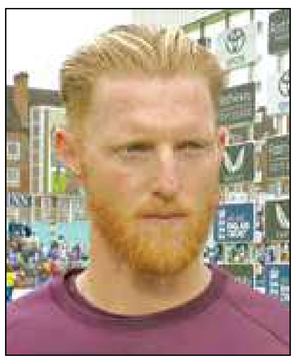

বেন স্টোকসের চোখ এখন নভেম্বরের অ্যাসেজে।

সিরিজ জয় হাতছাড়া হলেও দলের পারফরমেন্সে খুশি ইংল্যান্ড অধিনায়ক। স্টোকস বলেছেন, 'গোটা সিরিজে দল যেভাবে খেলেছে, নিজেদের মেলে ধরেছে, তাতে আমি খুশি। এবার তাকিয়ে রয়েছি অস্ট্রেলিয়া সফরের দিকে। লক্ষ্য পরিষ্কার। আর সেই লক্ষ্যপূরণে সবকিছু করব আমরা।'

অনুশীলনে যোগ জেমি-কামিন্সের

কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে দল, আত্মবিশ্বাসী মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : এখনও পর্যন্ত সেভাবে কঠিন দলের মুখোমুখি হতে হয়নি। তবু মরশুমের প্রথম দুই ম্যাচের পারফরমেন্সে খুশি সমর্থক থেকে হেড কোচ, সবাই।

যে কোনও জয়ই আত্মবিশ্বাসী করে। নিশ্চিতভাবেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ৩-১ এবং বিএসএফ-কে ৪-০ গোলে হারিয়ে শুরু করা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সব ফুটবলারেরই যে মনোবল বৃদ্ধি করবে, একথা বলাই যায়। কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি খুশি, 'মরশুম সবে শুরু হল। এখনই আমরা সেরা ফুটবল খেলছি এটা বলা যাবে না। অনেক রাস্তা যাওয়া বাকি। বিদেশি ফুটবলাররা সবাই এখনও আসেনি। তবু ফুটবলাররা পুরো ম্যাচ ফিট না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে খেলেছে তাতে আমি খুশি। যাকে যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সবাই সবটা পালন করেছে ঠিকঠাকভাবে।' শেষ ম্যাচের আগে হাতে পাঁচদিন সময় পাচ্ছেন। আগামী ৯ তারিখ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিপক্ষেই আসল পরীক্ষা। তার আগে এদিনটা নিজেদের মাঠে রিকভারি সেশনে কাটাল গোটা দল। এরপর একদিনের ছুটি কাটিয়ে দুইদিন ক্লোজডোর অনুশীলন করবেন লিস্টন কোলাসোরা।

ম্যাচের পর বেশি রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছে যান জেমি ম্যাকলারেন ও এদিন ভোররাতে জেসন কামিন্স। দুইজনেই বিকেলের অনুশীলনে হাজির। তবে মজার ব্যাপার হল, জেমি প্রায় নিঃশব্দেই পা রাখলেন কলকাতায়। কারণ তাঁর আসার কোনও খবর ছিল না টিম ম্যানেজমেন্টের কাছেও। পরে জানা গিয়েছে, ফুটবলারদের ভিসার আবেদন করার পর তাঁদের নিজেদের সময়মতো টিকিট করে নিতে বলা ছিল ম্যানেজমেন্টের পক্ষে। ফলে ভিসা হাতে পেতেই আর দেরি না করে দলের সঙ্গে যোগ দিতে সমর্থকদের প্রিয় 'ম্যাকা' তড়িঘড়ি চলে এসেছেন। কামিন্সের আসার খবর ছিল বলে তাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ'খানেকেরও বেশি সমর্থক। লম্বা বিমানযাত্রায় খানিক ক্লান্ত লাগলেও সমর্থকদের সঙ্গে উল্লাসে মেতে ওঠেন তাঁদের 'জোকার।' দিমিত্রিস পেত্রাতোস আসছেন ৮ তারিখ। তিনি হয়তো খেলতে পারবেন না, কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিপক্ষে জেমি ও কামিন্স মাঠে নামলে দলের ওজন নিশ্চিতভাবেই বাড়বে।

এবারের ডুরান্ডে এই 'বি' গ্রুপে কিবু ভিকুনার দলই যে সবথেকে কঠিন প্রতিপক্ষ তা মেনে নিয়েও মোহনবাগান কোচ বলছেন, 'শেষ ম্যাচ এক গোলে জিতলেই সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে যাব। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে সেটা পারব।' সোমবারের ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তিনি বাকি দুই পরিবর্তনের সঙ্গে মনবীর সিংকে বসিয়ে কিয়ান নাসিরিকে নামান। বিরতির আগেই মনবীরকে খানিক খোঁড়াতে দেখা গেছে। কিন্তু মোলিনা বললেন, 'আমার পরিকল্পনাই ছিল যে অনিরুদ্ধ থাপা, টম অ্যালড্রেড আর মনবীর ৪৫ মিনিট করে খেলবে। মনবীরের কোনও সমস্যা নেই। বরং সুহেল আহমেদ বাটের চোট হয়ে যাওয়ায় ওকে পরিবর্তন করতে হয়েছে যা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না।' তিনি আলাদা করে প্রশংসা করেন থাংজাম রোশন সিং ও লিওয়ান কাস্তানার। 'ওরা, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করায় ডিফেন্স সংগঠিত ছিল,' বলেছেন মোলিনা। সবমিলিয়ে দল সঠিক ছন্দে ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মত বাগান হেড কোচের।

তবে এদিন অনুশীলনে আপুইয়ার বড়সড় চোট লাগা চিন্তায় রাখল গোটা শিবিরকে।

> আমার পরিকল্পনাই ছিল যে অনিরুদ্ধ, টম আর মনবীর ৪৫ মিনিট করে খেলবে। মনবীরের কোনও সমস্যা নেই। বরং সুহেলের (বাট) চোট হয়ে যাওয়ায় ওকে পরিবর্তন করতে হয়েছে যা আমার পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

প্রথমদিনের অনুশীলনে জেসন কামিন্স ও জেমি ম্যাকলারেন। মঙ্গলবার।

কেকেআরের কোচের দৌড়ে জাহির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : কোচের কী খোঁজ শুরু হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তা প্রবল হচ্ছে। আর সেই প্রবল হয়ে ওঠা কোচ কী খোঁজের দৌড়ে প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন পেসার জাহির খান। শেষ মরশুমে লখনউ সুপার জায়েন্টসের সঙ্গে ছিলেন জাহির। লখনউয়ের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল এক মরশুমের। যা ইতিমধ্যেই শেষ। ফলে জাহির আপাতত ফ্রি। সূত্রের খবর, জাহিরের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কেকেআরের শীর্ষ কর্তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে। বিকেলের দিকে মুম্বই থেকে কেকেআরের একটি সূত্র নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'জাহিরের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখনও কিছুই চূড়ান্ত নয়। দেখা যাক কী হয়।' দিন কয়েক আগে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে ছেঁটে ফেলেছে কেকেআর। দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণও লখনউয়ে যোগ দিয়েছেন দুই বছরের চুক্তিতে। এমন অবস্থায় নাইটরা নতুন হেড কোচের পাশে বোলিং কোচের সন্ধানেও রয়েছে।

জীবনকৃতি পাচ্ছেন অরূপ, শ্যামা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : সিএবি-র জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য ও শ্যামা সাউ। অরূপ বর্তমানে বাংলা সিনিয়ার দলের সহকারী কোচ। আজ রাতের দিকে সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। অরূপের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'সিএবি-র তরফে এই সম্মান পেয়ে আমি গর্বিত। ভালো লাগছে সিএবি-র বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আমার নাম বিবেচনা করেছে বলে।' মহিলাদের জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন শ্যামা। তিনিও এমন সম্মান পেয়ে গর্বিত। বর্ষসেরা ক্রিকেটার হচ্ছেন সুদীপ ঘরামি। ৩০ অগাস্ট দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যুবরাজ সিং ও হরভজন সিংদের। যদিও আজ রাত পর্যন্ত কারও তরফেই ৩০ অগাস্ট কলকাতায় হাজির হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া যায়নি।

৩০ অগাস্ট সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার প্রদান

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলা আজকের সিএবি-র অ্যাপেক্সের বৈঠক ভালোরকম সরগরম ছিল যুগ্ম সচিব দেবব্রত দাস ও কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তীকে নিয়ে। প্রথমজনকে সিএবি থেকে নেওয়া বকেয়া অর্থ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ প্রবীরের বিরুদ্ধে যেহেতু পুলিশি অভিযোগ রয়েছে, তাই আপাতত ধীরে চল নীতি নিয়েছে সিএবি অ্যাপেক্স কাউন্সিল। পাশাপাশি, গত জুন মাসে সিএবি-র লিগ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বনাম ভবানীপুর এফসি ম্যাচে হাতাহাতিতে জড়ানোর কারণে দুই দলেরই চারজন করে ক্রিকেটারকে চার ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিকে, রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ ইডেন গার্ডেন্স থেকে বেরোনোর সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ২০ সেপ্টেম্বরের এজিএমে সভাপতি পদে তিনিই মনোনয়ন দাখিল করবেন। মহারাজের এই মন্তব্যের পর আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়ল।

ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনায় সম্ভবত থাকছেন না কল্যাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : সুনীল ছেত্রীদের বেতন বন্ধ!

ভারতীয় ফুটবল গত এক বছরে কোন অতলের পথে চলেছে, এ বোধহয় তার সবথেকে বড় উদাহরণ। জাতীয় দলের ফুটবলারদের প্রতিদিনকার ভাতা দেওয়া হচ্ছে না, এই খবর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের আগে প্রকাশ্যে আসে। এবার একে একে ক্লাবগুলি বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে, অনন্ত অপেক্ষায় থাকতে তারা নারাজ। যতদিন না অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএল আসন্ন ফুটবল মরশুম বা বলা ভালো আইএসএলের ব্যাপারে তাদের পরবর্তী ভাবনাচিন্তা প্রকাশ না করছে, তারা ফুটবলার ও কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দিচ্ছে। এই বিষয়ে ফেডারেশনের কাছে আলোচনা চেয়ে আগেই আট ক্লাব চিঠি দেওয়ার পর আগামী বুধবার তাদের আলোচনাতেও ডেকেছে এআইএফএফ। কিন্তু তার আগেই বেঙ্গালুরু এফসি-র মতো ক্লাব প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ফুটবলার ও কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ার কথা জানানোকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে করা হচ্ছে। ২০১২ সালে ভারতীয় ফুটবলে আসার পর থেকেই বেঙ্গালুরু এফসি-র পরিকাঠামো থেকে ফুটবল নিয়ে ভাবনাচিন্তার মধ্যে উন্নতি ও আধুনিকতা লক্ষ করা গিয়েছে। কোনও পরিস্থিতিতেই এই ক্লাবকে কোনও বিতর্কিত পরিস্থিতিতে জড়াতে দেখা যায়নি। সেখানে বেঙ্গালুরু এফসি-র এই পদক্ষেপ ফুটবলের জন্য অত্যন্ত খারাপ বিজ্ঞাপন বলে মনে করছেন ভারতীয় ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তবে এই ক্লাবগুলির আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার যদি কোনও ভাবনা থাকে তার আগে তারা সবদিক মেপেই এগোচ্ছে বলেও মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে কল্যাণ চৌবে থাকলে যে এফএসডিএল আলোচনা আর এগোবে না, একথাও এখন জানে ফুটবলের সঙ্গে যুক্তরা। মজার কথা হল, আট ক্লাবকে আলোচনায় ডাকলেও নিজে উপস্থিত থাকছেন না কল্যাণ। তিনি নিজেই এখন এই আলোচনা এড়িয়ে যাচ্ছেন সবকিছু বুঝে।

একইসঙ্গে লক্ষণীয়, এই আট ক্লাবের জোটে নিজেদের জড়ায়নি বাংলার দুই প্রধান মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। তারা এই মুহূর্তে ডুরান্ড কাপ খেলতে ব্যস্ত। যারা একইসঙ্গে পাবলিক ক্লাব বলেই হঠাৎ করে সবকিছু বন্ধ করে দেওয়াও এই ক্লাবগুলির পক্ষে সম্ভব নয় বলেই এই জোটে যায়নি কলকাতার দুই ক্লাব। তবে বাংলার অপর প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সহ আরও দুই ক্লাব বৈঠকে যোগ দিতে চলেছে।

নামধারীকে নিয়ে সতর্ক ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : লক্ষ্য খেতাব জয়। তবে ডুরান্ড কাপে ম্যাচ ধরে ধরেই এগোতে চাইছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

অঙ্কটা সহজ। বুধবার ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে নামধারী এফসি-কে হারালেই কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে লাল-হলুদ বাহিনী। যদিও ব্রুজোঁ মনে করছেন কাজটা ততটাও সহজ হবে না। নামের ভারে নামধারীর থেকে ইস্টবেঙ্গল যতই এগিয়ে থাকুক না কেন, লাল-হলুদ শিবির বাইরের কোনও কথাতেই কান দিতে নারাজ। বরং তারা বাড়তি সতর্ক বলা যায়।

দুই বিদেশি ফুটবলার নিয়ে ডুরান্ড খেলছে নামধারী। দলে পরিচিত মুখ বলতে ইস্টবেঙ্গলেরই দুই প্রাক্তনী শেহনাজ সিং ও কমলপ্রীত সিং। এর মধ্যে শেহনাজ খেলেছেন মোহনবাগানেও। ফলে লাল-হলুদের বিরুদ্ধে তাদের অভিজ্ঞতাই যে নামধারীর অন্যতম অস্ত্র হতে চলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন অনুশীলন শুরুর আগে অস্কার বলছিলেন, 'গত মরশুমে আই লিগে খুব ভালো শুরু করেছিল দলটা। একটা সময় লিগ শীর্ষেও ছিল। এই ম্যাচে নামধারী প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, আইএসএল দলগুলোর থেকে ওরা পিছিয়ে নেই।'

মঙ্গলবার বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন পাশাপাশি দুই মাঠে অনুশীলন করল ইস্টবেঙ্গল ও নামধারী। খুব স্বাভাবিকভাবেই অস্কার কীভাবে ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তা বুঝে নিতে ইতিউতি লাল-হলুদ অনুশীলনের দিকে চোখ রাখছিলেন নামধারীর ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফরা। আর সম্ভবত তা বুঝতে পেরেই প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ। তিনটি দল করে ছোট জায়গার মধ্যে খলোলেন মহম্মদ রশিদ, এডমুন্ড লালরিনডিকা, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসদের। যা পরিস্থিতি তাতে হয়তো আই লিগের দলটির বিরুদ্ধে চার বিদেশি নিয়েই শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল।

গোলের নীচে দেবজিৎ মজুমদার একরকম নিশ্চিত। পিঠে চোট থাকায় আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিলেকে নিয়ে হয়তো ঝুঁকি নেবেন না অস্কার। রক্ষণে চার ভারতীয়র ওপরই আস্থা রাখবেন। মাঝমাঠে সাউল ক্রেসপো ও মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে রেখে একটু নীচ থেকে খেলানো হতে পারে রশিদকে। এছাড়া দিয়ামান্তাকোস হয়তো শুরু করবেন।

অনুশীলনে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, আনোয়ার আলিরা। ছবি : ডি মণ্ডল

ডুরান্ড কাপে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম **নামধারী এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

পরে নামানো হতে পারে হামিদ আহদাদকে। তবে নামধারীর বিরুদ্ধে দুই প্রান্তে কারা খেলবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকেই ব্যবহার করতে চান ব্রুজোঁ। তিনি বলেছেন, 'মরশুমের এই সময়টায় সব ফুটবলারদের দেখে নিতে হবে। অবশ্য তা দলের ভারসাম্য ধরে রেখেই।' এদিকে পিভি বিষ্ণু প্রথম ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। সৌভিক চক্রবর্তী অনুশীলন শুরু করলেও মরশুম সবে শুরু। ফলে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নেবেন কি অস্কার? প্রশ্ন রয়েছে।

সিরিজে ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের স্বীকৃতি সুন্দরকে

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ৫ অগাস্ট : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ!

সত্যিই তো কুরুক্ষেত্র। রোমহর্ষক সিরিজ। ব্যাটে-বলে ধুন্ধুমার লড়াই। শেষ পর্যন্ত সিরিজ ড্র।

ওভাল টেস্ট জিতে ২-২ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করে কোচ গৌতম গম্ভীর, টিম ইন্ডিয়ার নয়া মহানায়ক মহম্মদ সিরাজরা দেশে ফিরলেন। ভারতীয় সময় সন্ধ্যা থেকে গভীর রাতের মধ্যে তাঁরা দেশে ফিরে এসেছেন বলে খবর। পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার আরও অনেক সদস্যও দেশের বিমানে উঠেছেন। কেউ কেউ আবার বিলেতেই আপাতত কয়েকদিনের ছুটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন রুদ্ধশ্বাস সিরিজ শেষে এমন ছুটি স্বাভাবিকই।

দেশে ফিরলেন গম্ভীর-সিরাজরা

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজ শেষে টিম ইন্ডিয়ার সামনে আপাতত কোনও সিরিজ বা প্রতিযোগিতা নেই। চলতি মাসের শেষে শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারে ভারতীয় দল। কিন্তু সেটাও নেহাতই সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় ওভালে মায়াবী টেস্ট জয়ের পর আপাতত ফুরফুরে মেজাজে পুরো দলই। উৎসব করার মতোই ছিল আবহ। কিন্তু ওভাল টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করে নৈতিক জয় ছিনিয়ে নেওয়ার পরও কোনও উৎসব হয়নি ভারতীয় দলের সাজঘরে। বরং গতরাতে ওভাল টেস্ট জয়ের পর কোচ গম্ভীর তাঁর দলকে আগামীদিনেও এমন ছন্দ ধরে রাখার বার্তা দিয়েছেন। একইসঙ্গে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে ভারতীয় দলের ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে বেছে নিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ।

ওভাল টেস্টে জিতে ড্রেসিংরুমে সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস গৌতম গম্ভীরের।

একটি শতরান ও একটি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন ওয়াশি। উইকেট নিয়েছেন মোট সাতটি। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলানোর বিচারে কোচ গম্ভীরের মনে হয়েছে, ওয়াশিংটনই দলকে ভরসা দিয়েছেন। সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজার হাত থেকে ভারতীয় সাজঘরে সেই সম্মান পেয়েছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে ওয়াশিকে সম্মান জানানোর সেই ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দলের উদ্দেশ্যে আবেগঘন বার্তা দিয়ে কোচ গম্ভীর বলেছেন, 'দুর্দান্তভাবে আমরা ২-২ ব্যবধানে সিরিজ ড্র করলাম। পুরো দলের অবদান রয়েছে। সবাইকে অভিনন্দন। সিরিজের শুরু থেকে আমরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে উন্নতি করেছি। এই উন্নতির ধারা আমাদের বজায় রাখতে হবে।' সাফল্যের এই ছন্দ আগামীদিনে বজায় রাখার আহ্বানও জানিয়েছেন গম্ভীর। বলেছেন, 'দীর্ঘ সিরিজের পর আপাতত তোমরা কয়েকদিন বিশ্রাম নিতেই পার। সেটা তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু তারপরও বলব, মনে রাখতে হবে ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে দলের সাফল্যের যে সংস্কৃতি আমরা তৈরি করলাম, সেটা ধরে রাখতে হবে আমাদের।'

বিলেতে তৈরি হওয়া সাফল্যের সংস্কৃতি কীভাবে ধরে রাখবে শুভমান গিলের ভারত, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে দলের ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটারের শিরোপা পেয়ে আপ্লুত ওয়াশিংটন।

বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে তিনি বলেছেন, 'এই সাফল্য আমার কাছে আশীর্বাদের মতোই। চারটি টেস্টে খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। সব ম্যাচেই সেরাটা উজাড় করে দিয়েছি। কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলেছি আমরা দল হিসেবে। বিলেত সফরের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অবশ্যই কাজে লাগবে। অনেক কিছু শিখলাম এই সিরিজ থেকে।' এদিকে, ওভাল টেস্ট জিতে মোট ১২ পয়েন্ট পেয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‍্যাংকিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে লর্ডসে অল্পের জন্য হেরে গিয়ে র‍্যাংকিংয়ে চার নম্বরে নেমে গিয়েছিলেন শুভমান গিলরা।

আমন্ত্রিত নন শচীন, জিমি

লন্ডন, ৫ অগাস্ট : ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথমবার তাঁদের নামাঙ্কিত ট্রফি।

দুই দেশের দুই কিংবদন্তিকে সম্মান জানাতে সিরিজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে এবার। পতৌদি ট্রফির বদলে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকারের নাম। অথচ, সিরিজ শেষে ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে দুইজনের কাউকে দেখা যায়নি! দুই কিংবদন্তিকেই আমন্ত্রণ জানায়নি সিরিজের আয়োজক ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড!

মুখে কুলুপ ইসিবি-র

ইসিবি-র যে আচরণে স্বভাবতই অবাক ক্রিকেটমহল। গত ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে সুনীল গাভাসকারকে আমন্ত্রণ জানায়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে তুলে দেন অ্যালান বর্ডার। কমেন্ট্রির জন্য মাঠে থাকলেও গাভাসকারকে ডাকার প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

অ্যান্ডারসন-শচীন ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে দুই তারকাই ব্রাত্য। এমনকি বিজয়ীদের পতৌদি পদক দেওয়া হলেও মনসুর আলি খান পতৌদির পরিবারের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ক্রিকেটমহলের মতে, দুরন্ত সিরিজ। সেই সিরিজ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শচীনদের দেখা গেল, বাড়তি মাত্রা যোগ হত। যদিও সেই উদ্যোগ কেন নেওয়া হল না, উত্তর অজানা। ইসিবি-ও এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে মুখ খোলেনি।

ট্রফি নেওয়ার মঞ্চে থাকলেন শুধু দুই অধিনায়ক।

ভূমিপুত্র নিয়মেই সমস্যায় মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : কলকাতা লিগে ছয় ম্যাচ খেলে সংগ্রহ মাত্র ১ পয়েন্ট। শতাব্দী প্রাচীন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে এবার অবনমনের ভ্রূকুটি।

কোচ থেকে কর্মকর্তা কেউই জানেন না, কীভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। মহমেডানের কার্যনির্বাহী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন বলেছেন, 'ছয় ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়মেই দল সাজাতে সমস্যা হচ্ছে। সজল বাগ, শুভজিৎ ছাড়া বেশিরভাগই জুনিয়ার খেলোয়াড়। এই পারফরমেন্সে দলের যদি অবনমন হয়, তাহলে তো কিছু করার নেই। অগত্যা পরের বছর প্রথম ডিভিশন খেলতে হবে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ভারতীয় দলে তো বাংলার ফুটবলারদের জন্য আলাদা কোনও কোটা নেই। সেখানে তো ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের সঙ্গে লড়াই করে দলে আসতে হয়।' ক্রীড়ামন্ত্রীর চাপে তৈরি ছয় ভূমিপুত্র খেলানোর নিয়মেই জটিলতা, সেটাই পরোক্ষে বলে গেলেন মহমেডান কর্তা।

এদিকে, বিনিয়োগকারী নিয়েও অন্ধকারে মহমেডান। একাধিক কোম্পানির সঙ্গে ক্লাব কথা বললেও তেমন কিছু সুরাহা হয়নি। এই নিয়ে কামারুদ্দিন বলেছেন, '২৫ কোটির বিনিয়োগকারী নিয়ে কি হবে? যেখানে ২০ কোটি টাকা দেনা রয়েছে। বাকি টাকায় কীভাবে দল গড়ব। আমরা কয়েকদিনের মধ্যে নিজেরা বৈঠক করে কিছু একটা ব্যবস্থা করব।'

অন্যদিকে, চোটের জন্য ৪০ দিন মাঠের বাইরে থাকবেন অ্যাশলি কোলি। মালবাজারের মিডিও সাহিল খালকোর হাঁটুতে চোট রয়েছে। বুধবার তাঁর মেডিকেল পরীক্ষা হবে।

ক্যাসে খারিজ চার্চিলের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : ফিফার কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে (ক্যাস) আবেদন করল চার্চিল ব্রাদার্স। যেখানে শুধু ইন্টার কাশী নয়, তাদেরও যাতে আইএসএলে খেলতে দেওয়া হয়, সেই আর্জি জানানো হয়েছে। তবে ক্যাস থেকে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। তারা শুধু ইন্টার কাশী যে চ্যাম্পিয়ন, সেই সিদ্ধান্তটুকুই নিয়েছে।

প্রয়াত জোরগে

বেঙ্গালুরু, ৫ অগাস্ট : মুম্বই সিটি এফসি-র প্রাক্তন কোচ জোরগে কোস্তা প্রয়াত হলেন। ২০১৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত তিনি আইএসএলে মুম্বই সিটিকে কোচিং করান। কোস্তা ২০২৪ সাল থেকে পোর্তোর স্পোর্টিং ডিরেক্টর ছিলেন। পর্তুগাল জাতীয় দলে খেলা এই প্রাক্তন কোচ-ফুটবলারের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

অনুশীলনে সূর্য

বেঙ্গালুরু, ৫ অগাস্ট : স্পোর্টস হার্নিয়ার ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে মাঠে ফিরলেন সূর্যকুমার যাদব। জুনে মিউনিখে অস্ত্রোপচার হয়। তারপর প্রথমবার তাঁকে ব্যাট হাতে অনুশীলনে দেখা গেল। ৯ সেপ্টেম্বর টি২০ ফরম্যাটে এশিয়া কাপ শুরু হচ্ছে। তার আগে সূর্যের অনুশীলনে ফেরা সুখবর। বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে সূর্য।

বসিরহাটে কোচিংয়ে ডাক আক্রামকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বসিরহাটের ঘোষবাড়ি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি তাদের 'ফান্ডামেন্টালস টু পারফরমেন্স' ক্রিকেট ক্যাম্পে অতিথি কোচ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে শিলিগুড়ির মহম্মদ আক্রাম রাজাকে। আইসিসি-র লেভেল-টু সার্টিফায়েড ক্রিকেট কোচ আক্রামকে ৭ থেকে ১০ অগাস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় শিবিরের জন্য ডাকছে বলে জানানো হয়। এজন্য তিনি বুধবার রওনা হবেন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'আক্রামের এই সুযোগ শিলিগুড়ির বাকি ক্রিকেট কোচদেরও উৎসাহিত করবে।'

ভারতের প্রতিপক্ষ আজ ইন্দোনেশিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অগাস্ট : বুধবার মায়ানমারে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের অভিযান শুরু করছে ভারত। প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া। বাছাই পর্বে ভারত গ্রুপ 'ডি'-তে রয়েছে। এই গ্রুপে ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও বাছাই পর্বের আয়োজক মায়ানমার ও তুর্কমেনিস্তান রয়েছে। বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলার জন্য ১ অগাস্টই মায়ানমারে পৌঁছে গিয়েছিল ভারতীয় দল। ইতিমধ্যে তারা প্রস্তুতি ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে। প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে ভারতের কোচ জোয়াকিম অ্যালেকজান্ডারসন বলেছেন, 'আমরা দুই মাস ধরে বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শিবির করেছি। মেয়েরা তৈরি রয়েছে। এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'গ্রুপে তিনটি ম্যাচই কঠিন। মায়ানমার এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল। ইন্দোনেশিয়াও কঠিন প্রতিপক্ষ। আমরা লড়াই করব।'

অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ

২০২৬ সালের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের অন্যতম আয়োজক হয়েছে ভারত। বাছাই পর্বের খেলাগুলি নভেম্বর মাসে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রয়াত স্বপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার স্বপন দাস (বিহারীদা) মঙ্গলবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে বাঘা যতীনের সচিব প্রসূন দাসগুপ্ত বলেছেন, 'স্বপন আমাদের ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলা ছাড়াও পরবর্তীতে কর্মকর্তাও হয়েছিলেন। সুভাষপল্লির বাড়িতে এদিন বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স সত্তর পেরিয়ে গিয়েছিল।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা মনোজ কুমার ঘোড়াই-কে 18.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 63J 36767 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাদেরকে একটি ছোট বিনিয়োগের মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনে সত্যিই আশা জাগিয়ে তুলেছে। এই সুযোগের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ এটি আমার মতো মানুষের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাল্গুনীর কোচিংয়ে শিলিগুড়িতে খেলতে আসছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ অগাস্ট : কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বুধবার শুরু হচ্ছে শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের নীতীশ তরফদার, অসিত রায় ও ম্যাজিস্ট্রাল নিউট্রা ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ১০ দলীয় এই প্রতিযোগিতায় সন্ধে ৬টায় উদ্বোধনী ম্যাচে ডিএসইউ তরাই মর্নিং এফসি মুখোমুখি হবে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমির। মেয়র গৌতম দেব প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়।

প্রতিযোগিতার আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের সচিব অনুপ বসু বলেছেন, 'প্রাক্তন ফুটবলার ফাল্গুনী দত্তের প্রশিক্ষণে খেলতে শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি আসছে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার বিকেল ৪টায় তারা প্রথম ম্যাচ খেলবে শিলিগুড়ির হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির সঙ্গে। শনিবার ইস্টবেঙ্গলের বায়োমেট্রিক রয়েছে। প্রতিযোগিতায় যাতে কোনও ফুটবলারের বয়স নিয়ে প্রশ্ন না ওঠে সেজন্য আমরা সব দলকেই বায়োমেট্রিক করাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আটটি দলের তা করাও হয়ে গিয়েছে।'

আজ শুরু অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবল

তবে টানা বৃষ্টিতে মাঠ যে সম্পূর্ণ তৈরি নয় তা মানছেন আয়োজকরা। অনুপ বলেছেন, 'মাত্র কয়েকদিন হল প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ শেষ হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ রোল করার সময় পাওয়া যায়নি। তবে মাঠের চারদিক সাজানোর কাজটা আমরা সেরে ফেলছি। আশিয়ান জয়, মোহনবাগানকে ৫ গোল দেওয়ার মতো ইস্টবেঙ্গলের বিশেষ কিছু মুহূর্তের সঙ্গে লাল-হলুদ পতাকায় স্টেডিয়াম সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।'

TECHNO INDIA GROUP WORLD SCHOOL, SILIGURI

Walk-in-Interview

Techno India Group World School (CBSE) is looking for qualified and competent female candidates for the following positions.

Pre-Primary Teachers: (Graduate with NTT/ Montessori trained)

PRT: Graduate with B.Ed, D.El.Ed (Preferable): Hindi, English, Science

TGT: (Honours Graduate with B.Ed): Bengali, Nepali

PGT: (Post Graduate with B.Ed): Biology, History, Accountancy, Economics, Computer Science

Part-time Instructors: (Trained): Violin, Western Dance

We're looking for passionate and skilled female teachers with a strong background in English, excellent subject knowledge, proficient computer skills, and dedicated to child development. Salary is not a constraint for deserving candidates. Please submit all testimonials along with your resume during the interview.

Date & Venue of Interview

10th August, 2025
Reporting time: Between 10 am and 12 noon
Techno India Group World School, Siliguri

Contact: 9996745493